৮২৩১৮

আবীর ছড়ানো মুর্শীদাবাদ

[রক্তাক্ত গিরিয়া]

ঐতিহাসিক নাটক

কলিকাতার স্বপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা অপেরায়

এবং

ক্যালকাটা বাণী নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

সঞ্জীবন দাস

পরিবেশক
নির্মল পুস্তকালয়
১৮।বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
এন. সাহা
'নির্মল বুক এজেন্সী'
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

দাম :

[illegible]

মুদ্রক :
নিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৬

উৎসর্গ

আমার বিদ্যাশিক্ষামন্দির 'কাল্‌না রায় রাধাগোবিন্দ ইনস্‌টিটিউসন'এর শিক্ষকমণ্ডলীর পদপ্রান্তে হতভাগ্য ছাত্রের ক্ষুদ্র অঞ্জলি এই 'আবীর ছড়ানো মুর্শীদাবাদ'।

অনুগত
সঞ্জীবন দাস

নাট্যকারের কথা

নাটকখানি প্রথমে কলিকাতার সুবিখ্যাত পেশাদার যাত্রাপার্টি ক্যালকাটা অপেরা "রক্তাক্ত গিরিয়া" নামে অভিনয় করে। উক্ত দলের স্বত্বাধিকারী মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস মহাশয় এবং প্রযোজক অভয়পদ সাহা ও ম্যানেজার শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারীর তত্ত্বাবধানে আমি নাটকখানি মাত্র এক বৎসরের চুক্তিতে তুলিয়া দিই। উপরোক্ত দলের মালিকমহল বহু অর্থব্যয়ে ও উক্ত অপেরার শিল্পীবৃন্দের অক্লপণ পরিশ্রমে নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয় ১৩৭৭ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার মথুরাপুর টি-গার্ডেন-এর (নর্থ বেঙ্গল, জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স) মাকালী মেলায়। তারপর বহু মঞ্চে অভূতপূর্ব যশের সহিত অভিনয় হইয়া ক্যালকাটা অপেরাকে সুনাম অর্জন করাইয়াছে। এই নাটকের কয়েকটি স্থানে আমার পেশাদার যাত্রা-জীবনের গুরুদেব সর্বজন-পরিচিত অন্যতম নটকুলতিলক ননী ভট্ট মহাশয় সংশোধন করিয়া আমায় ধন্য করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর নন্দী মহাশয় সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া নাটকখানিকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া তোলেন। পরে ক্যালকাটা বাণী নাট্য কোম্পানীতে নাটকখানি অভিনীত হয় "আবীর ছড়ানো মুর্শীদাবাদ" নামে। সব শেষে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'নির্মল বুক এজেন্সী'র পক্ষে মাননীয় শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সাহা মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে নাটকখানি প্রকাশ করেন। এঁদের প্রত্যেকের নিকটেই আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—সঞ্জীবন দাস

প্রথম রজনীর শিল্পীগণ

		মথুরাপুর টি গার্ডেন, নর্থ-বেঙ্গল ক্যালকাটা অপেরা জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স—২১শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ৬৭ সাল্	ক্যালকাটা বাণী নাট্য কোম্পানী জৌগ্রাম, বর্ধমান ৯।২।৭৮
সরফরাজ খাঁ	...	শৈলেন চক্রবর্ত্তী—	বিভূতি রায়
সওগাত আলি	...	সঞ্জীবন দাস—	সুবোধ দাস
সুলেমান	...	শক্তি ভট্টাচার্য—	দিলীপকুমার (দুলাল)
প্রশান্তদেব	...	সুধীরকুমার—	সঞ্জীবন দাস
নৃপন আচার্য	...	তিনকড়ি লাহা—	বরদা সরকার
কালো কাশেম	...	তারক ঘোষ—	দিবাকর চ্যাটার্জী
রণকদেব	...	মাঃ রবি—	মাঃ প্রাণজিৎ
গঙ্গাধর	...	নারায়ণ চ্যাটার্জী—	অনন্ত চক্রবর্ত্তী (ছোট)
রাধাকান্ত	...	(খুকু) দেবকুমার—	পরেশ রায়
নারায়ণ শর্মা	...	বলাই গরাই—	অবনী মুখার্জী
আলিবর্দী খাঁ	...	বিভূতি পাণ্ডা—	দুলাল বিশ্বাস
হাজি আহম্মদ	...	দুলাল দে—	প্রসূনকুমার
জাফর আলি খাঁ	...	পরিমল দাসগুপ্ত—	সুবিমল ঘোষাল
মুস্তাফা খাঁ	...	(গোলাম) প্রসাদ দত্ত—	রামদাস দাস
সাহেনাবানু	...	(বুলান) গীতশ্রী দাস—	মলিনা দাস
কমলা	...	আশা গরাই—	বেলা মিত্র
মমতা	...	আরতি দাস—	মালতী দাস
সরফুন্নেসা	...	তপতী দাস—	রত্না ঘোষ

ক্যালকাটা অপেরার যন্ত্র-শিল্পীগণ: হারমোনিয়ম—সুধীর দাস, ক্ল্যারিওনেট—শৈলেন চক্রবর্ত্তী, বর্ণেট—কালিবাবু, চর্মযন্ত্রী—কালি মণ্ডল, জুড়ি—অধীর দাস।

এবং

বাঁশের বাঁশী—অশোক চক্রবর্ত্তী (বি. এ.)

সুরসৃষ্টি— রাজ্যেশ্বর নন্দী। স্মারক—ননী দাস।

চরিত্র

—পুরুষ—

সরফরাজ খাঁ	...	...	বাংলার নবাব।
সওগাত আলি	...	...	ঐ ভ্রাতা।
সুলেমান খাঁ	...	...	ঐ মনসবদার।
প্রশান্তদেব চট্টরাজ	...	...	ঐ ফৌজদার।
আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন	...	...	ঐ জায়গীরদার।
নৃপেন আচার্য	...	...	ঐ তহশীলদার।
কালো কাশেম	...	...	ঐ বান্দা।
কণকদেব	...	...	প্রশান্তর পুত্র।
গঙ্গাধর	...	...	সর্বহারা ব্যক্তি।
রাধাকান্ত	...	...	গ্রাম্য অধিবাসী।
নারায়ণ শর্মা	...	...	সমাজপতি।
আলিবর্দী খাঁ	...	...	বিহারের শাসনকর্তা।
হাজি আহম্মদ	...	...	ঐ ভ্রাতা।
জাফর আলি খাঁ	...	...	ঐ ভগ্নীপতি।
মুস্তাফা খাঁ	...	...	ঐ মনসবদার।

—স্ত্রী—

সাহেনা	...	...	সরফরাজের ভগ্নী।
কমলা	...	...	প্রশান্তর মাতা।
মমতা	...	...	রাধাকান্তর ভগ্নী।
সরফুন্নেসা	...	...	আলিবর্দীর বেগম।

॥ সূচনা ॥

ফৌজমহলের সদর সড়ক।

[নেপথ্যে বহু কণ্ঠে] বাঁচাও—বাঁচাও! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

ইংরেজ দূতের কণ্ঠে: কে বাঁচাইবে টুমাকে—কে বাঁচাইবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

প্রশান্ত: হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার শয়তানদ্বয়!

ইংরেজ দূতদ্বয়ের কণ্ঠে: আঃ—আঃ!!

একহাতে রক্তমাখা উন্মুক্ত অসি, অন্যহাতে সাহেনাকে টানিয়া লইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রশান্তর প্রবেশ।

প্রশান্ত। [সাহেনাকে ছাড়িয়া দিয়া] ফিরিঙ্গি শয়তানদ্বয়—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সাহেনা। [প্রশান্তকে জড়াইয়া ধরে] রক্ষা করুন—আমাকে বাঁচান!

প্রশান্ত। [সরিয়া গিয়া] ভয় নেই, ফিরিঙ্গি শয়তান দুটোকে আমি কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেছি।

সাহেনা। একাই তাদের কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললেন!

প্রশান্ত। দেখতেই তো পাচ্ছেন, সঙ্গে কেউ নেই।

সাহেনা। কে আপনি? আপনার পরিচয়?

প্রশান্ত। আমি সামান্য রাজকর্মচারী, ফৌজদার প্রশান্তদেব চট্টরাজ।

সাহেনা। [জনান্তিকে] এই সেই হিন্দু ফৌজদার প্রশান্তদেব চট্টরাজ! এত সুন্দর—এত সাহসী—এমন অসাধারণ বীর!

প্রশান্ত। কি ভাবছেন?

সাহেনা। ভাবছি, সৈন্য-বিভাগে এত মুসলিম বীর যোদ্ধা থাকতেও, বিশেষ ক'রে মনসবদার সুলেমান খাঁ বর্তমানে, আপনি হিন্দু রাজ-কর্মচারী হয়ে—

প্রশান্ত। আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে বাধ্য হয়েছিলাম কেবলমাত্র আপনাকে বাঁচাতে।

সাহেনা। জানেন আমার পরিচয়?

প্রশান্ত। পরিচয় তো আমার প্রয়োজন নেই। আপনি নারী, এই পরিচয়ই আমার কাছে যথেষ্ট। দূর থেকে যখন দেখলাম, দু'জন ফিরিঙ্গি শয়তান আপনার ওড়নাখানা টেনে ধরেছে, ভয়ে আপনি প্রাণপণ চিৎকার করছেন, তা দেখেও কোন রাজকর্মচারী আসেনি আপনাকে রক্ষা করতে—তখন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। ভুলে গেলাম—আমি হিন্দু আর আপনি মুসলমানী; ভুলে গেলাম—আমি সামান্য সৈনিক আর আপনি নবাব-হারেমের কোন সম্ভ্রান্ত নারী। তাই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অসিহস্তে ঝাঁপিয়ে পড়লাম লম্পট ফিরিঙ্গি দুটোর ওপর।

সাহেনা। কিন্তু আমাকে রক্ষা ক'রে আপনাকে যদি কোন শাস্তি নিতে হয়?

প্রশান্ত। হাসিমুখে তাই নেব। তবু সান্ত্বনা থাকবে—বাঙালী হয়ে চোখের সামনে বিধর্মীর হাতে বঙ্গললনার অমর্যাদা হ'তে দিইনি।

[প্রস্থানোদ্যত]

সাহেনা। শুনুন—

প্রশান্ত। শোনার অবসর নেই।

সাহেনা। আমার আদেশ—

প্রশান্ত। [ঘুরিয়া] আদেশ?

সাহেনা। হ্যাঁ, সামান্য ফৌজদারের প্রতি শাহাজাদীর আদেশ।

প্রশান্ত। আপনি শা-হা-জা-দী!

সাহেনা। হ্যাঁ। আমি শাহাজাদী সাহেনাবানু।

প্রশান্ত। আপনাকে আমার— [সেলাম করিতে উদ্যত]

সাহেনা। না-না, আমাকে নয় বীর—আমাকে নয়। আপনার শক্তি আর সাহসকে আমিই জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ সেলাম। [সেলাম করিল]

প্রশান্ত। শাহাজাদী!

সাহেনা। সকলের কাছে শাহাজাদী হলেও আপনার কাছে আমি শুধু সাহেনাবানু!

প্রশান্ত। সাহেনাবানু!

সাহেনা। আগে আমি জানতাম, হিন্দুরা কেবল কাঁদতেই শিখেছে। কিন্তু আজ আপনার আদর্শ দেখে বুঝলাম, হিন্দুরা মরতেও জানে আর মারতেও জানে।

প্রশান্ত। সাহেনা!

সাহেনা। আপনার আজকের এই বীরত্ব-কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহাসিক যুগ যুগ ধ'রে রক্তাক্ষরে লিখে দুনিয়াকে জানাবে এক বীর সাহসী হিন্দু বাঙালীর লম্পট ফিরিঙ্গি হত্যার কথা।

[প্রস্থান।

প্রশান্ত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, হত্যা—শুধু হত্যাই করব। যারা আমাদের দেশে ব্যবসা করতে এসে, আমাদের নুন খেয়ে, আমাদের বুকে ব'সে আমারই দেশের মা-বোনদের ধর্মনাশে হাত বাড়াবে,—তাদের তাজা রক্তে বাংলার শ্যামল মাটি আমি লালে লাল ক'রে দেবো।

[প্রস্থান।

———

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

মুর্শীদাবাদ-প্রাসাদ।

সওগাত আলির প্রবেশ।

সওগাত। পিতার মৃত্যুর পর ভাইসাহেব বসলো বাংলার মসনদে। সমগ্র বাংলার যেখানে যত রাজা জমিদার আছে সকলে নজর দিল, সওগাত পাঠ'লো নূতন নবাবের সম্মান বজায় রাখতে। সাত কোটি হিন্দু-মুসলমানের শুভেচ্ছা আর খোদার ফজল মাথায় নিয়ে ভাইসাহেব হ'লো বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মাটি উঠলো কেঁপে, পেঁচা উঠলো ডেকে, খোদা উঠলেন শিউরে, আর আমি পড়লাম বেরিয়ে। পিতার মুখে শুনেছিলাম ভাইসাহেবের শুভ জন্মদিনে প্রকাশ্য দিনের আলোয় নাকি শৃগাল চিৎকার ক'রে উঠেছিল। কিন্তু কেন? কি তার অপরাধ?

গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর। অসংখ্য।

সওগাত। তুমি কে?

গঙ্গাধর। ধ্বংসের বিভীষিকা।

সওগাত। কি চাও তুমি?

গঙ্গাধর। তার আগে বলো, তুমি কি নবাব সরফরাজ খাঁ?

সওগাত। না, আমি শাহাজাদা সওগাত আলি। কিন্তু কেন, নবাবের সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন?

গঙ্গাধর। তাকে পেলে গলা টিপে আমি হত্যা করবো।

সওগাত। কেন? কি করেছে সে?

গঙ্গাধর। সে আমার মাথায় বাজের আঘাত হেনেছে—চোখের তারা উপড়ে নিয়েছে—বুকের পাঁজরখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, আমার ভাঙা ঘরের পূর্ণিমার চাঁদ সে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছে।

সওগাত। তার অর্থ?

গঙ্গাধর। আমার বৌকে চুরি করেছে সেই লম্পট। আমার গৌরীকে সে অপমান করেছে।

সওগাত। কি বলছো তুমি! সে তোমার বৌকে চুরি করেছে?

গঙ্গাধর। হ্যাঁগো—হ্যাঁ। একদিন আমার বৌ পুকুরঘাটে স্নান করতে গিয়েছিল, সেই সময় সে-পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল শাহাজাদা সরফরাজ খাঁ। হঠাৎ গৌরীর উপর তার নজর পড়ল। ঘোড়া থেকে নেমে এসে শাহাজাদা ধরল গৌরীর হাত। গৌরী চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকার শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, কিন্তু উদ্ধার করতে পারলুম না গৌরীকে। আমায় দেখে শাহাজাদা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সওগাত। ওঃ—খোদা!

গঙ্গাধর। খোদার কথা ছেড়ে গৌরীর কথা বলো ভাই। বলো না কোথায় আছে আমার সাধনার পারিজাত? আমি দূর থেকে শুধু একটিবার তাকে দেখবো, দেখেই চলে যাব।

সওগাত। সেকি! প্রতিশোধ নেবে না তুমি?

গঙ্গাধর। প্রতিশোধ?

সওগাত। হ্যাঁ, প্রতিশোধ।

গঙ্গাধর। নেব—প্রতিশোধ নেব। শয়তান সরফরাজ খাঁর হৃৎপিণ্ড আমি উপড়ে নেব। জানো, শুধু আমার বৌকেই সে ছিনিয়ে নেয়নি, আরও কত শত সুখের দীপ সে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে। কত মেয়ের বাপ-মা শোকে-দুঃখে উন্মাদ হয়েছে। কত বোনের ভাই লজ্জায় পাথরে মাথা কুটে মরেছে। আর আমার মত কত হতভাগ্য স্বামী পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরছে। আজ আমি তার চরম প্রতিশোধ নেব।

সওগাত। কিন্তু, এতো বেদনাহত মনে তুমি তো প্রতিশোধ নিতে পারবে না ভাই। প্রতিশোধ নিতে হলে মনের দাবাগ্নি শতগুণে বৃদ্ধি করতে হবে, প্রাণের মায়া ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে অত্যাচারীর বুকে। তার কণ্ঠনালী টিপে ধরতে হবে। অত্যাচারীকে আর বাড়তে দিলে চলবে না—তাকে দিতে হবে তার পাপের উপযুক্ত সাজা।

গঙ্গাধর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তুমিই আমায় ঠিক পথের সন্ধান দিয়েছ। এখন তবে যাই, দেশের সমস্ত প্রজাকে ডেকে রাজার সমাচার দিই। বাঙালী জোয়ানদের নিয়ে গড়ে তুলি মুক্তি-ফৌজ।

সওগাত। মুক্তি-ফৌজ জিন্দাবাদ্!

গঙ্গাধর। গীত।

জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!
ওরে বাঙালী, তোদের দুয়ারে আজ এনেছি ফরিয়াদ।
অত্যাচারীর চাবুক ছিনিয়ে নে,
কালো হাত তার ভেঙে গুঁড়িয়ে দে,
অবিচারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আজ ঘোষণা কর জেহাদ॥

[প্রস্থান।

সওগাত। ইন্নস-আল্লা! ভাইসাহেব এতো অত্যাচারী হ'লো কি ক'রে? কে তাকে নামিয়ে দিল দোজাকের কালো গাঢ় অন্ধকারে?

সরফরাজ খাঁর প্রবেশ।

সরফরাজ। সেকথা পরেই শুনবে। এখন বলো, কোথায় ছিলে এতোদিন?

সওগাত। দেশভ্রমণে গিয়েছিলাম জনাব।

সরফরাজ। কি দেখলে?

সওগাত। একদিকে দেখলাম, হাজার হাজার প্রজা তোমার জয়গানে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলছে; অন্যদিকে দেখলাম, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কত প্রজা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর দীনদুনিয়ার মালিকের দরবারে তোমার মৃত্যুর জন্য মনাজাৎ জানাচ্ছে।

সরফরাজ। সওগাত!

সওগাত। কত হিন্দুর সুখের সংসার তুমি শ্মশানে পরিণত করেছ ভাইসাহেব, কত মুসলমানের বাস্তুভিটেতে রচনা করেছ কবর-আস্তানা। শান্ত দেশের বুকে সৃষ্টি করেছ অশান্তির আতংক, ছড়িয়ে দিয়েছ দুর্ভিক্ষের আগুন। কিন্তু ফরাসী ফিরিঙ্গিদের মুখে ফুটিয়ে রেখেছ আনন্দের হাসি। মাতামহ মুর্শীদকুলী খাঁ থেকে আরম্ভ ক'রে পিতাও তাদের বরদাস্ত ক'রে গেছেন, আর তুমিও তাই।

সরফরাজ। তুমি জানো না মূর্খ, কি এর ইতিহাস। মাতামহ মুর্শীদকুলী খাঁ ছিলেন বঙ্গীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তান। তৎকালীন সম্রাট ঔরংজেবের ইচ্ছায় তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরই অনুকম্পায় মাতামহ বাংলার সুবাদারী গ্রহণ ক'রে বাংলা শাসন করতে আসেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান ব'লে ঘোষণা

করেন। তাই পূর্বেকার ফারমান অগ্রাহ্য ক'রে ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

সওগাত। সেকি!

সরফরাজ। শুধু তাই নয়, প্রচলিত হারে খাজনা আদায় করার ফলে কোন-কোন ইংরেজ বণিক আপত্তিও জানিয়েছিলেন। তাই তিনি সারম্যান ও হ্যামিল্টনকে দিল্লীতে সম্রাট ফারুকশিয়ারের নিকট প্রেরণ করেন। হ্যামিল্টন ছিলেন সুদক্ষ চিকিৎসক। তাঁর চিকিৎসায় সম্রাট ফারুকশিয়ার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ ক'রে আবার বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার জন্য ইংরেজ জাতিকে নূতন ফারমান দিয়েছিলেন।

সওগাত। নূতন ফারমান?

সরফরাজ। হ্যাঁ। কিন্তু সে ফারমানকেও স্বাধীনচেতা নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ অগ্রাহ্য ক'রে ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকে আরও বেশি হারে শুল্ক আদায় ক'রে গিয়েছিলেন। পিতাও তাই। আর আমিও—

সওগাত। বাধ্য হয়েই সে আইন বজায় রেখেছ। কেন, কেন ভাইসাহেব? পার না তুমি তাদের টুঁটি টিপে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে? এদেশ আমাদের। এদেশের সুখ-সমৃদ্ধিতে একমাত্র আমাদেরই অধিকার। আমাদের মাতৃভূমিতে খৃশ্চানের কি অধিকার?

সরফরাজ। তারা যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা নজর দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটা বুঝতে পারছ না কেন?

সওগাত। কে চেয়েছে শুল্ক? কে দিতে বলেছে নজরাণা? চাই না তাদের কিছুই। তারা শুধু আমাদের দেশ থেকে ব্যবসা তুলে নিক।

সরফরাজ। সওগাত!

সওগাত। ভাইসাহেব, সমুদ্রপারের ঐ সাদা চামড়ার দস্যুরা একমুঠো সোনার পরিবর্তে যদি তোমার দেশের এককণা মাটি চায়, তবু তুমি তাদের সে সুযোগ দিও না।

সরফরাজ। কি বলছ তুমি?

সওগাত। তুমি জানো না ভাইসাহেব, কিন্তু আমি জানি। আমার দীলমহল থেকে কে যেন আমায় বার-বার বলে—এদেশ দখল করার জন্য ওরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজ না পারুক, দশ যুগ পরে হলেও এদেশে ওরা রাজত্ব করবে। শুধু বাংলাই নয় ভাইসাহেব, দিল্লীর লাল কেল্লাতেও একদিন ঐ ইংরেজরা দরবার বসাবে।

সরফরাজ। সওগাত!

সওগাত। তাই বলি ভাইসাহেব, যদি পার, তাদের সে খোয়াব ভেঙে চুরমার ক'রে দাও। নিজের শক্তিতে না কুলায়, সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে একত্রিত শক্তিতে তাদের চলার সড়ক শূন্যে মিলিয়ে দাও। প্রয়োজন হয়, নাদির শার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

সরফরাজ। তোমার দূরদৃষ্টির আমি তারিফ করি সওগাত, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি না। কারণ, নাদির শাহ পর-পর দশবার ভারত লুণ্ঠন করেছে। এবার আমার প্রস্তাবে সম্মত হবে সত্য, সাহায্য হয়তো প্রয়োজনের খাতিরে করতেও চাইবে। কিন্তু তারপর? সে নিজেই আমার স্থাপিত সড়ক ধ'রে এগিয়ে এসে এদেশ দখল ক'রে তারই বিজয়-পতাকা উড্ডীন করবে।

সওগাত। তাতেও শান্তি, কারণ সেও আমার দেশের ভাই—এশিয়া মায়ের সন্তান। সমগ্র এশিয়ার যে কেউ প্রভুত্ব করুক, তবু বিদেশীর পায়ের তলায় দেশজননীর উন্নত শির বিক্রীত হ'তে দিও না।

ছুটিয়া কালো কাশেমের প্রবেশ।

কাশেম। সর্বনাশ হয়েছে জাঁহাপনা—সর্বনাশ হয়েছে।

সরফরাজ। কি হয়েছে কালো কাশেম?

কাশেম। খুন।

উভয়ে। খুন!

কাশেম। হ্যাঁ শাহাজাদা, একেবারে লালে লাল।

সরফরাজ। যাও সওগাত, জলদি তদন্ত ক'রে দেখ—কে কাকে কি অপরাধে খুন করেছে। কার এত কলিজার হিম্মৎ যে প্রকাশ্য দিনের আলোয় মহলের মধ্যে খুনের দরিয়া সৃষ্টি করেছে? যাও—এই মুহূর্ত সে বেয়াদবকে গ্রেপ্তার ক'রে আমার সামনে হাজির কর।

সওগাত। কোথায় খুন হয়েছে কাসেম আলি?

কাশেম। ফৌজমহলের সদর সড়কে।

সওগাত। সেকি! এইমাত্র সাহেনাকে যে আমি ঐ পথেই যেতে দেখলাম।

কাশেম। শাহাজাদীই তো এই অনর্থ ডেকে নিয়ে এলেন।

সওগাত। হায় খোদা! এ হবে তা আমি আগেই ভেবেছিলাম। দীনদুনিয়ার মালিক মেহেরবান, আমার বহিন্‌কে তুমি রক্ষা ক'রো খোদা—আমার বহিন্‌কে তুমি রক্ষা ক'রো।

[প্রস্থান।

সরফরাজ। কালো কাশেম!

কাশেম। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। কে সে বেয়াদব যে প্রাসাদ-মধ্যে খুনের কসরৎ সুরু করেছে? কি নাম তার?

সুলেমান খাঁর প্রবেশ।

সুলেমান। প্রশান্তদেব চট্টরাজ।

সরফরাজ। ফৌজদার প্রশান্তদেব চট্টরাজ? কিন্তু হঠাৎ—

সুলেমান। ঘটনা সামান্য জাঁহাপনা। কিন্তু বেতমিজ কাফের—

সরফরাজ। আঃ, সংযত হয়ে কথা বলো সুলেমান খাঁ। মনে রেখো, ফৌজদার প্রশান্তদেবের মর্যাদা তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

সুলেমান। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। আমার সামনে আমার পদস্থ কোন কর্মচারী সম্পর্কে কটূক্তি করলে ভবিষ্যতে আর খাতির পাবে না।

সুলেমান। কিন্তু এত বড় অন্যায়—

সরফরাজ। সে বুঝবো আমি। কারণ এক্ষেত্রে তুমি সংবাদবাহক মাত্র—বিচারক নও।

কাশেম। সেকি জাঁহাপনা! মাননীয় মনসবদার সাহেবকে—

সরফরাজ। মনসবদার হলেও সুলেমান খাঁ আমার বেতনভোগী কর্মচারী।

সুলেমান। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। হ্যাঁ—বলো সুলেমান খাঁ, কি সংবাদ তুমি এনেছ?

কাশেম। ব'লে ফেলুন মনসবদার সাহেব, ল্যাটা চুকে যাক। ওকি, শাহাজাদীও যে এদিকে আসছেন! আমি তবে আসি। [প্রস্থানোদ্যত]

সুলেমান। শাহাজাদীর ভয়ে তুমি কেন পালাচ্ছ কালো কাশেম?

কাশেম। ভয়ে কে বললে?

সুলেমান। তবে?

কাশেম। রাগে।

সরফরাজ। কালো কাশেম!

কাশেম। বান্দার গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, আর এক লহমাও আমি এখানে থাকতে পারব না।

সরফরাজ। কেন?

কাশেম। তাহ'লে শাহাজাদী আমায় আস্ত চিবিয়ে খাবে। আদাব—আদাব!

[প্রস্থান।

সুলেমান। জাঁহাপনা, শাহাজাদী ফৌজমহলের সদর সড়কে যখন পায়চারি করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে—

সরফরাজ। সেই মুহূর্তে—?

সুলেমান। দু'জন নূতন ইংরেজ বণিক সেই পথেই আসছিল জাঁহাপনাকে উপঢৌকন দিয়ে এদেশে বাণিজ্য করার আদেশ পেতে।

সাহেনার প্রবেশ।

সাহেনা। ইনাম দাও ভাইসাহেব—ফৌজদার প্রশান্তদেবকে ইনাম দাও।

সুলেমান। কেন?

সাহেনা। আঃ, তুমি থামো না মিঞা!

সুলেমান। সে দু-দুটো জান খতম্ করেছে।

সাহেনা। বেশ করেছে। তোমাদের কলিজায় হিম্মৎ ছিল না? তোমরা তো পারলে না সেই ফিরিঙ্গি শয়তানদের খুন ক'রে সুনাম অর্জন করতে?

সরফরাজ। এ তুমি কি বলছো বহিন্?

সাহেনা। ঠিকই বলছি ভাই সাহেব। সেই শয়তানরা সদর সড়কে পা দিয়েই আমার লক্ষ্য ক'রে কুৎসিত ইঙ্গিত করে।

সরফরাজ। সেকি!

সাহেনা। তখন সেখানে উপস্থিত ছিল মনসবদার সুলেমান খাঁ।

সরফরাজ। তারপর?

সাহেনা। মুহূর্তক্ষণ পরেই তারা আমার ওড়নাখানা টেনে ধরে; আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে খোদার দূতের মত প্রশান্তদেব ছুটে এসে সেই লম্পটদের ওড়নাধরা হাত দু'খানা জমিনে নামিয়ে দিয়ে আমায় কাছে টেনে নেয়।

সুলেমান। সামান্য একটা হিন্দু কাফেরের এতো সাহস যে শাহাজাদীকে কাছে টেনে নেয়?

সাহেনা। শুধু তাই নয়, আমাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে একাই দু'জন ফিরিঙ্গিকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফৌজমহলের সদর সড়কে ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের তাজা খুন।

সরফরাজ। বহুত্ আচ্ছা!

সাহেনা। ভাইসাহেব! যে তোমার বহিনকে এতো বড় বেইজ্জতির হাত থেকে রক্ষা করেছে, তাকে তুমি ইনাম দেবে না? তার বীরত্বের —তার মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেবে না?

সুলেমান। জাঁহাপনা, শাহাজাদীর এইসব আপত্তিকর প্রস্তাব কি আমায় সহ্য করতে হবে?

সরফরাজ। আমি তো করছি। অসুবিধা হয়—তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। কি করব বলো, একে বহিন—তায় আবার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। তাছাড়া যা সত্য ঘটনা, ও তা-ই তো বলছে। মুখে তো আর হাতচাপা দিতে পারি না।

স্থলেমান। কিন্তু প্রশান্তদেব এতো বড় বেয়াদবি করল—

সরফরাজ। থামো! বেয়াদবি তুমিও কম করনি। এ-দৃশ্য তোমার সম্মুখে সংঘটিত হওয়ার পরেও নির্বোধের মত নিরস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে কি ক'রে? কথাটা ভাবতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।

স্থলেমান। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। চুপ কর! [সাহেনাকে] যাও বহিন্, হারেমে যাও, যখন-তখন আর যেখানে-সেখানে একা বেরিও না।

সাহেনা। কোথাও না বের হলেও ফৌজমহলে আমায় বেড়াতে যেতে বাধা দিও না ভাইসাহেব।

উভয়ে। কেন?

সাহেনা। সৈন্য-বিভাগের শ্রী উপভোগ করতে আমার বড় আনন্দ হয়। সূর্যের রশ্মিতে চক্‌চকে হাতিয়ার যখন ঝল-মল ক'রে ওঠে তখন আমার শিরায় শিরায় তাণ্ডব নৃত্য করে স্বর্গীয় নবাব সুজাউদ্দিনের তাজা খুন।

[প্রস্থান।

সরফরাজ। হা-হা-হা! উন্মাদিনী! হা-হা-হা!

স্থলেমান। সত্যই কি তা'হ'লে আপনি প্রশান্তদেবকে বকশিশ দেবেন?

সরফরাজ। দেবো। ফৌজদারী থেকে তাকে আমি বরখাস্ত করবো।

স্থলেমান। জাঁহাপনা!

প্রশান্তদেবের প্রবেশ।

প্রশান্ত। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। কে?

প্রশান্ত। আমি খুনী। দু'জন ফিরিঙ্গিকে আমি খুন করেছি।

সরফরাজ। কার আদেশে?

প্রশান্ত। আদেশের অপেক্ষা আমি করতে পারিনি হজরত।

সুলেমান। তবে আর কি, এবার কারাগারে ব'সে দিন গুণবে চল।

সরফরাজ। আঃ, সুলেমান খাঁ!

সুলেমান। জাঁহাপনা! আমাদের যারা কাঁড়ি-কাঁড়ি আসরফি সওগাত দিয়ে এদেশে বাণিজ্য করে, তাদের খুন ক'রে ফৌজদার এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমার সরম হচ্ছে।

সরফরাজ। সরম তো আমারও হচ্ছে সুলেমান খাঁ, কিন্তু কি করব তাই ভাবছি। ফৌজদার প্রশান্তদেব!

প্রশান্ত। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। জানো তুমি কি অপরাধ করেছ?

প্রশান্ত। আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে ভুল করেছি জাঁহাপনা!

সুলেমান। এবার সে ভুলের জন্য তোমায় জান দিতে হবে নির্বোধ।

প্রশান্ত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মানুষের ধর্ম। সে ধর্ম পালন ক'রে যদি আমায় শাস্তি নিতে হয়, আমার আপত্তি নেই। [মাটিতে বসিয়া] জাঁহাপনা, আমি প্রস্তুত। আপনার বিচারে আমার যা শাস্তি প্রাপ্য হয়, তাই দিন। তবুও উচ্চকণ্ঠে বলবো যে, আমি অন্যায় করিনি —আমি কোনও অন্যায় করিনি।

সরফরাজ। বিনা বিচারে কাউকে শাস্তি দেওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ ফৌজদার। তাই উপস্থিত তোমার বিচার মুলতুবি রইল। আগে এ বিষয়ে আমি উপযুক্ত তদন্ত করি, তারপর হবে তোমার বিচার।

[প্রস্থান।

[স্থলেমান খাঁ ও প্রশান্তদেব একই সঙ্গে সেলাম জানাইল।]

স্থলেমান। এবার বুঝবে হিন্দু, বণিক-হত্যার ফল কত ভীষণ, কত ভয়ংকর!

প্রশান্ত। যত ভীষণই হোক, সে শাস্তি আমি হাসিমুখে গ্রহণ করবো। কিন্তু মনসবদার, আমার শাস্তির কথা ভেবে তুমি শিউরে উঠছো কেন?

স্থলেমান। তোমার মত মূর্খ তা বুঝবে না। বুঝবে—

প্রশান্ত। কেবল তোমারই মত বুদ্ধিমান।

স্থলেমান। ফৌজদার প্রশান্তদেব!

প্রশান্ত। কি হ'লো মনসবদার সাহেব, চিৎকার করছ কেন?

স্থলেমান। চুপ কর বেয়াদব! তুমি এমনই নির্বোধ যে শাহাজাদীর হাত ধ'রে টেনেছ?

প্রশান্ত। কিন্তু ফিরিঙ্গিরা—

স্থলেমান। ফিরিঙ্গিরা সামান্য ওড়না টানার অপরাধে যদি তোমার বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য হয়, তাহ'লে তার অঙ্গ স্পর্শ করলে কি শাস্তি হওয়া উচিত তা তুমি নিজেই অনুমান কর।

প্রশান্ত। মনসবদার সাহেব!

স্থলেমান। তুমি জানো, শাহাজাদী সাহেনাবানু আমার ভাবী বেগম?

প্রশান্ত। ও—তাই নাকি?

স্থলেমান। জী—হাঁ। তাই তার অঙ্গ স্পর্শ করার অপরাধে জাঁহাপনা তোমায় কি শাস্তি দেবেন তা জানি না, তবে আমি তোমায় রেহাই দেবো না।

প্রশান্ত। কি করবে?

স্থলেমান। হয় তোমায় কলমা পড়িয়ে মুসলমান বানাব, আর না হয় দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবো।

প্রশান্ত। প্রয়োজনে আমি দুনিয়াই ছাড়বো মনসবদার, তবু ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণ রক্ষা করব না।

সুলেমান। তাহলেও তোমার রেহাই নেই। মৃত্যুর পর তোমার দেহটাকে—

প্রশান্ত। মৃত্যুর পর দেহটাকে কি করবে তা আমার জানবার প্রয়োজন নেই। তবে সত্যই যদি আমায় কবর দেওয়া হয় তাহ'লে কবরের অতল গহ্বর থেকে তোমার খোদা আর আমার ভগবানকে ডেকে বলব—ওগো বিশ্বপতি, বিশ্বপিতা, বিশ্ববিচারক! কবরে আমি এসেছি সত্য, তবে কবরে আসার মত কোন কাজ আমি করিনি।

সুলেমান। করনি? তুমি শাহাজাদীর অঙ্গ স্পর্শ ক'রে তার ইমান নষ্ট করেছ—সে কি তবে মিথ্যা?

প্রশান্ত। না। ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে যদি কারো ধর্ম নষ্ট হয়, তার জন্য দায়ী আমি নই—আমার অদৃষ্ট। আর সেই অদৃষ্টের ইঙ্গিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, সে-ই হবে আমার পরম গৌরব। [প্রস্থান।

সুলেমান। গৌরব! হা-হা-হা! তোমার গৌরব বাড়বে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করার পর। কিন্তু ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করার পর যদি ঐ বেয়াদবটাকে শাহাজাদী সাদী করতে চায়? না-না, ইস্‌লামী নবাব সুজাউদ্দিনের কন্যার সে ইচ্ছা খোদা কোনদিনই বরদাস্ত করবেন না। আর ইস্‌লামের ইজ্জত দু'পায়ে মাড়িয়ে ঐ হিন্দু কাফের কোনদিনই শাহাজাদীকে সাদী করতে পারবে না। কারণ গুলবাগে যে বসরাই গুলাব ফুটেছে—সে ফুল আমার। যে কেউ তার দিকে হাত বাড়াতে চাইবে, তাকেই আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবো। মনসবদার সুলেমান যাঁর মর্জিতে আশমানে দিনে চাঁদ ওঠে, আর তুচ্ছ জেনানা সাহেনা। হা-হা-হা—আখেরমে দেখা যায়েগা। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদয়নারায়ণপুরস্থ প্রশান্তদেবের বাড়ি।

তুলসীমালা হ'তে কমলার প্রবেশ।

কমলা। এতো বলি পূজো-আচ্চা কর, বামুনের ছেলে, বাপ ঠাকুর-দা'র আদর্শ বজায় রাখ। দরকার নেই নবাবের চাকরি। তারা জাতে মুসলমান, বামুনের ম'ন-মর্যাদা দিতে জানে না। তবুও শুনবে না! আমার হয়েছে যত জ্বালা ঐ মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে।

ছুটিয়া কণকদেবের প্রবেশ।

কণক। ঠাকুমা—ঠাকুমা!

কমলা। কি হয়েছে দাদুভাই?

কণক। বাবা কবে বাড় আসবে ঠাকুমা?

কমলা। দু-চারদিনের মধ্যেই এসে পড়বে।

কণক। আর আমার মা?

কমলা। [জনান্তিকে] ওঃ—ঠাকুর! একে কি ব'লে বোঝাই?

কণক। কি হ'লো ঠাকুমা, কিছু বলছ না কেন?

কমলা। আসবে রে ছোঁড়া, আসবে। বলি—এতো লাফালাফি কেন? মা কি দু'দিন কোথাও বেড়াতেও যাবে না?

কণক। তবে আমাকে নিয়ে গেল না কেন?

কমলা। চুপ কর। দেখছিস না, ঠাকুরদের নাম করছি। এখন কথা বললে ঠাকুর রাগ করবে।

কণক। মায়ের জন্মে আমার বড্ড মন কেমন করছে যে।

কমলা। ও—এতো বড় ছেলে, একটা গান গাইতে পারে না,

কেবল মায়ের জন্য মন কেমন করছে। কই, একটা গান শোনা দেখি।

কণক। গান শুনবে? তবে শোনো—

গীত।

কত রঙ্গে ভঙ্গে ভরা গো আমার ভারত-জননী।
কোথাও ফোটে পলাশ প দ্ম যুঁই চঁপা কামিনী॥
সাহিত্য-মুকুতা কত এদেশে গঠন,
খাউল পাঁচালী গীতি নাম সংকীর্তন;
তোমারে স্মরিয়া গায় পল্লীগাথা গ্রাম্য রমণী॥

কমলা। বাঃ, চমৎকার গান! এইবার চলো ত দাদু, একটু বইপত্তর নিয়ে বসবে। আমি তোমায় আজ পাঁচটা নারকেল নাড়ু দেব।

[কণকের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

ডাকিতে ডাকিতে মমতার প্রবেশ।

মমতা। কণক—কণক! মাসীমা—মাসীমা! এই তো কথা শুনতে পাচ্ছিলাম, গেল কোথায়? [নেপথ্যে তাকাইয়া] ও বাব্বা! সাত-সকালে দাড়িওয়ালা লোকটা হন-হন ক'রে এদিকে আসছে কেন? আ-মর, ভিংরে মুখপোড়ার আক্কেল দেখ! কট্‌মট্‌ ক'রে এদিকেই তাকাচ্ছে গা! মারবো মুখে তিন ঝাড়ু!

এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে কালো কাশেমের প্রবেশ।

কাশেম। এই, কে তুমি?

মমতা। আমায় চিনতে পারছ না মিঞা? আমি যে তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি গো।

কাশেম। সত্যি বলছ?

মমতা। মিথ্যে বলব কোন্ দুঃখে?

কাশেম। কিন্তু আমার জন্য তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

মমতা। তোমার মুখে ঝাঁটা মারব ব'লে।

কাশেম। কি যা তা বলছ তুমি!

মমতা। ঠিকই বলছি মিঞা। বেশি দেরি করলে মোটেই কিন্তু খাতির করতে পারব না।

কাশেম। কেন, কি করবে?

মমতা। গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসব।

কাশেম। তোমায় তো দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু কথাবার্তাগুলো এমন কামানের গোলার মত কেন?

মমতা। বারুদ খাই কিনা।

কাশেম। এ তোমার নেহাৎ রাগের কথা। যাক্, ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

মমতা। কি রকম?

কাশেম। তোমার মুখে যত গরল দীলে তত মধু।

মমতা। তাহলে বুঝে নিয়েছ?

কাশেম। আলবাৎ! জেনানার মুখ দেখলেই আমি তার দীলের ভাষা বুঝতে পারি। যাক্, এখন বলো—প্রশান্তদেবের বাড়ি কোন্‌টা।

মমতা। এই তো তার বাড়ি।

কাশেম। তাহলে তুমি তার—

মমতা। কেউ নই। তবে তাকে সাদী করার ইচ্ছায় মাঝে-মাঝে এখানে এসে বেড়িয়ে যাই।

কাশেম। তা তো যাবেই। বয়েসটা তো আর কম হয়নি। যাক্, চিন্তা ক'রো না—আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।

মমতা। সত্যি বলছ খাঁ সাহেব?

কাশেম। আল্লার কিরে।

মমতা। তোমার দাড়িটা তো বেশ সুন্দর।

কাশেম। দাঁতটা আমার আরও সুন্দর।

মমতা। আচ্ছা মিঞা, তোমার সাদী হয়েছে?

কাশেম। হুঁ। একটা নয়—তিনটে।

মমতা। সত্যি তুমি মরদের বাচ্চা! আচ্ছা, তোমার নামটা কি মিঞা?

কাশেম। মীর্জা মহম্মদ কালো কাশেম আলি খান বাহাদুর।

মমতা। কি নাম বললে? কালো খাসী?

কাশেম। এই, খাসী কে বললে? আমার নাম কালো কাশেম।

মমতা। ঐ হ'লো। অত বড় নাম কি আমি উচ্চারণ করতে পারি মিঞা? তার চেয়ে তোমাকে খাসী বলেই ডাকবো।

কাশেম। এই, আমার কিন্তু ভীষণ রাগ বেড়ে যাচ্ছে।

মমতা। প্রশান্তর জন্যে আমার মাথার ঠিক নেই, যা বলি সয়ে নাও। নইলে কিন্তু আমি তোমার সামনে আত্মহত্যা ক'রে মরব।

কাশেম। দুঃখ ক'রো না, এখান থেকে কাজ মিটিয়ে যাবার পথে তোমাকে আমি—

মমতা। সাদী করবে?

কাশেম। আরে, তোবা তোবা! আমাদের যেমন হিন্দুরা এন্‌কার করে, আমিও তেমনি হিন্দুদের এন্‌কার করি।

মমতা। সেকি! তাহ'লে সত্যিই কি তুমি আমায় সাদী করবে না মিঞা?

কাশেম। গরীব বান্দার সঙ্গে কেন তামাসা করছ বহিন্? তুমি যাকে সাদী করার জন্য পছন্দ করেছ, সত্যিই সে তোমার উপযুক্ত।

মমতা। কি বললে? বহিন্?

কাশেম। হ্যাঁ। ভুলে যাচ্ছ কেন, মুসলমান হলেও আমি যে বাঙালী। তাই বাংলার ঘরে যত ভাই-বোন সকলেই আমার সেলামের পাত্র-পাত্রী।

মমতা। তোমার দেখছি নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কাশেম। তা যাক্, তুমি একবার প্রশান্তদেবের মাকে ডেকে দাও।

কমলার পুনঃ প্রবেশ।

কমলা। প্রশান্তর মাকে কে খুঁজছে রে মমতা?

কাশেম। আমি। কিন্তু তুমি কে?

কমলা। আমিই প্রশান্তর মা তা—এই সাত-সকালে তোমার এ বাড়িতে দরকার কি বাপু?

কাশেম। দরকার না থাকলে মুর্শীদাবাদ থেকে এখানে আসব কেন?

কমলা। মুর্শীদাবাদ থেকে আসছ? আমার প্রশান্ত কেমন আছে?

কাশেম। খুব ভাল। কিন্তু তোমার ছেলে কি করেছে জান?

উভয়ে। কি করেছে?

কাশেম। দু'জন ইংরেজ বণিককে কোতল করেছে।

কমলা। বেশ করেছে। আমি তার কি করব? কোতল করবে বলেই তো গেছে নবাবের চাকরি করতে।

মমতা। তবে যে শুনলুম তোমাকে খুন করেছে ?

কাশেম। মিথ্যা কথা। আমাকে কোতল করলে আমি এলুম কি ক'রে ?

মমতা। হয়তো দানা পেয়ে উড়ে এসেছ।

কাশেম। বাজে কথা, আমি খাস জীন্দাই আছি। এখন শোনো—

মমতা। আপনি তবে খাঁ সাহেবের কথা শুনুন মামীমা, আমি চললুম রান্নার যোগাড় করতে।

কাশেম। তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ ?

মমতা। অনেক কষ্ট ক'রে এতদূর পথ এসেছ, তাই তোমার জন্ম খানা চড়াতে যাচ্ছি।

কাশেম। না-না, তোমায় আর অত মেহেরবানি করতে হবে না। বজরায় আমার বাবুর্চি রসুই করছে। শোনো—

কমলা। অনেকক্ষণ থেকেই তো শোনো শোনো করছ বাপু, কি বলবে বলো না। আমার তো কাজ আছে।

কাশেম। জাঁহাপনা বকশিশ পাঠিয়েছেন ?

কমলা। কি বকশিশ পাঠিয়েছেন ?

কাশেম। এক ঘড়া মোহর।

মমতা। তুমি মাথায় করেই নিয়ে এলে নাকি ?

কাশেম। মাথায় ক'রে কে বললে ? বজরায় ক'রে এনেছি। মা-সাহেবা হুকুম করলেই আমার নফরকে দিয়ে পৌঁছে দেবো।

মমতা। তোমাকেই তো দেখে নফর মনে হচ্ছে, তোমার আবার নফর আছে ?

কাশেম। বাচালতা ক'রো না। কি হুকুম মা-সাহেব ?

কমলা। আমি তো ইংরেজ খুন করিনি খাঁয়ের পো। যে খুন করেছে, বকশিশটা তাকেই দাওগে।

কাশেম। আরে, সে নিতে চাইছে না যে!

কমলা। যা আমার ছেলে নিতে চায় না, আমিও তা নিতে পারব না। তুমি ফিরে যাও খাঁয়ের পো। বলো গিয়ে তোমার নবাবকে—আমরা গরীব হলেও ভিখারী নই।

[প্রস্থান।

কাশেম। নেহাৎ দেখছি এদের নসীবে সুখ নেই।

মমতা। সত্যি মিঞা, তোমার বুদ্ধি আছে বলতে হয়।

কাশেম। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা বলব? তুমি তো প্রশান্তদেবের ভাবী বিবি, মোহরগুলো না হয় তুমিই রাখো না।

মমতা। রাখতাম—যদি তুমি আমায় সাদী করতে চাইতে।

[প্রস্থান।

কাশেম। মেয়েটা তো আচ্ছা বেয়াদব দেখছি! বহিন্ ব'লে এত ক'রে খাতির করলুম, তবু ফাজলামি ছাড়ল না! কিন্তু মোহরগুলো নিয়ে আমিই বা এখন কি করব? বেমালুম চেপে যাব? আসরফির জন্যে ঝুট্ বলব? না-না, দরকার নেই আসরফিতে। রুটি না জোটে ফকিরি করব,—তবু ইনামের জন্যে ইমান হারাতে পারব না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিহার-পাটনার প্রাসাদ।

একাকী কথা বলিতে বলিতে আলিবর্দী খাঁর প্রবেশ।

আলিবর্দী। না-না, এ অন্যায় নয়—অবিচার নয়, সুষ্ঠু বিচার। কোথাকার কে ইংরেজ বেনিয়া; ভারতের মাটিতে তাদের কিসের অধিকার? কে বলেছে তাদের বেশী শুল্ক দিয়ে এদেশে ব্যবসা করতে?

মুস্তাফা খাঁর প্রবেশ।

মুস্তাফা। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। এসো মুস্তাফা, তারপর কি সংবাদ বল।

মুস্তাফা। কলিকাতা সুতানটি ও গোবিন্দপুর থেকে বড় বড় ইংরেজ বণিক ব্যবসাদাররা একত্রিত অভিযোগপত্র লিখে জনাবের দরবারে পাঠিয়েছেন।

আলিবর্দী। উদ্দেশ্য?

মুস্তাফা। প্রকারান্তরে জাঁহাপনার সাহায্য ভিক্ষা।

আলিবর্দী। অর্থাৎ—?

মুস্তাফা। আপনার স্বাক্ষরিত অভিযোগপত্র পেলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসকগোষ্ঠীও নাকি অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর করবেন।

আলিবর্দী। তারপর?

মুস্তাফা। উক্ত স্বাক্ষরসহ অভিযোগপত্র দিল্লীতে সম্রাটের কাছে প্রেরণ করার অভিমত প্রকাশ করেছেন লর্ড—

আলিবর্দী। হুঁ! তুমি কি বল মুস্তাফা খাঁ?

মুস্তাফা। দীন বান্দাকে অপরাধী করবেন না হজরৎ।

জাফর আলি খাঁর প্রবেশ।

জাফর। হাজারো হাজারো সেলাম পৌছে মেহেরবান!

আলিবর্দী। তারপর?

জাফর। আমি বলছিলাম জাঁহাপনা—

আলিবর্দী। তারপর থেকে বল।

জাফর। জনাব!

আলিবর্দী। আঃ—জাফর আলি খাঁ! ওসব একঘেয়ে সম্বোধন শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। যাও, যদি পার বারমহলের সদর সড়কে অপেক্ষমান ইংরেজ দূতকে এখানে নিয়ে এসো।

জাফর। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। দুঃখ ক'রো না জাফর আলি, তুমি আমার পরমাত্মীয়, তার উপর সামান্য সৈনিক থেকে তহশীলদার হয়েছ। তোমার উন্নতিতে আমারও আনন্দ হয়। কিন্তু কি করব বলো, জনাব জাঁহাপনা হজরৎ মেহেরবান এ তো সবাই বলে,—তুমি তার পুনরাবৃত্তি করো কেন?

জাফর। মনে থাকবে। কিন্তু সত্যই কি আপনি ইংরেজদের প্রস্তাবে সম্মত?

মুস্তাফা। সত্যই কি তাহ'লে ইংরেজের অভিযোগপত্রে আপনি স্বাক্ষর করবেন জাঁহাপনা?

আলিবর্দী। স্বাক্ষর না করলেও একটা অন্ততঃ জুতির ছাপও তো দিতে পারব।

উভয়ে। জনাব!

আলিবর্দী। এর চেয়ে বেশি যদি ত'রা আলিবর্দীর কাছে আশা করে তাহলে জানব তারা মূর্খের বেহেস্তে বাস করছে। কারণ, তারা জানে না চেনে না আলিবর্দী খাঁকে। আমি বিদেশীর সহায়তায় স্বদেশী ভাইয়ের

সর্বনাশে সক্ষমতা প্রকাশ করব ? না-না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না। ওরা প্রকারান্তরে আমায় অপমান করতে চায়। যাও মুস্তাফা খাঁ, সেই বিদেশী লাল বেনিয়ার দূতকে তিন খণ্ডে বিভক্ত ক'রে কলিকাতা সুতানটি ও গোবিন্দপুরে চালান ক'রে দাও।

মুস্তাফা। যো হুকুম মেহেরবান! [প্রস্থানোদ্যত]

আলিবর্দী। শোনো, ঐ শয়তান জাতি ধীরে ধীরে ভারতের ধ্বংসের ভাগ্যাকাশে মেঘ রচনার খোয়াব দেখছে, তাদের সে খোয়াব চিরতরে ভেঙে চুরমার ক'রে দাও।

মুস্তাফা। আমি এখুনি যাচ্ছি জনাব। সেই লাল বেনিয়ার গুপ্তচরকে পাটনার মাটিতে এই মুস্তাফা খাঁ চকচকে হাতিয়ারের আঘাতে খণ্ড-খণ্ড ক'রে ফেলবে। তারপর তার বিভক্ত দেহটাকে কলিকাতা সুতানটি আর গোবিন্দপুরে চালান করে তার খানদান বজায় রাখবে।

[প্রস্থান।

জাফর। কাজটা বোধহয় খুব ভাল হ'লো না মেহেরবান। কারণ—

আলিবর্দী। কারণ—?

জাফর। বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁর কাছে দু'জন নূতন ইংরেজ বণিক বাংলায় বাণিজ্যের আশায় অপ্রত্যাশিত নজরানা নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করার পূর্বেই ফৌজমহলের সদর সড়কে তাদের গুপ্তহত্যা করা হয়। কেবলমাত্র এই কারণেই তারা আপনার কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করতে ইচ্ছুক হয়েছিল। কিন্তু বিনা অপরাধে—

আলিবর্দী। বিনা অপরাধে ? জানো তারা কি অন্যায় করেছিল ?

জাফর। এ পর্যন্ত তাদের কোন অন্যায়ই প্রমাণিত হয়নি জনাব!

আলিবর্দী। থামো অপদার্থ! ঐতিহাসিকের মুখে হাত চাপা দিতে চেও না।

জাফর। জনাব!

আলিবর্দী। তারা শাহাজাদীর ওড়না টেনে ধ'রে তাকে বেইজ্জৎ করেছিল।

জাফর। এ কেবল রটনা মাত্র।

আলিবর্দী। তোমার মত মূর্খরা তাই মনে করবে। হারেমের ইজ্জৎ এতো ছেলেখেলার বস্তু নয় যে তা রুপিয়া দিয়ে কেনা যায়। শাহাজাদী সাহেনাবায় নবাব হারেমের কৌস্তুভ রতন। তার অসম্মান ক'রে তারা সারা ভারতের সমগ্র জাতির এমন কি এশিয়া মহাদেশের অপমান করেছে।

জাফর। তাই যদি হয়, যারা অন্যায় করেছিল মৃত্যু দিয়েই তারা সে ভুলের মাশুল দিয়ে গেছে। তার জন্য আবার কেন অযথা খুনের আয়োজন?

আলিবর্দী। এতো সহজে তুমি বুঝবে না জাফর আলি খাঁ, বুঝতে যদি ভগ্নীটা নবাব সরফরাজ খাঁর না হয়ে—তোমার হ'তো।

জাফর। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। দুঃখ ক'রো না। ভবিষ্যতে আমি বাংলার সুলতানী পেলে, তুমিই হবে আমার প্রধান সিপাহশালার। যাও—

জাফর। দীন বান্দার প্রতি জাঁহাপনার মেহেরবানির অন্ত নেই।

আলিবর্দী। শোন—মুস্তাফা খাঁ আমার পাঁচ হাজারী মনসবদার। কিন্তু সে আফগান। এদেশের প্রতি তার চেয়ে তোমার দরদ অনেক বেশি। তাই তার চেয়ে আমি তোমায় বেশি বিশ্বাস করি। তুমি ভারতবাসী, ভারতের গৌরবে তোমারও গৌরব। তাই তোমার ওপর ন্যস্ত করলাম তার প্রতি কড়া নজর রাখবার ভার। যাও—তাকে অনুধাবন কর।

জাফর। এজন্য দীন বান্দার জান কবুল থাকবে জনাব। আফগান মনসবদার মুস্তাফা খাঁ যদি বেইমানি করার মতলব করে তাহ'লে এই জাফর আলি খাঁর হাতেই তাকে জান দিতে হবে। তবু নিমকের হালাল হয়ে নিমকহারামি করা চলবে না।

আলিবর্দী। অপদার্থের দল! এরা জানে কেবল স্বার্থসিদ্ধি করতে। দেশের মা-বহিনের উপর যারা কুৎসিত মনোভাব নিয়ে তাকায়, দেশের স্বাধীনতা যারা কেড়ে নেবার দুরভিসন্ধি মনে জিইয়ে রেখে এদেশে ব্যবসা চালায়, যারা এদেশের রক্ত-শোষণ করা অর্থ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে চালান দেয়—সেই সব বিদেশী দুশমনকে আমার দেশের রাজকর্মচারীর দল সামান্য উৎকোচের লোভে সেলাম জানাবে, তবু স্বদেশী ভাইয়ের সেলাম গ্রহণ করবে না।

সরফুরেন্নেসার প্রবেশ।

সরফু। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। কে, বেগম সরফুরেন্নেসা?

সরফু। এ আপনার কি নিষ্ঠুর আদেশ হজরৎ? অযথা কেন এ হত্যার উৎসব?

আলিবর্দী। বেগম সরফুরেন্নেসা! উপদেশ দিতে এসো না।

সরফু। এ ভাল নয় জনাব, মহব্বৎ দিয়ে দুশমনকে বশ করতে হয়।

আলিবর্দী। বেগম সাহেবা!

সরফু। দেশের জন্য দশের জন্য কেন নিজের চরম বিপদকে ডেকে আনতে এতো উৎসাহিত হয়েছেন আপনি? যারা নিজেদের ভাল-মন্দ বোঝে না, বিচার-বিবেচনা যাদের নেই, কেন তাদের জন্য নিজেকে ইংরেজের দুশমন গড়ে তুলছেন?

আলিবর্দী। মহলে যাও বেগম।

সরফু। এ পথ আপনি ত্যাগ করুন জনাব!

আলিবর্দী। অনধিকার চর্চা ক'রো না বেগম সাহেবা।

সরফু। জাফর আলি খাঁ শয়তান, মুস্তাফা খাঁ নির্বোধ। কেন আপনি এইসব ঘরের দুশমনকে জিইয়ে রেখে বাইরের দুশমনকে খতম করতে চান?

আলিবর্দী। আমি তোমাকে বেগমের মর্যাদা দিয়েছি সত্য, কিন্তু কাজের কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার দিইনি।

সরফু। হুজুরৎ!

আলিবর্দী। যাও বেগম, বিরক্ত ক'রো না। এ যে আমার কর্তব্য। আজ যদি এদের প্রশ্রয় দিই, কাল হয়তো এদেশ দখল করতে চাইবে। তারপর হয়তো একদিন মেহেরবানি করে বেগম সরফুন্নেসাকেই নিকাহ্ করতে চাইবে।

সরফু। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। যাও বেগম, মহলে যাও,—এখুনি হয়তো মুস্তাফা খাঁ আসবে। সংবাদ পেয়েছি—ভাই হাজি আহম্মদ আসছে। কিন্তু মহামান্যা বেগম সাহেবাকে দরবারে দেখলে, তারা হয়তো সন্তুষ্ট হতে পারবে না।

সরফু। কসুর মাফ্ হয় জনাব, আমি এখুনি যাচ্ছি। কিন্তু ব'লে যাচ্ছি, সম্মুখে আঘাত ক'রে দুশমন দমন করা যায় না—একটু বুঝে কাজ করবেন।

[প্রস্থান।

আলিবর্দী। চিন্তার বিরাম নেই, কর্মের অবসর নেই। বৃটিশ লোলুপ দৃষ্টিতে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আলিবর্দী জীবিত থাকতে তাদের সে আশা সহজে ফলবতী হবে না।

মুস্তাফা খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

মুস্তাফা। জাঁহাপনার হুকুম এ দীন বান্দা জান দিয়ে রক্ষা করেছে।

আলিবর্দী। তোমার কার্যসফলতায় আমি সন্তুষ্ট মুস্তাফা খাঁ। তোমার কথা আমার স্মরণ থাকবে।

মুস্তাফা। জাঁহাপনা মহানুভব।

আলিবর্দী। মহানুভব জাঁহাপনার কথা এরূপ অক্ষরে-অক্ষরে পালন হ'লে মনসবদার মুস্তাফা খাঁ কোনদিন তাঁর অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হবে না।

মুস্তাফা। মালিক মেহেরবান!

আলিবর্দী। মেহেরবান মালিকের আর একটি কথা শোনো মুস্তাফা খাঁ, জাফর আলি আমার পরমাত্মীয়—অতি প্রিয়জন; তবুও আমি তাকে বিশ্বাস করি না। তুমি আমার পাঁচ হাজারী মনসবদার, তোমার উপর আমার অনেক আশা, অনেক ভরসা।

হাজি আহম্মদ সহ জাফর আলি খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

হাজি। ভাইসাহেব!

আলিবর্দী। একি, তহশীলদার জাফর আলির সঙ্গে বাংলার উজির হাজি আহম্মদ!

হাজি। এখানে আমি বাংলার উজির হয়ে বিহার পরগনার শাসন-কর্তার কাছে রাজকার্যে আসিনি জনাব!

আলিবর্দী। তবে?

হাজি। পাটনায় এসেছে ভাই হাজি আহম্মদ তার বড় ভাই সাহেবের কাছে।

আলিবর্দী। শুনছ—শুনছ মুস্তাফা খাঁ—শুনছ জাফর আলি খাঁ—বড় ভাই সাহেবের কাছে ছোট ভাইজান এসেছে দরবার চাইতে নয়—স্নেহের ফজেল গ্রহণ করতে। হা-হা-হা!

জাফর। জাঁহাপনা! আমি বলছিলাম—

আলিবর্দী। যা বলতে হয় তা পরেই ব'লো। কিন্তু একটা ঝড় উঠবে তা কি বুঝতে পারছ? সকলেই সজাগ দৃষ্টি নিয়ে তৈরী হয়ে থেকো সে প্রলয়কে স্বাগত জানাতে। এখুনি আমি দরবার ত্যাগ করব। যার প্রতি যা হুকুম আছে, আশা করি জান দিয়ে তা তামিল করবে।

মুস্তাফা। নিশ্চয়ই করব জনাব! আফ্‌গান খুনের মর্যাদা বজায় রাখতে মনসবদার মুস্তাফা খাঁ প্রতিটি কুঠীতে কেল্লাতে এবার এমন এক বিভীষিকা রচনা করবে—যা দেখে শয়তান ইংরেজ জাতির শয়তানির বেড়াজাল ছিঁড়ে গিয়ে তাদের আশার ইমারৎ সৃষ্টি আরও পাঁচশো বছর পিছিয়ে যাবে। [প্রস্থান।

জাফর। জাফর আলিও আর এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে রাখবে এই বাংলার বুকে। বিদেশী লালমুখো বেনিয়ার দল ব্যবসার খাতিরে এসে যেমন ভারত জয়ের খোয়াব দেখছে, সে খোয়াব ভেঙে না দিয়ে তাদের চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করে রাখবে এই ভারতের জমিনে। [প্রস্থান।

হাজি। জাফর আলি খাঁকে তুমি তহশীলদারিতে বহাল করেছ?

আলিবর্দী। হ্যাঁ—করলাম।

হাজি। লোকটা কিন্তু মোটেই সুবিধার নয়।

আলিবর্দী। তাও জানি। কিন্তু ভগ্নী যখন দান করেছি, তখন একটা পদমর্যাদা না দিলে যে সম্মান থাকে না হাজি!

হাজি। কিন্তু ভাই সাহেব, ইংরেজ দূতকে হত্যা ক'রে বোধহয় আমাদের ক্ষতিই হ'লো।

আলিবর্দী। কেন ?

হাজি। ভুলে গেছ কি ভাই সাহেব, প্রতিজ্ঞার কথা ? রায়-রায়ান আলমচাঁদ ধনকুবের ফতেচাঁদ জগৎশেঠ তো প্রতিশোধ নিতে সদাই তৈয়ার, আমিও তাই। আর তুমি—

আলিবর্দী। ভুলিনি, ভুলিনি হাজি আহম্মদ—সে অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতেই আজ ইংরেজ দূতের শিরশ্চেদ হ'লো। এবার নবাব দরবারে একথা নিশ্চয়ই পৌঁছবে। তারপর দেখবে ভাইজান, অপরিণতবুদ্ধি নবাব সরফরাজ খাঁ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে বাংলা শাসন করতে চাইবে। আর সেই হবে তার জীবনের চরম ভুল।

হাজি। ভুল ?

আলিবর্দী। হ্যাঁ—ভুল। আর সেই ভুলই তার মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসবে। বাংলার মসনদ তখন কার ভাইজান ?

হাজি। তোমার।

আলিবর্দী। না, আমি আর চাই না। এই আমার যথেষ্ট। ওটা তখন তোমরা তিনজনে ভাগ ক'রে নিও।

হাজি। না ভাই সাহেব, না। মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুর হাতে শাসনশক্তি ছেড়ে দিলে মহা ভুল হবে। হিন্দু সম্রাট পৃথ্বিরাজের ধ্বংস-পর্বটা একবার লক্ষ্য ক'রে দেখ। জয়চাঁদের সহায়তায় মহম্মদ ঘোরী যেমন ভারত জয় করেছিলেন, তেমনি রায়-রায়ান আলমচাঁদ আর ধনকুবের জগৎশেঠের সাহচর্যে বাংলার নবাবকে খতম ক'রে তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে বাংলা মায়ের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব।

আলিবর্দী। হাজি আহম্মদ !

হাজি। তাইতো এই দীন হাজি আহম্মদ সাঁঝে-সবেরে মেহেরবান

খোদার কাছে মনাজাৎ জানায়, অত্যাচারী নবাব সরফরাজ খাঁর ধ্বংস হোক, মীর্জা মহম্মদ আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হোক।

[প্রস্থান।

আলিবর্দী। আলিবর্দী খাঁ! এগিয়ে চল। সম্মুখে তোমার বহু পথ। বিহারের এই কাঁকর-ছড়ানো কড়া জমিনের তলায় কবর নেবে—না, বাংলার শ্যামল নরম মিঠে মাটিতে কবর চাও? পথ দেখাও খোদা, তোমার গুনাহ্‌কার বান্দাকে তুমি পথ দেখাও মেহেরবান—আলো দেখাও!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাধাকান্তর বাড়ি।

নারায়ণ শর্মার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে রাধাকান্তর প্রবেশ।

রাধা। হ্যাঁ সমাজপতি খুড়ো, কথাবার্তা তার মায়ের সঙ্গে এক রকম মিটেই গেছে। আপনি শুধু একটা শুভদিন দেখে দিন। আশীর্বাদী করার জন্য আমি নিজে মাকে মুর্শীদাবাদ থেকে আনতে যাব।

নারায়ণ। থামো হে রাধাকান্ত, কথাটা একটু চিন্তা করতে দাও।

রাধা। চিন্তার কিছুই নেই, কারণ আপনি—

নারায়ণ। তুমি থামো তো বাপু! বলি—তোমার ভগ্নীকে বিবাহটা করবে কে? প্রশান্ত—না, তার মা? নবাবের চাকরি পেয়েছে।

তাকে কন্যাদান করার জন্য যত উজির-নাজির হাঁ ক'রে বসে আছে। চরিত্র তার কবেই বিক্রি ক'রে বসে আছে।

রাধা। না খুড়োমশাই, আপনি তাকে চেনেন না। আকাশের চাঁদে কলংক আছে, তবু প্রশান্তর চরিত্রে—

নারায়ণ। তুমি থামো তো বাপু! এতো সাধ ভাল নয়। কে যে কত চরিত্রবান ছেলে তা আমার বেশ জানা আছে।

রাধা। কিন্তু প্রশান্ত—

নারায়ণ। প্রশান্তই হোক আর অশান্তই হোক, যার মাথায় কালো চুল, তাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

রাধা। এ আপনার ভুল ধারণা। প্রশান্তর মত ছেলের তুলনা হয় না। চট্টরাজ বংশের ছেলে, সম্মানটাও কম নয়। তাছাড়া মমতার সঙ্গে তাকে মানাবেও বেশ। আর মেশোমশাইয়েরও ইচ্ছা ছিল আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করার। তিনি বেঁচে থাকলে আজ আর ভাবতে হ'তো না।

নারায়ণ। তাঁর প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ হে বাপু, কিন্তু তার আছেটা কি? নবাবের চাকরি আজ আছে কাল নেই। তার পর ভগ্নীকে কি তুমি খাওয়াবে? না আছে দশ বিঘে জমি, আর না আছে দু'কাঠা বাস্তু-ভিটে।

রাধা। কিন্তু খুড়োমশাই, আমার তো অবস্থা জানেন। মমতা বড় হয়েছে, তাকে তো পাত্রস্থ করতে হবে।

নারায়ণ। সেই দ্বিতীয় পক্ষেই যখন কনে দেবে, দেশে কি আর পাত্র নেই?

রাধা। কোথায় কে আছে বলুন?

নারায়ণ। ঠিকই আছে। যদিও তুমি প্রশান্তর মাকে কথা দিয়েছ,

তবুও তোমার ভগ্নীকে তুমি যার হাতে খুশি সম্প্রদান করতে পার। তাই আমি বলছিলাম, যাতে দু'বেলা খেয়ে পরে সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় রেখে সুখে-সচ্ছন্দে বাঁচতে পারে তার হাতেই ভগ্নীকে তুলে দাও। সৈন্য-সামন্তর ব্যাপার, যুদ্ধ লাগলেই তো মিটে গেল হে। এঁ্যা? হা-হা-হা!

রাধা। তেমন পাত্র কে আছে খুড়োমশাই? কোথায় থাকে, কার ছেলে, কার ভাই?

নারায়ণ। দাদার ভাই, বাপের ছেলে। থাকে নিজের ঘরে, আবার থাকবে কোথায়? যত সব গণ্ডো মূর্খের কাণ্ডকারখানা!

রাধা। ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন খুড়োমশাই?

নারায়ণ। তোমার ভাবভঙ্গি দেখে। বলি—হ্যাঁ হে ছোকরা, এত সব বিষয়-সম্পত্তি আমার ভোগ করবে কে? তোমরা আমার আপনজন, —অবস্থার কথাটা আমাকে জানাতে কি লজ্জা পাও?

রাধা। আজ্ঞে, মানে—

নারায়ণ। থামো—থামো। বলি—এ অঞ্চলে আমার সাহায্য ছাড়া বেঁচে আছে কে? এতো দিন গেছে, আর ক'টা দিন যেতে দাও। মেয়েছেলের বিয়ে তো কালীপুজোর রাত হে। সকাল হলেই পরের ঘরে চলে যাবে। যে ক'টা দিন থাকে সেটাই ভাল।

রাধা। কিন্তু—

নারায়ণ। কিন্তু-টিন্তু নয়, কালই সকালে তুমি আমার বাড়িতে যাবে—যাতে এ বিয়ে ভেঙে যায় তার ব্যবস্থা করতে।

রাধা। আপনি নিজে যাবেন?

নারায়ণ। নিশ্চয়ই যাব। এটা তো আমার কর্তব্য হে।

রাধা। না খুড়োমশাই, পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠবে, তবু আমি কথার খেলাপ করতে পারব না।

নারায়ণ। একান্তই যখন ঐ পাত্র ছাড়া ভগ্নীদান করবে না, তখন আর কিছুই বলার নেই। তাহলেও তো আমাকেই সবকিছু দেখাশোনা করতে হবে হে। কোথায় কি লাগে না-লাগে, কোথা থেকে কে আসে না-আসে—

রাধা। আপনাকে কি ব'লে ধন্যবাদ জানাব—

নারায়ণ। থাক—থাক, আর ধন্যবাদ জানাতে হবে না। অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে পার না, ধন্যবাদ জানাতে এসেছো!

রাধা। খুড়োমশাই!

নারায়ণ। থামো, খুব হয়েছে। আচ্ছা, মমতার কিছু গহনাপত্তর আছে কি?

রাধা। কোথায় পাব খুড়োমশাই? পেটের ভাতই জোটাতে পারিনি, আবার গহনা!

নারায়ণ। সোমত্ত মেয়ের গায়ে গহনা না থাকলে কি মানায়—এ্যাঁ? শোনো, তোমার ভগ্নীকে সঙ্গে নিয়ে আজই সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে যেয়ো। যা যা গহনা দরকার—আমি তাকে সব নিজের হাতে পরিয়ে দেবো।

রাধা। খুড়োমশাই!

নারায়ণ। আমার বন্ধকী বিষয়-সম্পত্তি থেকে আরম্ভ ক'রে সোনা-দানা বাসনপত্র যে কত আছে তার ইয়ত্তা নেই। সবই আমি মমতাকে দিয়ে দেবো।

রাধা। খুড়োমশাই, আপনি এত মহৎ!

নারায়ণ। এ আমার মহত্ব নয় রাধাকান্ত—সামান্য মানবতা মাত্র। যাক, তাহলে এখন আমি আসি। তোমাকে যা বলে গেলাম, মনে থাকে যেন। [প্রস্থান।

রাধা। কে বলে ভগবান নেই? কে বলে মানুষ মানুষের উপকারে লাগে না? যে ভাবে ভগবান নেই, তার কাছে তুমি নেই। যে ভাবে আছে, তার কাছে তুমি ঠিকই আছ।

মমতার প্রবেশ।

মমতা। দাদা, রান্না হয়ে গেছে—খাবে এসো।

রাধা। মমতা—মমতা! ওরে বোন আমার, ভগবান ঠিকই আছে রে বোন, ঠিকই আছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভগবান নিশ্চয়ই আছে। হা-হা-হা!

মমতা। কি হ'লো দাদা, হাসছো কেন?

রাধা। হাসবো না? আজ আমি প্রাণ খুলে হাসব। হা-হা-হা!

মমতা। দাদা!

রাধা। ওই তো—ওই তো রে মমতা, আমি আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পাচ্ছি। হা-হা-হা! জানিস বোন, নারায়ণ খুড়োর মত লোক হয় না। আজই তোকে নিয়ে সন্ধ্যায় তার বাড়িতে যাব।

মমতা। কেন দাদা?

রাধা। তোকে সে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে রে বোন—সে তোকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। এইবার দেখব, কে তোকে বিয়ে করতে রাজী না হয়।

মমতা। দাদা!

রাধা। তোকে দু'বছরের রেখে মা মারা গেল। বাবাও মরার সময় আমার হাত দুটো ধ'রে ব'লে গিয়েছিল—রাধা, মমতাকে যেন যার তার হাতে তুলে দিসনে। তাইতো যেখানে সেখানে তোর সম্বন্ধ ঠিক করতে পারিনি।

মমতা। দাদা !

রাধা। কত ভাল ভাল পাত্র তোকে দেখে বিয়ে করতে চেয়েছে। শুধু অভিভাবকদের পণ আর গহনার চাপে তোকে এতদিন পাত্রস্থ করতে পারিনি। কিন্তু এবার তোর ঠিক বিয়ে দেবো। প্রশান্ত অমত করে— আরও কত ছেলে আছে। এবার দেখব কে তোকে বিয়ে করতে রাজী না হয়।

মমতা। দাদা, কি তুমি বকছো পাগলের মত? চল, খাবে চল।

রাধা। তৈরী হয়ে থাক বোন, আমি এখন আসি। সন্ধ্যা হলেই তোকে নিয়ে যাবো।

মমতা। কোথায় চললে, ভাত খেতে হবে না?

রাধা। ওরে বোন, ভাত তো রোজই খাই, একদিন না হয় না-খাব, আগে পুরুত ঠাকুরের কাছ থেকে আশীর্বাদীর ফর্দটা নিয়ে আসি।

মমতা। দাদা !

রাধা। মমতা, তুই খেয়ে নিস বোন, ফিরতে আমার একটু দেরি হবে।

[প্রস্থান।

মমতা। দাদা চলল আমার আশীর্বাদীর ফর্দ আনতে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে ব'লে। কিন্তু প্রশান্তদা ছাড়া অন্য কোন ছেলেকেই আমি বিয়ে করব না, একথা দাদাকে বলি কি ক'রে? আমার জীবনের সবকিছুই যে আমি তারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছি। রোজ মালা গেঁথে নদীতে ভাসিয়ে দিই তারই উদ্দেশ্যে।

গীতকণ্ঠে গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর। গীত।

গেঁথো না মালিকা তারই তরে আর, দিয়ো না ভাসায়ে স্মরিয়া।
মিটিবে না আশা মনের কখনও আঁখি যাবে জলে ভরিয়া।
ত্যজ মাগো তব আশার তরণী,
কূল কভু নাহি পাবে গো জননী,
অকালে পরাণ যাবে অপঘাতে দস্যুর হাতে পড়িয়া॥

মমতা। কে তুমি?

গঙ্গাধর। ভিখারী। দুটো ভিক্ষে দেবে মা?

মমতা। দেবো, এসো আমার সঙ্গে। [প্রস্থানোদ্যত]

গঙ্গাধর। তোমার বুঝি বিয়ে হবে গা মা? আমায় সেদিন একমুঠো খেতে দেবে তো? ওকি, লজ্জা পাচ্ছ বুঝি? না-না, আর বলব না। তবে মাগো, দুঃখে তোমার জীবন গঠন, আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে লাভ কি? যদি পারো—ও আশা তুমি ত্যাগ কর মা, ও আশা তুমি ত্যাগ কর।

মমতা। কি বলছ তুমি?

গঙ্গাধর। পাগলের কথার কি হিসেব আছে মা? দাও দাও—ভিক্ষে দাও।

মমতা। এসো, আজ তুমি আমাদের বাড়িতে ভাত খাবে।

[প্রস্থান।

গঙ্গাধর। অন্নপূর্ণা! মাগো, অন্ন দান করেও তুমি তোমার কপালের লেখা খণ্ডন করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

মুর্শীদাবাদ-দরবার।

সাহেনার প্রবেশ।

সাহেনা। সাগরপারের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বুকে স্থানে স্থানে ব্যবসার নামে কুঠী নির্মাণ করছে, কেল্লাতে কেল্লাতে গোপনে সৈন্য-দের তালিম দিচ্ছে, বিদেশী লাল বেনিয়ারা ব্যবসার নামে জাহাজ বোঝাই করে এদেশে আমদানি করছে বোমা, বারুদ আর কামান। এদেশ জয় করার জন্য ধীরে ধীরে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এদেশের অপদার্থ বেতনভোগী রাজকর্মচারীর দল নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। নেশায় আর বাইজীর নাচে সদাই এরা মশগুল। এরা জানে না যে, বেনিয়ার কর্ম শুধু বেচা আর কেনা। তাই তারা মাংসের টুকরোর মত নজরানা ছুঁড়ে দিচ্ছে, আর এদেশের বুদ্ধিহীন কর্মচারীর দল তাই কুত্তার মত লুফে নিয়ে আনন্দে লেজ নাড়ছে। বিদেশী শয়তানের দল একদিন এদেশ নেবে, তবু এদের ঘুম আর ভাঙবে না।

গীত।

মেহে-রো-বান! মেহে-রো-বান!! মেহে-রো-বান!!!
অত্যাচারীর কণ্ঠ টিপে কর তার অবসান॥
কেন মানুষে মানুষে এতো ভেদা-ভেদ,
দুনিয়ার মাঝে কেন এই জেদা-জেদ,
চুরমার করি দাও হে খোদা এসব কর অবসান।

[সাহেনার দুই চোখে জল ঝরিয়া পড়ে]

সওগাতের প্রবেশ।

সওগাত। বহিন্! একি, তোর চোখে পানি! কি হয়েছে রে তোর?

সাহেনা। কেন চোখে পানি আসে জানো ভাইজান?

সওগাত। অনেক কারণেই আসে। হয় চরম দুঃখে, না হয় আনন্দে। সে যাই হোক, চোখের পানি মুছে ফেল বহিন্, আজই আমি ভাই সাহেবকে বলছি তোর সাদীর ব্যবস্থা করতে।

সাহেনা। সাদীর কথা থাক ভাইজান। আমি জানতে চাই দোয়া-দৌলৎ বাঈজী-বেগম হীরা-জহরৎ কোন কিছুই যার অভাব নেই, কেন সে পরনারীর দিকে হাত বাড়ায়?

সওগাত। কে সেই বেয়াদব?

সাহেনা। নবাব সরফরাজ খাঁ।

সওগাত। চুপ কর বহিন্, চুপ কর। এখুনি ভাই সাহেবের কানে একথা পৌঁছলে—

সাহেনা। আস্ত কোতল করবে। তোবা—তোবা! ভাইজান, আল্লাতালার মেহেরবানিতে তোমরা নবাব-বাদশার ঘরে জন্মেছো, কিন্তু তোমাদের মেহেরবানিতে কি কোন প্রজা ঘরে সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে বাস করতে পারবে না? যে রূপ প্রকৃতির দান, সে কি নবাব-হারেমে দুষ্প্রাপ্য?

সওগাত। সাহেনা!

সাহেনা। জবাব দাও, জবাব দাও ভাইজান, কেন দিনের পর দিন অসহায় প্রজাদের উপর চলেছে তোমাদের এই অন্যায় অত্যাচার? কি অপরাধ করেছে নিরীহ প্রজার দল? যে কর্মচারী জান-মান তুচ্ছ ক'রে

তোমাদের ইজ্জৎ বজায় রাখে, তার প্রতিই-বা কি সুবিচার করেছ তোমরা ?

সওগাত। অবিচারও হচ্ছে না। ভাই সাহেব কথা দিয়েছে, আগামী চাঁদনী মাসেই সুলেমান খাঁর সঙ্গে তোর সাদী দেবে। কি রে, এবার খুশী তো ?

সাহেনা। সুলেমান খাঁর কথা থাক ভাইজান। সে বেসরমকে আমি জান থাকতে সাদী করব না। বড় তাজ্জবের কথা ভাইজান, সারা রাজ্যের সকলেই আমায় পেয়ার করে, সেলাম দেয়, কিন্তু দেয় না শুধু একজন।

সওগাত। কে সেই বেয়াদব, বহিন্ ?

সাহেনা। বেয়াদব নয়, সে আদবওয়ালা। সে জানে মনিব তার নবাব সরফরাজ খাঁ, তাই সেলাম সে তাকেই দেয়—তার আত্মীয়দের দেয় না।

সওগাত। বল—কে সে বেসরম ? তাকে আমি—

সাহেনা। কি করবে ?

সওগাত। ইনাম দেব।

সাহেনা। কি ?

সওগাত। চাবুক।

সাহেনা। ভাইজান !

সওগাত। সে অপদার্থ জানে না যে শাহাজাদীর মর্জিতে তার মাথা উড়ে যেতে পারে ? তাকে আমি চাবুক মেরে সহবৎ শেখাব। তারপর দেখব বহিন্, সে তোমায় সেলাম দেয় কি না।

সাহেনা। সারা প্রাসাদের মধ্যে যদি একটা লোক সেলাম না-ই জানায়, তাতে এমন কি কসুর ভাইজান ?

সওগাত। বহিন!

সাহেনা। যারা সেলাম দিতেই জন্মেছে, নিতে শেখেনি—তারা যখন তখন যার তার কাছে মাথা নত ক'রে সেলাম জানায়। আর যারা ম্যাংলা পুরুষ, নারীদের ফরমাসে ওঠে আর বসে, আমি তাদের মানুষ ভাবি না। মানুষ ভাবি তাকে—গাম্ভীর্য যার অঙ্গের ভূষণ, বীরত্ব যে প্রয়োজনে প্রকাশ করে।

সওগাত। কে সে বহিন্? সুলেমান খাঁ?

সাহেনা। না, ভাইজান।

সওগাত। তবে?

সাহেনা। প্রশান্তদেব চট্টরাজ। [প্রস্থানোদ্যতা]

সওগাত। কোথায় চললি সাহেনা?

সাহেনা। ফৌজমহলের দিকে।

সওগাত। কেন?

সাহেনা। ফৌজমহলের শ্রী উপভোগ করতে। আর সবার অলক্ষ্যে হিন্দু ফৌজদার প্রশান্তদেবকে একটা শ্রদ্ধার সেলাম জানাতে।

[প্রস্থান।

সওগাত। না, সেখানে তোর যাওয়া হবে না। এই মাত্র সেদিন—যাঃ বাবা, চলে গেল! এত নিষেধ সত্ত্বেও সাহেনা বেমালুম চলে গেল! এতো বাড়াবাড়ি তো ভাল নয়। আগে ভাই সাহেব আসুক—

সুলেমান খাঁ সহ ছদ্মবেশে জাফর আলি খাঁর প্রবেশ।

সুলেমান। বন্দেগী শাহ্‌জাদা!

[উভয়ের অভিবাদন]

সওগাত। হঠাৎ দরবারে কেন সুলেমান খাঁ?

সুলেমান। প্রয়োজন আছে।

সওগাত। বুঝলাম। সংগে কে?

জাফর। জী, আমি জনাবের গোলামের গোলাম। সামান্য একটা কারণে দরবারে এসেছি।

সওগাত। নামটা জানতে পারি কি?

সুলেমান। শাহ্‌জাদা, এর নাম আনোয়ার আলি।

সওগাত। বুঝলাম।

জাফর। শাহ্‌জাদা, আমি কলিকাতা গঞ্জের ঘাটে থাকি। লর্ড কর্নেল নামে এক সাহেব এসেছেন কলিকাতায় বাণিজ্যের আশায়। আমি এখন—

সওগাত। তারই কাছে নকরি নিয়েছো?

সুলেমান শাহ্‌জাদা, লর্ড কর্নেল মাত্র কয়েক মাস এদেশে বাণিজ্য করার হুকুমনামার জন্যে জাঁহাপনাকে দু'সহস্র আসরফি নজরানা পাঠিয়েছেন, আর সওগাত দিয়েছেন এক পিপে দামী সরাব। আমি অবশ্য আদেশের অপেক্ষা না করেই সেই সরাব প্রাসাদমধ্যে তুলে দিয়েছি। আর এই নিন শাহ্‌জাদা নজরানা। এবার মেহেরবানি করে আনোয়ার আলির হাতে হুকুমনামায় স্বাক্ষর ক'রে সেটা পাঠিয়ে দিন। অবশ্য লর্ড কর্নেল আপনাকে মাঝে মাঝে সওগাত নজরানা সমানেই দিয়ে যাবে। দাও আনোয়ার আলি, শাহ্‌জাদাকে হুকুমনামাটা দাও।

সওগাত। আনোয়ার আলি, দরবারে তুমি যখন এসেছ, তখন যা করনীয় তা জাঁহাপনাই করবেন।

উভয়ে। শাহ্‌জাদা!

সওগাত। সুলেমান খাঁ, মনসবদার তুমি—হাতিয়ার নিয়ে রণক্ষেত্রে

কেবল দুশমনের মাথা নিতেই শিখেছ, দরবারের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে যদি কিছু তোমার অজানা থাকে, তাহলে আগে তা শিখে নিও, তারপর দরবারে প্রবেশ ক'রো।

সুলেমান। আপনি আমায় অপমান করছেন শাহ্‌জাদা?

সওগাত। অপমান? তা যদি মনে ক'রে থাকো তাহলে সে অপমান যে তোমার প্রাপ্য সুলেমান খাঁ।

সুলেমান। শা-হ্‌-জা-দা!

সওগাত। থামো বেয়াদব! বল—কার হুকুমে তুমি প্রাসাদে সরাব তুলেছ? আর কিসের হিম্মতে আনোয়ার আলির কাছ থেকে নজরানা গ্রহণ করেছ?

সুলেমান। সে-কথা আপনি বুঝবেন না, বুঝবেন—

সরফরাজ খাঁর প্রবেশ।

সকলে। জাঁহাপনা!

[সকলের অভিবাদন]

সরফরাজ। একি—মনসবদার সুলেমান খাঁ, তুমি দরবারে কেন?

সুলেমান। জাঁহাপনা, লর্ড কর্নেল এদেশে ব্যবসার জন্য আপনার মেহেরবানি প্রার্থনা ক'রে এই আনোয়ার আলিকে পাঠিয়েছেন।

সরফরাজ। আনোয়ার আলি!

জাফর। জী জাঁহাপনা! আমি সাহেবের নকরি নিয়েছি। আপনার মেহেরবানি নিয়ে এখুনি আমি—

সরফরাজ। হুকুমনামা নিয়ে কলিকাতায় রওনা হবে?

সুলেমান। জী জাঁহাপনা। লর্ড কর্নেল নজরানা পাঠিয়েছেন দু'সহস্র আসরফি।

সওগাত। আর সওগাত দিয়েছেন এক পিপে দামী সরাব। মনসবদার সুলেমান খাঁ প্রয়োজন বোধে মেহেরবানি ক'রে তা আগেই প্রাসাদে তুলে দিয়েছে।

সরফরাজ। হাঁ। যাও আনোয়ার আলি, আপাততঃ তুমি মুসফিখানায় অপেক্ষা কর। সময়মত তোমায় সংবাদ পাঠাব।

জাফর। দীন বান্দার প্রতি জনাবের বহুৎ বহুৎ মেহেরবানি। [জনান্তিকে] মনসবদার সুলেমান খাঁ, তোমাকেই আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। [প্রস্থান।

সরফরাজ। যাও সুলেমান খাঁ, নজরানার আসরফি খাজাঞ্চিখানায় জমা দাওগে। [সুলেমান খাঁ প্রস্থানোদ্যত]

সওগাত। সুলেমান খাঁ!

সুলেমান। কিছু বলবেন?

সওগাত। না, তোমার মুখখানা একটু দেখব।

সুলেমান। হঠাৎ—

সওগাত। ইংরেজ বণিকের প্রেরিত নজরানা হাতে নিয়ে কলিজাটা তো ফুলে উঠেছে, আর মুখটাও হাসিতে ভরে গেছে।

সুলেমান। শাহ্জাদা!

সওগাত। রক্তচক্ষু দেখিও না সুলেমান খাঁ। তোমার মুখ দেখেই আমি দীনের ভাষা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু হুঁশিয়ার খাঁ সাহেব, বেশি বাড়াবাড়ি ক'রো না, আর ভাই সাহেবের কানেও কুমতলব দিও না। তাহ'লে নবাবের কাছে রেহাই পাবে না।

সরফরাজ। সওগাত!

সওগাত। তুমি কালকেউটেকে বিশ্বাস ক'রো ভাই সাহেব, তবু মনসবদার সুলেমান খাঁকে ক'রো না। [প্রস্থান।

সুলেমান। জাঁহাপনা, শাহ্‌জাদা আমায়—

সরফরাজ। ঘাবড়াও মৎ সুলেমান খাঁ, এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। তুমি আমার দশ হাজারী মনসবদার। তাছাড়া পিতার ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে সাহেনার সাদী দেওয়া। ধীরে ধীরে সেদিনও এগিয়ে আসছে। তুমি তৈরী থেকো।

সুলেমান। আপনার মেহেরবানিতে আমি সদাই তৈয়ার জাঁহাপনা। আপনার হুকুম হ'লে আমি জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। এমন কি, ভয়াল তটিনীর গহ্বরে ডুব দিতেও আমার আপত্তি নেই। চিন্তা করবেন না জনাব, প্রয়োজনে সুলেমান খাঁ জান দেবে, তবু খানদান নষ্ট করবে না। [প্রস্থান।

সরফরাজ। হা-হা-হা! খানদান ইজ্জৎদার মনসবদার সুলেমান খাঁ, হা-হা-হা! মূর্খ! শাহ্‌জাদী সাহেনাবানুকে সাদী করার আশায় মরিয়া হয়ে ছুটে যায় মৃত্যুর গহ্বরে। বেয়াদব জানে না যে কোন দিনই সে সাহেনাকে পাবে না—পেতে পারে না।

কালো কাশেমের প্রবেশ।

কাশেম। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। এসো কাশেম আলি। তারপর কি সংবাদ বল? প্রশান্তর মা—

কাশেম। বকশিশের আসরফি নেয়নি জনাব।

সরফরাজ। কি বললে?

কাশেম। বললে, আমার ছেলে যা নেয়নি—আমিও তা নেব না।

সরফরাজ। হুঁ! আচ্ছা, প্রশান্তর বাড়িতে তার মা ছাড়া আর কে আছে?

কাশেম। আর একটা খুবসুরৎ জেনানা আছে জনাব।

সরফরাজ। সে প্রশান্তর কে ?

কাশেম। কেউ নয়। মেয়েটা একেবারে হাড়বজ্জাত। সে আমায় অপমান করেছে, বহু বেহিসাবী কথাও শুনিয়েছে।

সরফরাজ। আর তুমি অমনি খুশী হয়ে ফিরে এলে। কেমন ?

কাশেম। জনাব !

সরফরাজ। তুমি সেই শয়তানীর চুলের মুঠিটা ধ'রে মুর্শীদাবাদে টেনে আনতে পারলে না ?

কাশেম। কেন পারব না জনাব ? আমি তার চুলের মুঠি ধরব ব'লে যেই তার দিকে হাত বাড়ালাম, অমনি তার মুখে দেখতে পেলাম আমার ছোট্ট বহিনের প্রতিবিম্ব।

সরফরাজ। কাশেম !

কাশেম। তাই চুলের মুঠি না ধরে তাকে 'বহিন্' ব'লে সেলাম ক'রে চলে এলাম।

সরফরাজ। বান্দা !

কাশেম। আর যখন শুনলাম, সেই জেনানাই ফৌজদার প্রশান্ত-দেবের ভাবী বিবি তখন আনন্দে আমার কলিজাটা দশহাত ফুলে উঠলো। তাই মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলাম মুর্শীদাবাদে।

সরফরাজ। বেশ করেছ। যাও, ফৌজদার প্রশান্তদেবকে একবার তলব দাও।

কাশেম। যো হুকুম মেহেরবান !

[প্রস্থান।

সরফরাজ। হিন্দু ফৌজদার প্রশান্তদেব চট্টরাজ—সাহসী বীর হিম্মৎদার জোয়ান।

সাহেনার প্রবেশ।

সাহেনা। ভাই সাহেব!

সরফরাজ। তুমি কেন এখানে এলে বহিন্?

সাহেনা। একটা কথা জানতে।

সরফরাজ। কি?

সাহেনা। আবার তুমি লর্ড কর্নেস নামে এক ইংরেজকে এদেশে ব্যবসার জন্য হুকুম দিয়েছ? ভুলে গেছ কি ভাই সাহেব, তাদের ব্যবহারের কথা?

সরফরাজ। ভুলিনি বহিন্। কিন্তু পিতার আদর্শ তো ত্যাগ করতে পারি না।

সাহেনা। পিতার কি আদর্শ তুমি পালন করেছ নবাব সরফরাজ খাঁ? পিতার আদেশ ছিল, মসনদে ব'সে হাজি আহম্মদ, আলিবর্দী, রায়-রায়ান আলমচাঁদ আর ধনকুবের জগৎশেঠের পরামর্শে বাংলা শাসন করা। কিন্তু মসনদে আরোহণ ক'রে প্রথমেই তুমি তাদের অপমানিত লাঞ্ছিত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ।

সরফরাজ। সাহেনা!

সাহেনা। যে সরাব ইসলামের হারাম বোধে পিতা স্পর্শ করেননি, তার নেশায় সর্বদা তোমার চোখ দুটো লাল। কত নারী যে তোমার কাছে ইজ্জত হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কত হিন্দুকে যে তুমি মুসলমান করেছ তা হিসাব করা যায় না। বাংলাকে শাসনের নামে দিনের পর দিন তুমি শোষণ ক'রে চলেছ।

সরফরাজ। বহিন্!

সাহেনা। দেশের বুকে বহিয়েছ কান্নার রোল, সৃষ্টি করেছ অশান্তির

আগুন। যে জাতিকে পিতা এন্‌কার করতেন, তাদেরই তুমি বেশি পেয়ার কর।

সরফরাজ। এ তুমি কি বাজে বকছ সাহেনা!

সাহেনা। এ পথ তুমি ত্যাগ কর ভাই সাহেব। অযথা শান্তিপ্রিয় দেশের বুকে ছড়িয়ে দিও না রাশি রাশি দুর্ভিক্ষের আগুন।

সরফরাজ। সাহেনা, তুমি বহু কথাই বলেছ। এতক্ষণ তোমার বাচালতা সহ্য করেছি কেবল পেয়ারের ছোট্ট বহিন্ ভেবে। কিন্তু আর কিছু বললে—

সাহেনা। কোতল করবে ভাই সাহেব? কোতল আমি তো হয়েই ব'সে আছি।

সরফরাজ। তার অর্থ?

সাহেনা। বলছি। তার আগে বল তো ভাই সাহেব, সত্যই তুমি আমায় পেয়ার কর কি না?

সরফরাজ। আলবাৎ পেয়ার করি।

সাহেনা। কি তার নিদর্শন?

সরফরাজ। তুমি কি চাও বল। খোদাকি কসম বহিন্—তুমি যা চাইবে, আমি তোমায় তাই দিয়ে খুশী করব।

সাহেনা। কসমের কথা মনে থাকবে?

সরফরাজ। আলবাৎ!

সাহেনা। আমি হিন্দু ফৌজদার প্রশান্তদেবকে সাদী করতে চাই।

সরফরাজ। সা-হে-না-বা-মু!

সাহেনা। অমত ক'রো না ভাই সাহেব, এ তোমার পেয়ারের সাহেনার জীন্দেগীকা খোয়াব। সাদী যদি কখনও করতেই হয়, করব তাকেই।

সরফরাজ। কিন্তু সে তোমার সাদী করতে সম্মত হবে কেন? সে হিন্দু

আর তুমি যে মুসলমানী। হিন্দুরা সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সমাজের শাসন অগ্রাহ্য করতে পারে না।

প্রশান্তদেবের প্রবেশ।

প্রশান্ত। আমায় আপনি স্মরণ করেছেন জাঁহাপনা? একি, শা-হ্-জা-দী! [প্রস্থানোদ্যত]

সরফরাজ। দাঁড়াও প্রশান্তদেব।

প্রশান্ত। আদেশ করুন।

সরফরাজ। আচ্ছা, তুমি কি বিবাহিত?

প্রশান্ত। হ্যাঁ বঙ্গেশ্বর, বিবাহ আমার হয়েছিল। কিন্তু সামান্য কিছুদিন পূর্বে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে।

সরফরাজ। তুমি আবার বিবাহ কর।

প্রশান্ত। না জাঁহাপনা, সে ইচ্ছা আমার নেই।

সরফরাজ। কেন?

প্রশান্ত। কি হবে বিবাহ ক'রে? কারণ বিবাহ করলেও তাকে তো আমি সুখী করতে পারব না।

সাহেনা। সেকি!

সরফরাজ। তার অর্থ?

প্রশান্ত। আমার জীবনের যত প্রেম—যত ভালবাসা, সবই আমি আমার সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি। তাই তাদের কোন দুঃখ-সংবাদ শুনলে আমার চিন্তার বিরাম থাকে না। কারও মৃত্যু হ'লে আমার বুকের পাঁজর ভেঙে যায়।

সরফরাজ। তোমার সৈন্যসংখ্যা কত?

প্রশান্ত। দু'হাজার।

সরফরাজ। তারা কি সকলেই হিন্দু?

প্রশান্ত। না জনাব, হিন্দু-মুসলমান-ইহুদি-খৃশ্চান সবাই আমার কাছে সমান। তাদের সঙ্গে আমার একটাই পরিচয়—আমি পিতা, আর তারা আমার সন্তান।

সরফরাজ। তোমার মহত্বকে আমি জিন্দাবাদ জানাই। তুমি বার বার নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে বহু উপকার করেছ, তাই তোমার কাছে আমি—

প্রশান্ত। সে আমার কর্তব্য মাত্র।

সরফরাজ। তাই তোমাকে আমি বকশিশ দিতে চাই।

প্রশান্ত। কি বকশিশ জাঁহাপনা?

সরফরাজ। এক মহামূল্য রত্ন।

প্রশান্ত। রত্ন রাখবার মত আমার স্থান নেই জনাব। এই বাংলার এক প্রান্তে উদয়নারায়ণপুরের মাটিতে আছে মাত্র একটা দোচালা কুঁড়েঘর, সে ঘরে থাকেন আমার মা। আর থাকে আমার একমাত্র মা-হারা পুত্র কণকদেব। আপনার কাছে যা বেতন পাই তাতেই তাদের চলে যায়। কোনদিন তাদের কোন অসুবিধা বুঝি না। কি হবে আমার রত্নসম্পদ? বকশিশের লোভে কোনদিন কিছু করি না। যা অন্যায় বুঝি তার প্রতিকার করি, যা কর্তব্য বুঝি তা পালন করি।

সরফরাজ। তবু তোমায় গ্রহণ করতে হবে।

প্রশান্ত। কি সেই রত্ন জাঁহাপনা?

সরফরাজ। শাহ্‌জাদী সাহেনাবাবু।

প্রশান্ত। [চমকিত হইয়া] জাঁহাপনা!

সরফরাজ। তাজ্জব হয়ে যেও না ফৌজদার। কোনও অসুবিধাই তোমার হবে না। তোমার ভাঙা মঞ্জিল আমি ইমারৎ গড়ে দেবো, সোনা

দিয়ে মুড়ে দেবো সাহেনাকে, তোমায় উচ্চ রাজপদ দেবো, তোমার বেতন আমি দশগুণ বাড়িয়ে দেবো।

প্রশান্ত। তবু আমি শাহ্‌জাদীকে গ্রহণ করতে পারব না।

সরফরাজ। তাহ'লে কোন্ সাহসে সেদিন তুমি সাহেনাকে বুকে চেপে ধরেছিলে বেয়াদব? কিসের হিম্মতে শাহ্‌জাদীর অঙ্গ স্পর্শ করেছিলে?

সাহেনা। ভাইজান!

প্রশান্ত। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। সেদিন তুমি ফিরিঙ্গিদের কবল থেকে সাহেনাকে রক্ষা ক'রে বড় উপকারই করেছ, কিন্তু তামাম মুসলিম সমাজের কাছে নবাব সরফরাজ খাঁর উঁচু মাথা তুমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছ—যার জন্য সাহেনাকে কোন মুসলিম যুবক আর সাদী করতে সম্মত হচ্ছে না।

প্রশান্ত। আততায়ীর কবল থেকে আর্তকে মুক্ত করা কি অন্যায়?

সরফরাজ। ন্যায়-অন্যায় বুঝি না, ধর্ম-অধর্ম মানি না—শুধু একটা কথাই জেনে রাখো, নারীর কোন জাত থাকে না। নারী—নারী। তাই যে প্রাণ তুমি নিজে রক্ষা করেছ, তা আমি তোমাকেই অর্পণ করতে চাই।

প্রশান্ত। আমায় ক্ষমা করবেন বঙ্গেশ্বর! প্রয়োজনে আমি মৃত্যু বরণ করব—তবু শাহ্‌জাদীকে গ্রহণ করতে পারব না।

সরফরাজ। বেশ, তবে মৃত্যুই হোক তোমার পুরস্কার।

সাহেনা। [সরফরাজ প্রশান্তকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে সাহেনা বাধা দিল] হুঁশিয়ার ভাই সাহেব! আমাকে হত্যা না ক'রে তুমি এঁকে আঘাত করতে পারবে না।

সরফরাজ। সাহেনা!

সাহেনা। ইনি আমায় গ্রহণ না করলেও যেদিন ফিরিঙ্গিদের কবল থেকে আমার জান-মান-ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন, সেদিনই এঁর দ্বারে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি ভাইজান—নিজের অজ্ঞানেই দীল আমার বিলিয়ে দিয়েছি।

প্রশান্ত। ভুল করেছো শাহাজাদী—তুমি শূন্যে সৌধ নির্মাণ করেছ।

সাহেনা। ভুল আমি করিনি—করেছেন আপনি। কারণ, নারীর মন পাথর দিয়ে গড়া, সে পাথরে বার-বার আঁচড় কাটা যায় না। যে কোন একটি দাগই সেখানে যুগ যুগ ধরে খোদাই হয়ে থাকে।

প্রশান্ত। শাহ্জাদী!

সাহেনা। আপনি আমায় গ্রহণ না করেন তাতেও আপত্তি নেই, তবু অন্য কোন পুরুষকে আমি সাদী করব না। প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করব, তবু আমার জন্য কাউকে আমি বিপন্ন হ'তে দেবো না।

সরফরাজ। সাহেনা!

সাহেনা। তবে যাবার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়ের ধূলি দিন, আমি আমার স্বামীর পদধূলি নিতে পেরেছি ভেবে মরেও ধন্য হব।

[প্রশান্তর পদতলে বসিয়া পদধূলি গ্রহণ করে। প্রশান্ত সাহেনাকে দুই বাহু ধরিয়া তোলে।]

প্রশান্ত। ওঠো—ওঠো শাহ্জাদী। তবে আর আমার আপত্তি নেই। আগে আমি জানতাম, হিন্দুনারীই বুঝি স্বামীর জন্য জীবন দেয়, কিন্তু আজ তোমার আদর্শ দেখে সত্যই আমি মুগ্ধ। জাঁহাপনা! আমি সম্মত।

সরফরাজ। বেশ, তাহ'লে কলমা পড়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ কর।

প্রশান্ত। অসম্ভব। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী। তাই আমার ধর্ম আজ থেকে আপনার ভগ্নীরও ধর্ম।

সরফরাজ। কিন্তু হিন্দুধর্মের যা নিষ্ঠুর নিয়ম, তারা হয়তো আমার ভগ্নীকে এন্‌কার করবে—সমাজে স্থান দেবে না।

সাহেনা। তাহ'লে উনি হিন্দুই থাকবেন, আর আমি থাকব আমার ধর্ম নিয়ে।

সরফরাজ। স্বামী-স্ত্রীর ভিন্ন ধর্ম হতে পারে না সাহেনা।

সাহেনা। কেন পারে না ভাই সাহেব? যেমনি শাহেনশা আকবরের মহিষী যোধাবাঈ মোগল-হারেমে শিবপূজা করতেন তেমনি একই মঞ্জিলের একপার্শ্বে আমি ডাকব আমার খোদাকে, উনি ডাকবেন ওনার ভগবানকে।

প্রশান্ত। না শাহ্‌জাদী, আমি তোমায় হিন্দুমতেই বিবাহ করতে চাই।

সরফরাজ। কিন্তু সে বিবাহ দেবে কে?

নৃপেন আচার্যের প্রবেশ।

নৃপেন। বিবাহ দেবে আপনার হিসেবরক্ষক নৃপেন আচার্য।

সাহেনা। তহশীলদার সাহেব!

নৃপেন। কি মা?

সাহেনা। আপনি আমার হিন্দুমতে বিবাহ দেবেন?

নৃপেন। দেবো। শুধু তাই নয়, আগে দেবো হিন্দুধর্মে দীক্ষা, তারপর দেবো বিবাহ। দেখি কে আমায় বাধা দেয়। এসো প্রশান্ত, এসো মা শাহ্‌জাদী, আসুন জাঁহাপনা। দেখবেন মুর্শীদাবাদ রাজপ্রাসাদ কেমন শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনিতে ভরে ওঠে।

[সাহেনার হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

প্রশান্ত। আমিও চললাম জাঁহাপনা, আপনার ভগ্নী সাহেনাবানুকে

হিন্দুধর্মমতে সাদী করতে। চিন্তা করবেন না হজরৎ! আমি শুধু একাই নই, আপনার ধমনীতেও বইছে হিন্দুর তাজা রক্তবিন্দু।

সরফরাজ। কে সেই হিন্দু?

প্রশান্ত। সে হিন্দু অতীতের নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ।

[প্রস্থান।

সরফরাজ। মুর্শীদকুলী খাঁ—মুর্শীদকুলী খাঁ! দাদু সাহেব! আজ এই মুর্শীদাবাদ-রাজপ্রাসাদে ছিল তোমার বড় বেশি প্রয়োজন। ওরে, কে আছিস্? নহবৎ বাজাতে বল, বাজীকরকে সংবাদ দে, হিন্দুকুল-গুরুদের আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আয়—তারা বরণডালা সাজাক, উলুধ্বনি দিক, শঙ্খধ্বনি করুক। আজ আমার বহিন শাহ্‌জাদী সাহেনাবানুর সাদী হচ্ছে হিন্দু ফৌজদার প্রশান্তদেবের সঙ্গে।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইল]

———

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রশান্তদেবের বাড়ি।

ফুলের সাজি হস্তে কমলার প্রবেশ।

কমলা। কেন যে ছেলেটাকে রোজ স্বপন দেখছি বুঝতে পারছি না। কবে যে আসবে তাও জানি না। এতো ক'রে সংবাদ পাঠাচ্ছি, কোন উত্তর নেই। এবার বাড়ি আসুক, নবাবের চাকরি করা ঘোচাবো। রাধাকান্তর ভগ্নী মমতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তবে নিস্তার।

ডাকিতে ডাকিতে নারায়ণ শর্মার প্রবেশ।

নারায়ণ। বৌঠান আছ—বৌঠান! এই যে বৌঠান। শোন—

কমলা। [মাথায় কাপড় দেয়] বলুন।

নারায়ণ। প্রশান্তর নাকি বিবাহ দেবে শুনলাম?

কমলা। রাধাকান্ত বলছিল তার ভগ্নীর কথা। অবশ্য—

নারায়ণ। দেশে কি মেয়ের মড়ক লেগেছে? শিক্ষিত ছেলে, রাজ-সরকারে উচ্চপদে চাকরি করে—একটা মুখের কথা খসালে কত মেয়ের বাবা ল্যা-ল্যা ক'রে ছুটে আসবে।

কমলা। রাধাকান্ত অত্যন্ত গরীব, কিন্তু মমতা মেয়েটি বড় সুন্দর। আর—

নারায়ণ। থামো বাপু—থামো। যা জানো না, তা নিয়ে আলোচনা ক'রো না। তোমার না হয় এক গ্রামে বাড়ি, কিন্তু আমার বাড়ি একই পাড়ায়। মেয়েটির চরিত্র সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি? সাত কুল খেয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে বসে আছে। আর ওর দাদা হতভাগা কাজকর্ম কিছুই করে না, ভগ্নীকে দিয়ে রূপের ব্যবসা শুরু ক'রে দিয়েছে।

কমলা। সেকি!

নারায়ণ। আজ দেখলেই বুঝতে পারবে, যাকে তুমি পুত্রবধূ করবে ব'লে মনে করেছ, সেই গরীব রাধাকান্তর ভগ্নী রাজরানী সেজেছে—বুঝেছ, রাজরানী সেজেছে।

কমলা। সেকি! ভগ্নীর বিয়ে দিতে পারেনি বলে যে আমার পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে—

নারায়ণ। ওটা তার স্বভাব। তা ছাড়া বিবাহের বয়েস কোন্ যুগে পার হয়ে গেছে। তার উপর অমন অরক্ষণীয়া মেয়েকে আবার কেউ ঘরের বৌ ক'রে আনে নাকি? গ্রামের মধ্যে মমতার কথা কে না জানে?

কমলা। আমি আশ্চর্য হচ্ছি কথাটা শুনে।

নারায়ণ। হবারই কথা। কিন্তু শোন বৌঠান, তার সম্পর্কে এতো কথা জেনেও তাকে কুলবধূ ক'রে ঘরে নিয়ে আসো ভাল, কিন্তু সমাজের কাছে তোমরা পতিত হবে। যা করা উচিত—ভেবে ক'রো। [প্রস্থান।

কমলা। আশ্চর্য! কাকে বিশ্বাস করবো? পৃথিবীটা পাপে ভরে উঠেছে। যাকে পুত্রবধূ করার আশায় এতখানি এগিয়ে গিয়েছিলাম, সে কি না—

অলঙ্কারভূষিতা মমতার প্রবেশ।

মমতা। কেমন আছেন মাসীমা?

কমলা। ভাল আছি মা। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মমতা? শুনেছি, তোমাদের সংসারে তো খুবই অভাব।

মমতা। কথাটা যা শুনেছেন, মোটেই মিথ্যা নয়।

কমলা। তবে এতো দামী-দামী গহনা, বেনারসী শাড়ি তুমি পেলে কোথায়? আজ বাদে কাল আমার প্রশান্তর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। কিছু গোপন ক'রো না—আমি সব শুনতে চাই।

মমতা। ভগবান মানেন মাসীমা?

কমলা। নিশ্চয়ই মানি। হিন্দুর বিধবা আমি, নারায়ণের পূজা না ক'রে জলস্পর্শ করি না। আর ভগবান মানব না?

মমতা। তাহ'লে এসব তাঁরই দান।

কমলা। তার মানে?

মমতা। আমাদের সমাজপতি নারায়ণ শর্মা প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক। আপনার পুত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা শুনে কন্যাস্নেহে আমায় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এসব তিনিই দান করেছেন।

কমলা। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে চেয়ো না বাছা। এ যুগে এমন মানুষ আছে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।

মমতা। বিশ্বাস করুন মাসীমা, পৃথিবীতে এখনও ধর্ম আছে, আছেন তাঁর অবতার। তাঁকে যে যাই ভাবুক, আমি ভাবি সত্যের দেবতা।

কমলা। তা সে দেবতাটিকে বিয়ে করলেই তো ফুরিয়ে যেত বাপু!

মমতা। ছি-ছি মাসীমা! এ আপনি কি বলছেন! তিনি যে বাবা না হয়েও আমার বাবার মত।

কমলা। উপকারীর উপকার ঠিক এভাবেই স্মরণ রাখা উচিত। আচ্ছা, তুমি এখন এসো বাছা, আমার মনটা ভাল নয়!

মমতা। কেন, কি হয়েছে আপনার?

কমলা। প্রশান্তর জন্যে ক'দিন মনটা বড় চঞ্চল। কেবলই ছেলেটাকে স্বপ্ন দেখছি—কবে আসবে তা জানি না।

হিন্দু বর-বধূবেশী সাহেনা ও প্রশান্তর প্রবেশ।

প্রশান্ত। আমি এসে গেছি মা। [কমলাকে প্রণাম করে]

কমলা। তোর সঙ্গে মেয়েটা কে রে?

সাহেনা। [কমলাকে প্রণাম করে] আমি আপনার মেয়ে মা।

কমলা। থাক মা—থাক। চির আয়ুষ্মতী হও!

প্রশান্ত। আমি তোমায় সংবাদ না দিয়ে বিয়ে ক'রে তোমার কাছে অপরাধ করেছি মা। তুমি আমায় ক্ষমা কর।

মমতা ও কমলা। বিয়ে! [উভয়েরই চোখে জল ; কমলা মাথা নত করে]

সাহেনা। মাগো! মুখ নামিয়ে নেবেন না। দয়া ক'রে সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে আপনার চরণে আমাদের আশ্রয় দিন। [পদতলে বসিল]

কমল। ওগো বৌমা প্রশান্ত আমার ছেলে যত অপরাধই সে করুক, তবুও ক্ষমার পাত্র। তুমি আমার ছেলের বৌ, ঘরের লক্ষ্মী। তোমার তো কোন অপরাধ নেই বাছা।

মমতা। মাসীমা!

প্রশান্ত। ও কে মা?

কমলা। ও-পাড়ার রাধাকান্ত চৌধুরীর ভগ্নী। [সাহেনাকে] বৌমা, তুমি ঐ ঘরটায় গিয়ে বস তো মা, আমি পাড়া থেকে এয়োদের ডেকে নিয়ে আসি।

[একবার প্রশান্তর দিকে ও একবার মমতার দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে সাহেনার প্রস্থান।

মমতা। ভগবান! কেন আমার এমন হ'লো? যাকে শয়নে-স্বপনে নিদ্রায়-জাগরণে মনের দেবতা ভেবে অন্তর-সিংহাসনে বসিয়ে শুধু পুষ্পাঞ্জলি দিয়েই এসেছি, কেন সে আজ আমার সামনে এই মূর্তিতে আবির্ভূত হ'লো?

কমলা। মমতা, আমি তোমাকে বলছি—ওকথা মন থেকে মুছে ফেল। ভুলে যাও তোমার নীরব সাধনার ব্যর্থতা।

মমতা। তা যে কিছুতেই পারছি না মাসীমা!

কমলা। কেন গো ঠাকরুণ, দেশে কি ছেলের মড়ক লেগেছে? তোমার তো শুনেছি, অনেক ছেলের সঙ্গেই এরূপ সম্বন্ধ। স্মৃতির আসনে যে-কোন একজনকে তো বসিয়ে নিলেই পার।

মমতা। মাসীমা!

কমলা। থামো মমতা। আমি তোমার অনেক সংবাদই রাখি। তোমার অন্ধকারে-চাপা ইতিহাস আর কেউ না জানলেও আমি অনেক জেনেছি।

মমতা। মাসীমা!

কমলা। তাই বলছি, শুধু প্রশান্ত বিয়ে ক'রে ফিরেছে বলেই নয়—তোমার সম্পর্কে আজ যা শুনলাম, তাতে কোনদিনই তোমাকে আমি পুত্রবধূ করতাম না।

মমতা। এ আপনি কি বলছেন মাসীমা! আমি অসতী—চরিত্রহীনা!

আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি মাসীমা, আমার চরিত্রে মিথ্যা কলংক দেবেন না। চাই না আপনার পুত্রবধূ হতে, চাই না বিবাহ ক'রে সংসার-সুখ উপভোগ করতে ; এখুনি আমি বিদায় নিচ্ছি। বলুন, কে কি বলেছে আমার নামে ? কি শুনেছেন কার কাছে ?

কমলা। প্রশ্ন ক'রো না—যাও।

ধীরে ধীরে সাহেনা প্রবেশ করিয়া সবার অলক্ষ্যে দাঁড়ায়।

প্রশান্ত। কি হ'লো মা ?

কমলা। কিছু হয়নি, ভিতরে যাও। তুমি এখন এসো বাপু, শুভদিনে চোখের জল ফেলে আর আমার অমঙ্গল ডেকে এনো না।

মমতা। বেশ, যাচ্ছি। তবে একটা কথা, সত্যিই যদি আমি সতী হই—তাহলে এই অপমানের জন্য একদিন আপনাকে অনুতাপ করতেই হবে। [দ্রুত প্রস্থানোদ্যত হইলে সাহেনা তাহার হাত ধরিয়া বাধা দেয়]

সাহেনা। দিদি !

মমতা। কে ?

সাহেনা। আমি তোমার বোন। দূরে দাঁড়িয়ে আমি সবই শুনেছি। এসো-না দিদি, একই দেবতার নির্মাল্য দু'বোনে ভাগ ক'রে নিই।

মমতা। তোমার অধিকার হ'তে আমি অংশ চাইনে বোন। তুমি সুখী হও। আমি বরং সারাজীবন কুমারী হয়েই থাকবো, তবু আমার জন্য কাউকে এতোটুকু কষ্ট সইতে দেবো না।

সাহেনা। এ তোমার দুঃখকাতর মনের অভিমানভরা উচ্ছ্বাস মাত্র।

মমতা। তোমার ওপর আমার কোন অভিমান নেই বোন, তোমার স্বামীর উপরও নয়। দুঃখ শুধু তাদের উপর—যাদের অমানুষিক নিষ্ঠুর আঘাতে আমার জীবন মরুময় হ'লো। তারা যেন কখনও সুখে না থাকে।

সাহেনা। দিদি !

মমতা। আশীর্বাদ করি বোন, সুখী হও! তুমি আমার ছোট বোন, তাই তোমার কাছে আমার ক্ষুদ্র অনুরোধ—জন্ম-জন্ম স্বামীর চরণে ঠাঁই পেতে তুমি শিবপুজো ক'রো, তোমার মঙ্গল হবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

প্রশান্ত। মমতা—মমতা ! মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল মা ? এই আনন্দের দিনে তাকে তুমি আঘাত দিয়ে তাড়িয়ে দিলে ?

ছুটিয়া কণকদেবের প্রবেশ।

কণক। ঠাকুমা—ঠাকুমা ! আমার বাবা—একি ! কখন এলে বাবা ?

প্রশান্ত। এইমাত্র।

কণক। [প্রশান্তকে জড়াইয়া ধরে] আমার মা কই ?

সাহেনা। এই তো আমি, বাবা।

কণক। তুমিই আমার মা ?

কমলা। কেন, তুই কি চিনতে পারছিস না ?

কণক। মা যদি তবে কোলে নেয়নি কেন ?

সাহেনা। এসো-না বাবা, আমি তো তোমাকে কোলে নেবো বলেই তাড়াতাড়ি এলাম। এসো—[কণককে কোলে তুলিতে উদ্যত]

দ্রুত নারায়ণ শর্মার পুনঃ প্রবেশ।

নারায়ণ। দাঁড়াও ! সাত-সকালে আর ছেলেটাকে ছুঁয়ে দিও না।

প্রশান্ত। জ্যেঠামশাই !

নারায়ণ। অস্বীকার করতে পার, তোমার স্ত্রী নবাব সরফরাজ খাঁর ভগ্নী নয় ?

কমলা। সেকি!

নারায়ণ। থামো বৌঠান। কি প্রশান্ত, উত্তর দাও।

প্রশান্ত। হ্যাঁ, কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সমাজপতি জ্যাঠামশাই, আপনাদের বিধানেই তো বলেছে, নারীর কোন জাত থাকে না। নারী—নারীই। তাই নবাবের ভগ্নীকে আমি হিন্দুধর্ম মতেই বিবাহ করেছি।

কমলা। [কণককে কাছে টানিয়া নেয়] প্রশান্ত!

নারায়ণ। অমন আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান বিবাহে মন্ত্রপাঠ করেছে কে?

সাহেনা। আমাদের তহশীলদার নৃপেন আচার্য।

কমলা। ওঃ—ভগবান! একথা শোনার আগে আমার মৃত্যু হ'লো না কেন?

নারায়ণ। শুনছো—শুনছো বৌঠান, তোমার ছেলের রুচিটা দেখেছো? নবাবনন্দিনীকে বিয়ে ক'রে বরাত ফেরাতে চায়। হা-হা-হা—

সাহেনা। জ্যাঠামশাই!

নারায়ণ। কি বিবি সাহেবা?

সাহেনা। আমি আপনার মেয়ের মত

নারায়ণ। রাধামাধব—রাধামাধব! একটু সরে দাঁড়াও বিবি, তোমার ছায়াটা গায়ে লাগলে এই সকাল বেলায় আবার গঙ্গাস্নান করতে হবে।

প্রশান্ত। গঙ্গাস্নান করতে হবে? মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি কেন আপনাদের এই জঘন্যতম অশ্রদ্ধা? মুসলমানরা কি মানুষ নয়?

নারায়ণ। তোমার কাছে মুসলমানরা এখন ঠাকুর-দেবতার সামিল

বাবাজী। যাক, শোনো বৌঠান—যদি তুমি এই প্রশান্ত বা নবাব-নন্দিনীকে ঘরে আশ্রয় দাও, তা'হলে সমাজের বিধানে সকলেই তোমরা সমাজচ্যুত হ'য়ে ধর্মচ্যুত ব'লে পরিগণিত হবে।

কমলা। সমাজপতি ঠাকুর!

নারায়ণ। কান্না রাখো বৌঠান, এখুনি এদের গোবরজল ছড়া দিয়ে তাড়িয়ে দাও। হিন্দুর বিধানে ধর্মচ্যুত মানেই মৃত। তার কুশপুত্তলিকা দাহ করতে হবে, অশৌচ পালন করতে হবে, শ্রাদ্ধ করতে হবে—তবেই তোমরা সমাজে ঠাঁই পাবে।

সাহেনা। দয়া করুন, দয়া করুন সমাজপতি ঠাকুর—[নারায়ণ শর্মার দুটি পা জড়াইয়া ধরিল]

নারায়ণ। [খড়ম খুলিয়া সাহেনার মাথায় মারিল] ছুঁয়ে দিলি, ছুঁয়ে দিলি হারামাজাদী! মর্ তবে!

[সাহেনার মাথা কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল। সাহেনা 'মাগো' বলিয়া ঢলিয়া পড়িল।]

সকলে। সমাজপতি ঠাকুর!

কণক। মা—মাগো! [সাহেনার কাছে বসিয়া পড়িল]

নারায়ণ। এই—এই ছোঁড়া, এদিকে আয়। কুশপুত্তলিকা দাহ করতে হবে না? [কণকের হাত ধরিয়া টানে]

কমলা। সমাজপতি ঠাকুর! আপনি আমার প্রশান্তর কুশপুত্তলিকা দাহ করবেন?

নারায়ণ। শুধু তাই নয়, শ্রাদ্ধও করতে হবে। আর তা না হলে, নবাবনন্দিনীকে ত্যাগ ক'রে প্রশান্তকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিতে হবে, তবেই তোমরা সমাজে স্থান পাবে।

কমলা। না-না, সন্ত-বিবাহিতা কন্যার আমি এতখানি সর্বনাশ

হ'তে দেবো না। এখানে ওরা স্থান না পায় দুঃখ নেই, তবু আমি জীবিত থাকতে ওদের এতখানি অমঙ্গল হ'তে দেবো না।

নারায়ণ। বেশ, তোমরা শ্রাদ্ধ না কর, হিন্দু-সমাজকেন্দ্র থেকে আমিই ওর শ্রাদ্ধ করাব। [কণককে টানিতে থাকে] এই—চলে আয় ছোঁড়া!

কণক। না-না, আমি যাব না। আমার বাবাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, ঠাকুরমাকে ছেড়ে কিছুতেই আমি যাব না।

নারায়ণ। চল—চল ছোঁড়া! [কণককে টাগাইয়া লইয়া প্রস্থান।

কমলা। প্রশান্ত! বৌমাকে নিয়ে তুই এখান থেকে চলে যা বাবা।

সাহেনা। মা!

কমলা। উপায় নেই বৌমা, নিষ্ঠুর সমাজের এই যে নিয়ম।

প্রশান্ত। তাই ব'লে তুমি তোমার প্রশান্তকে ত্যাগ করবে মা?

কমলা। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে আমার স্বামী-শ্বশুরের পবিত্র বংশের অমর্যাদা করতে আমি পারব না বাবা।

প্রশান্ত। মা!

কমলা। জীবনভোর হিন্দুত্বের বোঝা বয়ে কেন আর তা পাপের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিই?

সাহেনা। মা!

কমলা। ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে অধর্মকে প্রশ্রয় দিতে পারব না বৌমা। তোমাদের অন্তর থেকে ত্যাগ করতে পারব না সত্য, কিন্তু গ্রহণ করাও আমার সাধ্যের বাইরে।

প্রশান্ত। বেশ, তুমি থাকো মা—আমরা চলেই যাচ্ছি। যেখানেই থাকি, তোমার মাসোহারা অর্থ ঠিকই পাঠিয়ে দেবো।

কমলা। তোমার অর্থেও আর আমার প্রয়োজন নেই।

সাহেনা। মা!

প্রশান্ত। তাহ'লে তোমরা খাবে কি? সংসার চলবে কি ক'রে?

কমলা। নাতির হাত ধ'রে পথে পথে ভিক্ষে করবো।

সাহেনা। ভিক্ষান্নে জীবন কাটাবেন, তবু পুত্রের উপার্জন গ্রহণ করবেন না?

কমলা। না। কারণ, ধর্মের নিয়মানুসারে আমার প্রশান্ত মরে গেছে। [মুখ ফিরাইল]

সাহেনা। মা!

প্রশান্ত। এসো—পালিয়ে এসো সাহেনা! এ-বাড়িতে আর আমাদের থাকতে নেই। এখানে অপেক্ষা করলে হয়তো হিন্দুর দেবতারা অভিমানে আত্মহত্যা করবে। দেখছ না, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী এ-বাড়ির চারিদিকে দাঁড়িয়ে কেমন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে?

সাহেনা। স্বামী!

প্রশান্ত। চুপ! ওকথা ব'লো না—হিন্দুর দেবতারা দুঃখ পাবে। 'খসম' বলো। মুসলমানের মেয়ে তুমি। তোমার মুখে কি ওরা ও-ডাক সইতে পারে? মনে নেই তোমার, যখন আমি তোমায় স্ত্রী-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলাম তখন কেমন ক'রে ধর্ম আর জাত চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে আমায় ছেড়ে পালিয়ে গেল?

সাহেনা। তুমি শান্ত হও স্বামী—শান্ত হও!

প্রশান্ত। শান্ত হব? হা-হা-হা! কিন্তু কেমন ক'রে শান্ত হব সাহেনা? যে সমাজে সমাজপতির ইচ্ছায় জীবন্ত মানুষের মৃত্যুর উৎসব পালিত হয়, সেই মানুষের গড়া সমাজটাকে ধ্বংস না ক'রে কি শান্ত হওয়া সম্ভব?

সাহেনা। স্বামী!

প্রশান্ত। এরাই একদিন তোমার মাতামহ সুদর্শন রায়কে অন্যায়-ভাবে অত্যাচারের চাবুক মেরে সমাজ থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছিল। এরাই একদিন কালাচাঁদ রায়কে ধর্মচ্যুত করেছিল। এদের এই স্বেচ্ছাচার-অবিচার-অনাচার সমূলে উপড়ে দিতে আমিই একদিন ছুটে আসব।

সাহেনা। দেবতার উপর ভরসা রাখো, তুমি যে হিন্দুর সন্তান।

প্রশান্ত। হিন্দু? হ-হা-হা! দেবতা? হা-হা-হা! কিসের দেবতা? দেবতা নেই। ও-সব মিথ্যার আবরণ, খড়-মাটির পুতুল, পাথরের অচেতন আকার মাত্র।

কমলা। প্রশান্ত!

প্রশান্ত। আমিই একদিন অশান্ত গতিতে ছুটে এসে ওদের এক-একটিকে ঘাড়ে ধরে টেনে ছুঁড়ে ঐ মুণ্ডেশ্বরীর জলে নিক্ষেপ করব। মন্দির ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।

কমলা। ওরে প্রশান্ত—

প্রশান্ত। প্রশান্ত মরে গেছে, আর তারই সমাধিক্ষেত্র থেকে ভারতের ইতিহাসে নূতন ক'রে জেগে উঠেছে মুর্শীদকুলী খাঁ—মহম্মদ ফরমুলীর মত দ্বিতীয় কালাপাহাড়।

গীতকণ্ঠে গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর।—　　গীত।

করিস কি তুই ওরে পাগল, ভুল-সাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে।
খাসনেকো আর মাটিতে ভাত চোরের উপর রাগ ক'রে॥
যে ছুরি হয় কামারশালায়,
লাগাস্ কেন নিজের গলায়;
বাঁচতে হবে এ জগতে সবার সাথে জোর ক'রে॥

প্রশান্ত। কে তুমি?

গঙ্গাধর। এক সর্বহারা ভিখারী।

প্রশান্ত। কি চাও এখানে?

গঙ্গাধর। চাই তোমাকে অনুরোধ করতে।

প্রশান্ত। অনুরোধ? বলো—কি তোমার অনুরোধ?

গঙ্গাধর। ফিরে এসো তুমি। সমাজ তোমায় আঘাত করেছে ব'লে তুমি ধর্মত্যাগ করবে? ধর্ম থাকে নিজের অন্তরে, জোর ক'রে তা কেড়ে নেওয়া যায় না। অযথা পরের উপর অভিমান ক'রে নিজেকে তুমি ভুলের সাগরে ডুবিয়ে মেরো না।

[প্রস্থান।

প্রশান্ত। ভুল? হা-হা-হা! আমার ভুল ভাঙবে মৃত্যুর পরে।

কমলা। খোকা!

সাহেনা। স্বামী! মনকে সংযত কর। চল আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

প্রশান্ত। কিন্তু কোথায় যাব সাহেনা? [দুই চোখে জল গড়াইল]

সাহেনা। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র যেমন সীতাদেবীর হাত ধ'রে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন, তেমনি চল আমরা মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এ-দেশ ছেড়ে চলে যাই। সারা পৃথিবীতে আমাদের মতো দুটো অবহেলিত প্রাণীর আশ্রয় ঠিকই মিলবে। মা! [প্রণাম করিলে কমলা দূরে সরিয়া গেল এবং তাহার দুই গণ্ডে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল] আমরা তবে যাচ্ছি। আশীর্বাদ করুন—যেন সুখী হই! [কাঁদিতে লাগিল]

প্রশান্ত। তাই চলো সাহেনা, সারা পৃথিবী তোলপাড় ক'রে দেখবো—কোথায় হয় আমাদের স্থান। [কমলার দিকে তাকাইয়া]

তোমার ধর্মের নিয়মে আমি মৃত, তাই 'মা' ব'লে ডেকে প্রণাম ক'রে আশীর্বাদ গ্রহণ করতেও পারলাম না। শুধু জেনে রাখো, আমরা চিরতরেই তোমাদের অব্যাহতি দিয়ে চলে যাচ্ছি।

[সাহেনার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

কমলা। খোকা! খোকা! আ-হা-হা—[চিৎকার করিয়া কাঁদে] চলে গেল! উঃ—ভগবান! এ তোমার কি বিচার! সব শেষ হয়ে গেল! সুখের সংসারের একমাত্র দীপ, তাও হিন্দুত্বের ঝড়ে নিভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল! উঃ—ভগবান! এ আমার কি সর্বনাশ হ'লো! কোন্ পাপে আমার বুকে এ বাজ পড়ল! খোকা! প্রশান্ত! হা-হা-হা—

[কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আলিবর্দীর খাসমহল।

সরফুন্নেসার প্রবেশ।

সরফু। খোদা! আমার খোয়াব সত্যে পরিণত কর মেহেরবান! আমার খসমের দীল থেকে জাতীয়তার বিদ্বেষ মুছে দিয়ে ন্যায়-নীতি ধর্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা কর, সকল জীবের মঙ্গল কর, শান্তিতে ভরিয়ে তোলো প্রতিটি মানুষের জীবন, মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার কর। দেখিয়ে দাও তোমার দোয়া, বুঝিয়ে দাও যে সত্যই তুমি আছ।

আলিবর্দীর প্রবেশ।

আলিবর্দী। কে সত্যই আছে বেগম?

সরফু। খোদাতালা।

আলিবর্দী। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি?

সরফু। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। হা-হা-হা! জানো বেগম, এ শুধু মানুষের কল্পনা, অশান্ত নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনকে শান্ত করার কৌশল মাত্র। তা যদি না হবে—দেখাও কোথায় খোদা, কি তার আদর্শ।

সরফু। তাঁর তো দয়ার অন্ত নেই জনাব! তামাম দুনিয়ায় তাঁর রাজত্ব। তাঁর ইচ্ছাতেই আশমানে চলে চাঁদ-তারা-সূর্যের খেলা জমিনের বাগিচায় রং-বেরঙের ফুলের মেলা বসে। তাঁর ইচ্ছায় কোটি কোটি প্রাণী জন্মায় আবার নিঃশেষ হয়ে যায়। সুখ-দুঃখ আমেজ-আনন্দ সব তাঁরই রচনা। অপরাধ ক'রে সকলের কাছে রেহাই পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কাছে রেহাই পাওয়া মুস্কিল। মানুষের বিচারে ভুল থাকে—কিন্তু খোদার বিচারে ভুল থাকে না।

আলিবর্দী। এই কি উপযুক্ত যুক্তি?

সরফু। নিশ্চয়ই। খোদাকে যে বিশ্বাস না করে, সে তো কাফের।

আলিবর্দী। সে তো মৌলভীদের রটনা।

সরফু। কিন্তু হাদিস, কোরান—

আলিবর্দী। সে তো কবির কল্পনা।

সরফু। তাহ'লে কি খোদা নেই জনাব?

আলিবর্দী। হয়তো নেই, কিংবা আছে। কিন্তু আমরা—মানুষেরা যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হই, অমনি—

সরফু। তাঁর স্মরণাপন্ন হ'তে হয়।

আলিবর্দী। অসময়ে দীন-দুনিয়ার মালিক মেহেরবান খোদার স্মরণাপন্ন হয় মানুষ শুধু মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্ত।

সরফু। অসময়ে ছাড়া সময়ে তো তাঁকে কেউ ডাকে না জনাব! কিন্তু তাতেই সে উদ্ধার পায়।

আলিবর্দী। হা-হা-হা! বেগম, তুমি স্বল্পবুদ্ধি নারী।

সরফু। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। আমার পূর্বপুরুষ থেকে, ইসলামের জন্ম থেকে, হয়তো খোদাতালাকে সকলেই বিশ্বাস ক'রে আসছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে ভগবানকে; খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে তাদের যীশুকে। কিন্তু কেউ কি তাঁর সন্ধান দিতে পারে?

সরফু। এ আপনার কি নাস্তিকতা হজরত্?

আলিবর্দী। আমি একবার তাঁর সাক্ষাৎ চাই।

সরফু। সাধনা করুন।

আলিবর্দী। যদি না পাই?

সরফু। নিজের উপর বিশ্বাস না থাকলে তাই হবে।

আলিবর্দী। বেগম সাহেবা!

সরফু। বাঁদীর গোস্তাকি মাফ্ হয় হজরত্!

আলিবর্দী। জানো বেগম, আমিও তাঁকে বিশ্বাস করতাম, আর আজও হয়তো করি। কিন্তু—

সরফু। 'কিন্তু' কি জাঁহাপনা?

আলিবর্দী। আর যে বিশ্বাস রাখতে পারছি না বেগম!

সরফু। কেন?

আলিবর্দী। বিশ্বপতি বিশ্ববিচারক যাঁর নাম—যাঁর দোয়ার অন্ত

নেই—যাঁর অসাধ্য কাজও কিছুই নেই, কেন তাঁর কাছে কিছু চাইলে পাওয়া যায় না?

সরফু। সে ডাক তাঁর কানে পৌঁছায় না, তাই মনপ্রাণ একসাথে সংযোগ ক'রে ডেকে দেখুন—নিশ্চয়ই তাঁর পরিচয় পাবেন, নিশ্চয়ই তাঁকে দীলের মসনদে দেখতে পাবেন।

আলিবর্দী। বেগম সাহেবা!

সরফু। আমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি সদাই প্রস্তুত। আমাদের আর্জি শুনতে সদাই তিনি তৈয়ার। কিন্তু তাঁর দরবারে তো সংবাদ পৌঁছানো প্রয়োজন। চোখ বন্ধ ক'রে একবার নিজের কাছে প্রশ্ন ক'রে দেখুন—জবাব ঠিকই পাবেন।

জাফর আলি খাঁর প্রবেশ।

জাফর। জাঁহাপনা! একি—বেগম সাহেবা! তবে এখন আমি আসি জনাব!

আলিবর্দী। দাঁড়াও জাফর আলি খাঁ! বলো—কি তুমি বলতে চাও?

জাফর। বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেলাম—

আলিবর্দী। উড়িষ্যার শাসনকর্তা এ-দেশ দখল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জাফর। জাঁহাপনা সর্বজ্ঞ। তাই আমাদের কাছে—

আলিবর্দী। সাহায্য চায়।

জাফর। আমাদের সাহায্য পেলে—

সরফু। জাঁহাপনাকে বিহারের স্বাধীন শাসনকর্তার ইস্তাহার দেবেন।

জাফর। কিন্তু—

আলিবর্দী। উজীর হাজি আহম্মদ সে প্রস্তাবে সম্মত নন।

জাফর। জী হজরত্‌!

আলিবর্দী। আমি তা জানি। চিন্তা ক'রো না, উজীর হাজি আহম্মদ রাজী না হলেও—ভাই হাজি আহম্মদ নিশ্চয়ই রাজী হবে। তবে কেন সে নারাজ হয়েছে জানো?

সরফু। কেন জনাব?

আলিবর্দী। দেশটাকে সে বড় পেয়ার করে, তাই। অপরের দস্ত সে বরদাস্ত করতে পারে না।

সরফু। আপনি কি বরদাস্ত করেন জাঁহাপনা?

আলিবর্দী। করি। আসুক কাফুর খাঁ আমার কাছে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করতে।

উভয়ে। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। হা-হা-হা! ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়াই যে আমার ধর্ম।

জাফর। সে তো আমাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষার প্রার্থনা করেছে জনাব!

আলিবর্দী। বহুৎ আচ্ছা, আমি তাকে সাহায্য করতে চাই। যাও জাফর আলি খাঁ, সৈন্যদের প্রস্তুত হতে বলগে। কাফুর খাঁকে সাহায্য করতে আমি তোমাকেই পাঠাতে চাই।

জাফর। আমাকে?

আলিবর্দী। হ্যাঁ। কেন, পারবে না?

জাফর। নিশ্চয়ই পারব জনাব। কাফুর খাঁকে সাহায্য করতে আমি আমার জান লড়িয়ে দেবো, তবু আপনার ইচ্ছার এতটুকু অমর্যাদা আমি করব না। পথের মুশাফির আমি। আপনি আমায় পথ থেকে তুলে এনে নোকরি দিয়েছেন, ভগ্নী দান করেছেন। আপনার মহত্ত্বের কথা জিন্দেগীভোর ইয়াদ থাকবে। [প্রস্থান।

আলিবর্দী। কাফুর খাঁ শয়তান !

সরফু। তার থেকেও শয়তান ঐ জাফর আলি খাঁ।

আলিবর্দী। তা আমি জানি বেগম।

সরফু। জেনেশুনেও আপনি—

আলিবর্দী। জাফর খাঁকে পাঠালাম ঐ কাফুর খাঁকে সাহায্য করতে। বেগম সরফুন্নেসা, হাতি দিয়েই যে হাতি ধরতে হয়। বাংলার ভাগ্যাকাশে একটা কালো মেঘ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আসন্ন যুদ্ধে ভারতের আতংক নাদীরশাহ্‌ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন আহম্মদশাহ্‌ বসবে মসনদে। নবাব সরফরাজ খাঁ শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করবে। আর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্তা হয়ে বাংলার নবাবী নেবে—

সরফু। কে জনাব ?

আলিবর্দী। তোমার খসম—মীর্জা মহম্মদ আলি—এই আলিবর্দী খাঁ।

সরফু। জাঁহাপনা !

আলিবর্দী। সবুরমে মেওয়া জরুর ফলেগা বেগম সাহেবা ! তহশীলদার জাফর আলি খাঁ আমার দুলুভাই হলেও তার মনে লুকিয়ে আছে শয়তানির বীজ। বিশেষ ক'রে, কাফুর খাঁ তার আত্মীয়, তাই তার এতো ব্যাগ্রতা।

সরফু। তাই ব'লে তাকে সাহায্য করতে হবে ? এতে যদি আমাদের কোন ক্ষতি হয় ?

আলিবর্দী। আরও ক্ষতি হ'তো কাফুর খাঁকে সাহায্য করতে অসম্মত হলে। কারণ বাইরের দুশমনকে দমন করার আগে ঘরের দুশমনকে আমি বশ করতে চাই।

সরফু। তাহ'লে কাফুর খাঁকে সাহায্য—

আলিবর্দী। জাফর আলি খাঁ কি করবে তা জানি না। তবে উদ্ধত ফণিনীকে দংশন করার সুযোগ দিতে হয়। দেহে না হোক, মাটিতে তার আঘাত নিশ্চয়ই লাগবে। তাই সুযোগ বুঝে তার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ি ঠেলে দিলাম তাকে বেহুঁস রাখতে। হা-হা-হা!

সরফু। সত্যই খোদাতাল্লার মেহেরবানিতে আপনার দূরদর্শিতার অভাব নেই। তবুও তাঁর উপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন না?

আলিবর্দী। জাফর আলি খাঁ শয়তান, তবু তাকে মিছরির ছুরি মেরে বশ ক'রে রাখতে হবে ততদিন—যতদিন না নবাব সরফরাজ খাঁর উপর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। কারণ, ওকেই হবে তখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

[প্রস্থান।

সরফু। বেশি প্রয়োজন? হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যই সেদিন বেশি প্রয়োজনে লাগবে ঐ জাফর আলিকে। খোদা! অপমানের প্রতিশোধ নিতে তুমি সহায় হও মেহেরবান! শয়তান সরফরাজ খাঁকে তোমার হিসাবের খাতা থেকে কমিয়ে দিয়ে বাংলার সাত কোটি শান্ত নিরীহ প্রজাকে রেহাই দাও মালিক—রেহাই দাও!

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

মুর্শীদাবাদ-প্রাসাদ।

নৃপেন আচার্য ও কালো কাশেমের প্রবেশ।

নৃপেন। বলো কি হে মিঞা, তোমাকে এ-কথা ব'লে রেহাই পেল?

কাশেম। কি করব বলো?

নৃপেন। কেন, তুমি রাগে গস্-গস্ করতে করতে তার পায়ে কামড়ে দিতে পারলে না?

কাশেম। আমি কি কুকুর নাকি?

নৃপেন। তাও তো বটে—তুমি তো কুকুর নও; তুমি হচ্ছো কালো খাসী।

কাশেম। আচ্ছা, তুমিও একথা বলবে?

নৃপেন। কি করব বলো? পাঁচজনে তোমায় যা ব'লে চেনে, তাই তো বলতে হবে। কিন্তু মিঞা, নামটি তোমার বেশ জুতসই ধরনের বটে, তবে তোমাকে ঠিক মানায় না।

কাশেম। কি রকম?

নৃপেন। বলছি—বলছি, এতো ব্যস্ততার কি আছে? আচ্ছা মিঞা, মুখটি তো তোমার বাঁদরের পশ্চাদ্ভাগের মত লাল, কিন্তু নামটি এমন 'কালো' দিয়ে বিশেষণ করা আছে কেন?

কাশেম। আফ্‌শোষ তহশীলদার সাহেব, নামকরণ করার সময় তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমার এই অবস্থা।

নৃপেন। কিন্তু তাই ব'লে একেবারে মানুষের নাম খাসী ?

কাশেম। এই, খাসী কে বললে ?

নৃপেন। তবে কি পাঁঠা ? কিন্তু মিঞা, তুমি তো মায়ের ভোগে লাগবে না। দাগী দুষী হয়ে গেছ কিনা।

কাশেম। মায়ের ভোগে মানে ?

নৃপেন। কালীপূজোয় হে, কালীপূজোয়।

কাশেম। আরে, তোবা—তোবা! তোমাদের ঐ কালো খড়-মাটির জেনানা পুতুলটার কথা বলছ—যেটা ল্যাংটা হয়ে জিভ্ বের ক'রে মর্দানাটার বুকে ঠ্যাং তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ?

নৃপেন। ঠিক ধরেছ।

কাশেম। আরে, ও মাগীর ছিরি দেখলে রাগে আমার গা জ্বালা করে।

নৃপেন। করারই কথা। মা যখন তোমায় ভোগে নেবেন না তখন তাঁর উপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক।

কাশেম। বাজে কথা ব'লো না বলছি, আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব।

নৃপেন। এই, চুপ্!

কাশেম। কেন ?

নৃপেন। দেখছ না শাহাজাদী আসছে।

কাশেম। হায় আল্লা! আমি এখন কি করি তহশীলদার সাহেব ?

নৃপেন। কেন—কেন ?

কাশেম। আরে ভায়া, এ মাগী যে আমার উপর একেবারে হাড়ে-হাড়ে চটা। দেখলেই বলে—জুতি মারেগা!

নৃপেন। কেন, জুতি মারবে কেন ?

কাশেম। আরে ভাই, জেনানা হয়ে মর্দানার মত কথাবার্তা!

তাই আমি একদিন বলেছিলুম—মুসলমানের জেনানা একটু পর্দানশীন হওয়া দরকার। তুমি যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাও কেন? সরাবের ঝোঁকে বিবি ভেবে কেউ যদি নিজের মঞ্জিলে টেনে তোলে?

নৃপেন। খুব ভাল কথা।

কাশেম। এই কথা শুনে বললে—মারেগা মু'মে তিন জুতি, খাসী কাঁহেকা!

নৃপেন। শাহাজাদীও তোমায় খাসী বলেছে নাকি?

কাশেম। বলুক। যদি দিন পাই—যা করব তা আমার মনেই আছে।

নৃপেন। যা করতে হয় পরেই ক'রো, ওদিকে এসে পড়ল যে!

কাশেম। এসে পড়লো! তাহলে এখন কি করি?

নৃপেন। পালাও।

কাশেম। কোন্ দিকে পালাব? এদিকেই আসছে যে!

নৃপেন। তাহ'লে বোধ হয় তোমাকে দেখতে পেয়েছে।

কাশেম। হায় বিশমিল্লা!

নৃপেন। তুমি এক কাজ কর, এইভাবে দু' পায়ে হেঁটে গেলে তোমার আর রেহাই নেই—ছুটতে শুরু কর।

কাশেম। ছুটবো?

নৃপেন। হ্যাঁ। তবে দেখো—নেহাৎ যখন সামনাসামনি এসে পড়বে, চার পায়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে পালিয়ো কিন্তু।

কাশেম। তাহ'লে তাই করি। আমি এখন আসি মিঞা। আদাব—আদাব! [প্রস্থান।

নৃপেন। পাগল কয় প্রকার ও কি কি? শালার আস্ত মাথা খারাপ!

গরদের লালপেড়ে শাড়ি পরিহিতা ফুলের সাজি হাতে
সাহেনার প্রবেশ।

সাহেনা। কে?

নৃপেন। আমি মা।

সাহেনা। তহশীলদার সাহেব?

নৃপেন। হ্যাঁ মা।

সাহেনা। এখানে কেন?

নৃপেন। তোমার শিবপূজোর মন্ত্র শুনছিলাম।

সাহেনা। তহশীলদার সাহেব!

নৃপেন। কি মা?

সাহেনা। এ আমার কি সর্বনাশ হ'লো, বিশ্বস্ত লোক মারফৎ শুনলাম—আমার স্বামী ধর্মত্যাগ করেছেন।

নৃপেন। সেকি!

সাহেনা। ইসলামধর্ম গ্রহণ ক'রে নাম নিয়েছেন—আহম্মদ ইলিয়াস-উদ্দিন। এর আগে আমার শ্বশুরবাড়িতে ক্রোধের বশে শুধু কথাটা মুখেই উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু এখন শুনছি—মৌলভির কাছে কলমা পড়ে গোমাংস ভক্ষণ করেছেন।

নৃপেন। ছি-ছি-ছি! আমি যে আজ তোমাকে একটা আনন্দের কথা শোনাতে এসেছিলাম মা।

সাহেনা। কি কথা তহশীলদার সাহেব?

নৃপেন। তুমিও হিন্দুর মেয়ে।

সাহেনা। হিন্দুর মেয়ে!

নৃপেন। গোলকুণ্ডার সেনাপতি রণজিৎ সিং ছিলেন তোমার পিতা।

সাহেনা। সেকি!

নৃপেন। স্বর্গীয় নবাব সুজাউদ্দিন যখন নবাব মুর্শীদকুলী খাঁর আদেশে ভারতসম্রাট ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সাহায্য করতে যান, সে সময় তাঁর হাতে তোমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন মাত্র দু'বৎসরের শিশুকন্যা তুমি। তোমাকে বিজয়ী সুজাউদ্দিনের পায়ের তলায় শুইয়ে দিয়ে তোমার মা করুণাদেবী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিলেন। সেই থেকেই তুমি নবাবজাদীর পরিচয় নিয়ে এ প্রাসাদে বড় হয়ে উঠেছ।

সাহেনা। একথা আমায় আগে শোনাননি কেন?

নৃপেন। জাঁহাপনার নিষেধ ছিল মা। কিন্তু হিন্দুর ঘরে বিবাহ হয়েও যখন তোমার কপাল ভাঙল, তখন আর কথাটা চাপতে পারলাম না মা—চাপতে পারলাম না।

[সজল নয়নে প্রস্থান।

সাহেনা। আমি হিন্দুর মেয়ে! আর সেই আমি মুসলমানের প্রাসাদে নিজের পরিচয় গোপন রেখে জীবনযাপন করেছি! উপরওয়ালার বিচারে সত্যই ভুল থাকে না, তাই হিন্দুর সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু মানুষের নির্মম বিচারে আজ আমার স্বামী হ'লো মুসলমান!

গীত।

সবুজ স্বপন মোর!
কেন ভেঙে যায় সন্ধ্যাবেলায় জীবনের ঘুমঘোর॥
শুকতারা কভু উঠিবে না আর,
দূরের নীলিমা রবে গো আঁধার,
এ বেদনা কারে জানাব আজি, কে বুঝিবে ব্যথা মোর॥

[সাহেনার দুই চোখে জল গড়ায়]

সুলেমান খাঁর প্রবেশ।

সুলেমান। সাহেনা!

সাহেনা। কে? ও—সুলেমান খাঁ? এখানে কেন?

সুলেমান। তোমার কাছেই এসেছি সাহেনা।

সাহেনা। কেন?

সুলেমান। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

সাহেনা। তোমার কোন কথা শোনবার মত আমার অবসর নেই। পথ ছাড়!

সুলেমান। দাঁড়াও। বল সাহেনা, আমাকে উপেক্ষা ক'রে কেন তুমি একটা হিন্দু কাফেরকে সাদী করলে?

সাহেনা। চুপ! আমার সামনে আমার স্বামীর নামে কটূক্তি করলে—

সুলেমান। কি করবে?

সাহেনা। মাথাটাই নামিয়ে দেবো।

সুলেমান। শাহাজাদী!

সাহেনা। কুর্নিশ কর বেয়াদব!

সুলেমান। বেয়াদব!

সাহেনা। জরুর! আভি নিকালো হিঁয়াসে!

সুলেমান। গোঁসা ছেড়ে একবার ভেবে দেখ তো শাহাজাদী, কত অভিমানে ভরে আছে আমার জীবন। তোমাকে নিয়ে বেহেস্তের সবুজ খোয়াব আমি দেখেছি। তোমার কথা চিন্তা ক'রে কত বয়েৎ আমি রচনা করেছি। দীলের গুলবাগে আমি এঁকে রেখেছি তোমার তস্‌বির। তুমিও তো আমায় কথা দিয়েছিলে—

সাহেনা। যখন কথা দিয়েছিলাম তখন হয়তো অধিকার ছিল, কিন্তু এখন আমি হিন্দুনারী। ওকথা শোনাও আমার মহাপাপ।

সুলেমান। সাহেনা! তুমি কি পার না কাফের প্রশান্তকে তালাক দিয়ে আমায় সাদী করতে?

সাহেনা। হিন্দুনারীর জীবনে সাদী একবারই হয়।

সুলেমান। কিন্তু তা তো তোমার হয়নি। হিন্দু কাফেরদের ভুতুড়ে পুঁথির ক'টা কথা উচ্চারণ করেছ মাত্র। ওকথা তুমি ভুলে যাও সাহেনা। মন থেকে মুছে ফেল অতীতের ইতিহাস। মনে কর— জীবনে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

সাহেনা। তা কি সম্ভব?

সুলেমান। কেন সম্ভব নয়? প্রশান্তর মা তো তোমাকে ঘরে নেয়নি, হিন্দুসমাজ তোমাকে এন্‌কার করেছে—অবহেলার চাবুক মেরেছে—ঘৃণার থুংকার দিয়েছে। এরপর প্রশান্ত হয়তো একদিন তোমায় তালাক দিয়ে চলে যাবে। তখন সহজে কেউ তোমায় আর সাদী করতে রাজী হবে না।

সাহেনা। কিন্তু তুমি তো হবে?

সুলেমান। আলবাৎ! তখনও হব, এখনও রাজী আছি। তুমি আমার হও সাহেনা—আমার হও। আমি তোমায় সোনার পালংকে সাজিয়ে রাখব, জান দিয়ে তোমার সেবা করব, দীল দিয়ে তোমায় পেয়ার করব। আমাদের মহব্বতকে জিন্দা রাখতে, আমি নোকরি ছেড়ে তোমায় নিয়ে সুদূর কাশ্মীরে গিয়ে বাস করব। তুমি রাজী হও শাহাজাদী।

সাহেনা। সুলেমান খাঁ!

সুলেমান। একবার ভেবে দেখ শাহাজাদী—আমি বীর যোদ্ধা,

ইসলামী। আমি দশহাজারী মনসবদার, আর তোমার খসম—সামান্য ফৌজদার মাত্র।

সাহেনা। তোমার কাছে ফৌজদার হলেও আমার কাছে সে সম্রাট।

সুলেমান। সম্রাট!

সাহেনা। হ্যাঁ, আজাদী দুনিয়ার আজাদী সম্রাট। ইমানের রাজত্বে সদাই সে আমার দীলের মসনদ্ জুড়ে বসে আছে।

সুলেমান। না-না, তুমি আমার সাহেনা, হিন্দু কাফেরকে সাদী করলে—

সাহেনা। দোজাকে যেতে হয়। মুসলমানের জেনানা হিন্দুকে সাদী করলে দোজাকে যেতে হয়। দুনিয়ার যত খেয়াল-খুশী সবই তোমাদের সম্পত্তি, আর হিন্দুরা বাণের জলে ভেসে এসেছে। তাই না?

সুলেমান। সাহেনা!

সাহেনা। চুপ! বেরিয়ে যাও এখান থেকে!

সুলেমান। শাহাজাদী!

সাহেনা। আমি তোমায় শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি সুলেমান খাঁ, জীবনে এই ঘৃণিত প্রস্তাব যদি তোমার মুখে আর কখনও শুনতে পাই তা'হলে মাথাটাই উড়ে যাবে আমার এই পিস্তলের গুলীতে।

[পিস্তল দেখাইয়া প্রস্থান।

সুলেমান। পিস্তল? হা-হা-হা! সাহেনা—শাহাজাদী সাহেনা-বানুকে আমার চাই! বাঁদীর বাচ্চা প্রশান্তদেব! তুমি হিন্দু কাফের হয়ে আমার দীল থেকে মহব্বতের পাপিয়াকে কেড়ে নিয়েছ, আমার খোয়াবের মসনদ তুমি দখল করেছ, আমার আঁখের রোশনি তুমি নিভিয়ে দিয়েছ। আমি তোমাকে সহজে ছাড়ব না।

প্রশান্তদেবের প্রবেশ।

প্রশান্ত। কি করবে?

সুলেমান। জাহান্নমে পাঠিয়ে দেবো।

প্রশান্ত। সুলেমান খাঁ!

সুলেমান। তোমার রক্তচক্ষুকে মনসবদার সুলেমান খাঁ গ্রাহ্য করে না।

প্রশান্ত। ভুলে যাচ্ছ কেন দোস্ত্, আমি নবাবের বহিন্‌কে সাদী করেছি।

সুলেমান। সাদী করনি—কাফেরদের কতকগুলি ভূতুড়ে মন্ত্র পড়িয়েছ।

প্রশান্ত। তবুও শাহাজাদী সাহেনাবানু আমার বেগম।

সুলেমান। বেগম? হা-হা-হা! হিন্দু ফৌজদার প্রশান্তদেবের মুখে আজ এক নূতন সম্বোধন শুনে খুশী হলাম।

প্রশান্ত। এখন আমি আর প্রশান্তদেব নই—ইসলামের সেবক আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন।

সুলেমান। বহুৎ আচ্ছা খাঁ সাহেব! কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে কতদিন চলবে?

প্রশান্ত। সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেবো না সুলেমান খাঁ।

সুলেমান। ইয়াদ রাখ্‌না ইলিয়াসউদ্দিন, তুম্ হামারা হুকুমকা নোকর।

প্রশান্ত। নোকর ম্যায় লড়হাই কি ম্যায়দানমে—এঁ্যাহা নেহি।

সুলেমান। নোকর—নোকর। উয়ো লড়হাই কি ম্যায়দান আউর এঁ্যাহামে কেয়া ফারাক হ্যায়?

প্রশান্ত। বহুৎ ফারাক হ্যায়। আভি ম্যায় ফৌজদারীমে ইস্তফা দে রহাহুঁ।

সুলেমান। ইস্তফা দেনে সে ভি হিসাব দেনে পড়্ রহেগা।

প্রশান্ত। জুলুম ?

সুলেমান। জরুর !

প্রশান্ত। বহুৎ আচ্ছা, তবে হাতিয়ারের সঙ্গেই হোক কৈফিয়তের মোকাবিলা।

সুলেমান। ইলিয়াসউদ্দিন !

প্রশান্ত। হুঁশিয়ার সুলেমান খাঁ !

[উভয়ের যুদ্ধ]

দ্রুত সরফরাজ খাঁর প্রবেশ।

সরফরাজ। খামোস্ !

উভয়ে। [অস্ত্র নামাইয়া] জাঁহাপনা !

সরফরাজ। হুঁশিয়ার বেয়াদব ! বল সুলেমান খাঁ, সহসা কেন দু'জনে খুনের নেশায় মেতে উঠেছিলে ?

সুলেমান। জাঁহাপনা, শাহাজাদীকে সাদী ক'রে এ বেয়াদব তাকে ইস্তফা দিতে চায়।

সরফরাজ। চোপরাও কমবক্ত্ ! সেকথা বুঝব আমি। তুমি প্রতিবাদ করার কে ? বল ফৌজদার, হঠাৎ শক্তি পরীক্ষার কারণ কি ?

প্রশান্ত। জাঁহাপনা, আমি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছি ব'লে—

সরফরাজ। করেছ কি নির্বোধ ! পিতৃ-পিতামহের ধর্ম ইসলামের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলে ?

প্রশান্ত। দিলাম। আপনি তো সবই শুনেছেন। এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। তাই সুলেমান খাঁ আমার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করে—কেন আমি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছি ?

সুলেমান। বেশ করেছি। কেন তোমরা দিনের পর দিন হিন্দু থেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ ক'রে আমাদের ইমানের মাথায় পয়জার ছুঁড়ে মারছ ?

সরফরাজ। ইমানদার সুলেমান খাঁর মাও কিন্তু ছিল হিন্দুকন্যা। রূপের নেশায় পাগল হয়ে টহলদার এরফান খাঁ হিন্দুরমণী সুধামুখীকে খুলনা আত্তোগড় থেকে রাতের অন্ধকারে চুরি ক'রে এনে কলকাতার পার্শ্বস্থ এক বস্তিতে হাজির করেছিল। আশা করি, সে বিষয়ে সুলেমান খাঁ অবগত।

সুলেমান। জাঁহাপনা ! আমায় লজ্জা দেবেন না।

সরফরাজ। বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনদিন ঘরোয়া বিবাদ লাগিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে মার্জনা পাবে না। আর আজকের এই অপকর্মের জন্য তুমিই সম্পূর্ণ অপরাধী। প্রশান্তদেব ! তোমার দ্বারা ফৌজদারী চলে না—তুমি ইস্তফা দাও।

প্রশান্ত। [তরবারি খুলিয়া মাটিতে রাখে] জাঁহাপনা, এই কি আপনার বিচার ?

সরফরাজ। বিচার এখনও শেষ হয়নি, সবে আরম্ভ করেছি মাত্র। শোন প্রশান্ত, যে হিন্দুসমাজ তোমাকে এন্কার করেছে, বেইজ্জতির চাবুক মেরেছে, যারা তোমার জিন্দেগীটা ভরিয়ে দিয়েছে বিষে, যাদের কাছে বিচার না পেয়ে আজ তুমি হিন্দুত্ব বিসর্জন দিয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছ—সেই উদয়নারায়ণপুর জায়গীর আমি তোমাকেই রক্ষা করতে দিলাম।

উভয়ে। জাঁহাপনা !

[প্রশান্তকে ফারমান প্রদান করিলেন, মাটিতে বসিয়া প্রশান্ত সরফরাজের হাত হইতে তাহা লইল।]

প্রশান্ত। এ তো আমি চাইনি জাঁহাপনা!

সরফরাজ। তোমাকে তো দিলাম না—সাহেনাকে দিলাম। তুমি তার রক্ষক মাত্র। ভগ্নী দিয়েছি, যৌতুক তো দিতে হবে। যাও—বজরা তৈরী, প্রস্তুত হওগে—আজই তোমাকে উদয়নারায়ণপুর জায়গীরখানায় উপস্থিত হ'তে হবে।

প্রশান্ত। আমি এখুনি ছুটে চললাম জনাব, আপনার আদেশ পালন করতে। আপনার হুকুম আমার মাথা জীম্মা, আপনার আশীষ আমার লৌহবর্ম। জায়গীরখানার দায়িত্ব নিয়ে আগে গিয়ে পৌছাই উদয়নারায়ণপুর, তারপর আপনি দেখবেন জনাব—এই জায়গীরদার আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় জান দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।

[প্রস্থান।

সুলেমান। জাঁহাপনা! দীন বান্দার প্রতি একটু নজর রাখবেন।

সরফরাজ। আলবাৎ রাখব। কিন্তু ফৌজদারীতে কাকে বহাল করি বলো তো সুলেমান খাঁ?

সুলেমান। আমার এক ভাই আছে জাঁহাপনা। তার বুদ্ধি আর শক্তির কাছে—

সরফরাজ। থামো। কই হায়? সওগাত আলি—

সওগাত আলির প্রবেশ।

সওগাত। সওগাত হাজির ভাই সাহেব!

সরফরাজ। তোমাকে আমি একটা কর্মে নিযুক্ত করতে চাই সওগাত।

সুলেমান। জাঁহাপনা! গোস্তাফি মাফ করবেন—শাহাজাদাকে কি ফৌজদারীতে মানাবে?

সরফরাজ। না, তা অবশ্য মানাবে না। তাইতো সওগাতকে মনসবদারী দিয়ে তোমাকেই দিলাম ফৌজদারী। [প্রস্থানোদ্যত]

[উভয়ের অভিবাদন]

সুলেমান। জাঁহাপনা, এই কি আপনার বিচার ?

সরফরাজ। নবাব সরফরাজ খাঁর বিচার শেষ হয়ে গেছে—এ হ'লো মানুষ সরফরাজ খাঁর বিচার।

[প্রস্থান।

সওগাত। ব্যাপারটা কি হ'লো বলো ত সুলেমান খাঁ ?

সুলেমান। বুঝতে পারলেন না ?

সওগাত। বুঝতে পারলে কি হবে, আমার দ্বারা কি মনসবদারের কর্ম চলে ? এসব কাজে—হা-হা-হা—তোমার মত লোকের প্রয়োজন। [সুলেমানের পিঠে হাত চাপড়ায়]

সুলেমান। জাঁহাপনার কি এভাবে আমায় অপমান করাটা উচিত হ'লো ?

সওগাত। আরে, যেতে দাও মিঞা—যেতে দাও। বোঝো না কেন, যে সয়, সেই মহাশয়। ক'টা দিন চলবে ? দেখ-না দু'দিন কাটতে-না-কাটতেই আবার তোমারই ডাক পড়বে।

সুলেমান। শাহাজাদা! আমি নিরীহ মানুষ।

সওগাত। আরে নিরীহ হলেও, মানুষ তো বটে।

সুলেমান। তা অবশ্য।

সওগাত। তাহ'লে আর চিন্তা নেই। এবার তোমার প্রতি যা করার তা আমিই করব। মৎ ঘাবড়াও!

সুলেমান। আমার মুখের দিকে চেয়েই এখানে নোকরি করছি শাহাজাদা। মেহেরবানি ক'রে বান্দাকে একটু স্মরণ রাখবেন। আমি

আল্লাহ্‌তালার নামে কসম খেয়ে ওয়াদা দিচ্ছি—আপনার জন্তে প্রয়োজন হ'লে সুলেমান খাঁ জান দিতেও তৈয়ার থাকবে।

[প্রস্থান।

সওগাত। হা-হা-হা! শয়তানের বাচ্চা! তোমার ওয়াদার মর্যাদা যে কোনদিনই থাকবে না তা আমি জানি সুলেমান খাঁ, প্রয়োজনে তুমিই আমায় কোরবানি করবে।

গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর। ঠিক ধরেছ।

সওগাত। কে? একি! গোঁসাই! হঠাৎ এখানে কেন?

গঙ্গাধর। আমার গৌরীকে একবার দেখব ব'লে। কতদিন—কতদিন আমি তাকে দেখিনি। একবার তাকে ডেকে দাও-না গো। কিছুই করব না, শুধু দূর থেকে দেখেই চলে যাব।

সওগাত। কিন্তু কি হবে তাকে দেখে? সে হয়তো আর হিন্দু নেই, নবাবের অনুগ্রহে মুসলমান হয়ে গেছে।

গঙ্গাধর। কেন? মুসলমান হয়েছে কেন?

সওগাত। তোমাদের নবাব হয়তো তাকে মেহেরবানি ক'রে বেগম বানাবে।

গঙ্গাধর। আমার বৌ বেগম হবে? আমার গৌরী বেগম হবে? বা-বা-বাঃ! এবার আমার গৌরী বড়লোক হয়ে যাবে। আর তার কোন অভাব থাকবে না, আর তাকে ছেঁড়া শাড়ি পরে লজ্জা নিবারণ করতে হবে না, আর তাকে অভাবের জ্বালায় চোখের জল ফেলতে হবে না। বা-বা-বাঃ! [হাততালি দিয়া নাচিতে থাকে]

সওগাত। গোঁসাই!

গঙ্গাধর। **গীত।**

ডুবে গেছে মোর সোহাগের চাঁদ মুসলিম-যমুনায়।
রাতের আঁধারে হারালো যে প্রিয়া, প্রাণ কেঁদে কথা কয়॥
সহিতে পারি না ওগো শাহাজাদা পারি না কো আর কাঁদিতে—
ভেসে গেছে প্রাণ, আরও কত শত, রক্ত-নেশার নদীতে ;
ভেবে দেখ ভাই কি বাজ হেনেছ প্রজার বুকেতে হায়॥

[প্রস্থান।

সওগাত। বিবির শোকে গোঁসাই বদ্ধ উন্মাদ হয়েছে বটে, কিন্তু বাণীতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল অত্যাচারের কথা। ফেলে রেখে গেল বেদনার অশ্রু-নৈবেদ্য, স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল অগণিত প্রজামণ্ডলীর ভবিষ্যৎ। মেহেরবান খোদা! ভাই সাহেবের হিসাবের খাতায় যত শাস্তি জমা আছে, তা তুমি আমাকেই দিও—তবু ভাই সাহেবকে তুমি দোয়া ক'রো—ক্ষমা ক'রো! [প্রস্থানোদ্যত ; অদূরে লক্ষ্য করিয়া চিৎকার করিয়া ওঠে] ওকি! ভারতের মানচিত্র হাতে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে কে? ইংরেজ বেনিয়া? সোনার ভারতকে তোমরা গ্রাস করতে চাও? এসো—এগিয়ে এসো! আমি তোমাদের গলা টিপে হত্যা করব! আবার কারা? কাদের এত চোখের পানিতে দরিয়া বয়ে যাচ্ছে? ইস্! কি সব বীভৎস মূর্তি! একি রূপ আমার দেশের প্রজাদের? খোদা, রক্ষা করো মালিক—আমার দেশের দীন-দুঃখী প্রজাদের তুমি সহায় হও মেহেরবান—সহায় হও!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নারায়ণ শর্মার বাড়ি।

অগ্রে নারায়ণ শর্মা ও পশ্চাতে রাধাকান্তর প্রবেশ।

রাধা। ক্ষমা করুন খুড়োমশাই! সে আমার প্রতি অবিচার করেছে ব'লে আমি তার প্রতি এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবো না। জীবিত অবস্থায় তার শ্রাদ্ধ ক'রে— জেনে-শুনে অমঙ্গল করব না।

নারায়ণ। তুমি থামো হে রাধাকান্ত! এটাই হিন্দুধর্মের নিয়ম। দীর্ঘ আবহমান কাল থেকে এই বিধিই চলে আসছে। প্রশান্তর মা বাধা দিয়েছে, দিক—তবু আমিই তার শ্রাদ্ধ করব। তোমায় যা বলি, তাই শোন।

রাধা। তার শ্রাদ্ধ আপনিই বা করছেন কেন?

নারায়ণ। সে আমার খুনী। আমি হিন্দুধর্মের ধারক, হিন্দুসমাজের মাথার মণি—সমাজপতি। এটা তো আমার কর্তব্য।

রাধা। কিন্তু অযাচিতভাবে অর্থ ব্যয় ক'রে লাভ কি?

নারায়ণ। আমার অর্থ আমি ব্যয় করব, তুমি বাধা দেবার কে হে?

রাধা। কিন্তু তার বংশজ সন্তান ছাড়া শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করবে কে?

নারায়ণ। পিতার শ্রাদ্ধ পুত্রই করবে।

রাধা। তাকে পাবেন কোথায়?

নারায়ণ। আগে থেকে তাকে ধ'রে এনে আটকে রেখেছি।

রাধা। সেকি!

নারায়ণ। হে-হে-হে! রাধাকান্ত, ঘুঘু দেখেছ কিন্তু ফাঁদ তো দেখনি চাঁদ।

রাধা। না খুড়োমশাই, না—এ সংকল্প আপনি ত্যাগ করুন।

নারায়ণ। অসুবিধা হয়—বেরিয়ে যাও।

রাধা। খুড়োমশাই!

নারায়ণ। চুপ কর! কণক—কণক! এই হতভাগা কুণ্‌কে।

কণকের প্রবেশ।

কণক। আমায় ডাকছেন দাদু?

নারায়ণ। হ্যাঁ—ডাকছি এই ছোঁড়া, এদিকে আয়। বোস এখানে।

কণক। কেন দাদু?

নারায়ণ। আ-হা-হা, কেন দাদু? [ব্যঙ্গ করিয়া ওঠে]

রাধা। খুড়োমশাই!

নারায়ণ। থামো হে, থামো। [কণককে] এই ছোঁড়া, অপেক্ষা কর—নাপিত ডেকে নিয়ে আসি।

কণক। নাপিত কেন দাদু?

নারায়ণ। [বিরক্ত হইয়া] তোমাকে মিঠাই খাওয়াব ব'লে। পিতৃশ্রাদ্ধ ব'লে কথা। ন্যাড়া হ'তে হবে না? [কণককে ধরিয়া মাটিতে বসাইয়া দেয়]

কণক। না-না, আমি ন্যাড়া হব না। আমি বাড়ি যাব, ঠাকুমা হয়তো চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করছে।

নারায়ণ। থাম হতভাগা! মারব মাথায় এক গাঁট্টা!

রাধা। একি অন্যায় খুড়োমশাই?

নারায়ণ। তুমি তোমার নিজের কাজে যাও হে রাধাকান্ত—আমার কাজে বাধা দিতে এসো না।

রাধা। খুড়োমশাই! [নারায়ণ শর্মার পায়ে ধরিয়া] দয়া করুন, ছেড়ে দিন কণককে!

নারায়ণ। না, কারও বাধা আমি মানব না।

কমলার প্রবেশ।

কমলা। আমার বাধা কিন্তু মানতে হবে।

নারায়ণ। বৌঠান, তুমি এখানে কেন?

কমলা। আমার নাতিকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওকে আপনি আটকে রেখেছেন কেন?

নারায়ণ। প্রশান্তর শ্রাদ্ধ করাব ব'লে।

কমলা। আমি জীবিত থাকতে আমার ছেলের শ্রাদ্ধ কাউকে করতে দেবো না।

নারায়ণ। আমার বাড়িতে ব'সে আমি হাজারবার শ্রাদ্ধ করব।

কমলা। তাতে আমার নাতিকে কি প্রয়োজন? আপনার শ্রাদ্ধ আপনি নিজেই করুন।

নারায়ণ। বৌঠান!

কমলা। উঠে আয় কণক।

কণক। আমার মাথায় গাঁট্টা মারবে বলেছে যে!

কমলা। কার এতো সাহস যে আমার সামনে তোর দেহে কাঁটার আঁচড় দেয়! চলে আয় আমার সঙ্গে—দেখি আমার কাছ থেকে কে তোকে ছিনিয়ে নেয়।

রাধা। মাসীমা!

কমলা। রাধাকান্ত, তোমরা বাধা দিয়ে সমাজের এইসব কুসংস্কারের মূল উৎপাটন করতে পারছ না?

রাধা। মাসীমা!

কমলা। তোমরা—দেশের বলিষ্ঠ জোয়ানরা—সবাই মিলে গড়ে তোলো একটা নূতন সমাজ। যে সমাজে জাতির বৈষম্য থাকবে না, ধর্মের প্রভেদ থাকবে না, সকলের কণ্ঠে একটা কথাই উচ্চারিত হবে—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আমি রইলুম তোমাদের পিছনে। [কণককে লইয়া প্রস্থান।

রাধা। এসব বাজে ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিন খুড়োমশাই। কি প্রয়োজন নিজের অর্থ ব্যয় ক'রে অপরের চক্ষে নিজেকে ছোট করার? সমাজ দিনের পর দিন প্রগতিশীল হয়ে উঠছে। তাই পুরাতন আইন-শৃঙ্খলা বন্ধ ক'রে নূতনের সন্ধান করতে হবে। আজ আর বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির কথা কেউ বিশ্বাস করে না, সোনার কাঠি রুপোর কাঠির গল্পের রাজকুমারী বা সোনার কৌটে ভ্রমর-ভ্রমরীর কথাও বাস্তবে স্থান পায় না। [প্রস্থান।

নারায়ণ। পণ্ড হয়ে গেল, সব পণ্ড হয়ে গেল! আমার এতো আয়োজন কেউ সফল হ'তে দিলে না! কুশপুত্তলিকা দাহ হ'লো, অথচ শ্রাদ্ধ করতে দিলে না!

নৃপেন আচার্যর প্রবেশ।

নৃপেন। নমস্তে সমাজপতি ঠাকুর!

নারায়ণ। কে?

নৃপেন। ভাল করে দেখুন, ঠিকই চিনতে পারবেন।

নারায়ণ। নৃপেন আচার্য! তুমি এখানে কেন?

নৃপেন। খেতে এলাম। শুনলাম—আপনি জীবন্ত অবস্থাতেই নিজে উপস্থিত থেকে নিজেরই শ্রাদ্ধ করাচ্ছেন। তাই নিমন্ত্রণ খেতে এলাম।

নারায়ণ। বেরিয়ে যাও।

নৃপেন। না খেয়েই বেরিয়ে যাব?

নারায়ণ। তোমায় না একঘরে করেছি?

নৃপেন। আপনি করেছেন, কিন্তু আমি তো হইনি।

নারায়ণ। কেন?

নৃপেন। সে আমার খুশী। একঘরে হ'তে আমার মন চায় না।

নারায়ণ। তুমি প্রশান্তর সঙ্গে শাহাজাদীর বিবাহ দিয়েছ কেন?

নৃপেন। আপনারা যখন কেউ দেবেন না তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই দিতে হ'লো।

নারায়ণ। তোমার সাহস তো কম নয়!

নৃপেন। নবাবের তহশীলদার আমি, আমার সাহস কম হ'লে চলবে কেন?

নারায়ণ। তুমি তাদের হিন্দুধর্মমতে বিবাহ দিয়েছ কেন?

নৃপেন। মুসলমানমতে বিবাহ দিতে জানি না ব'লে।

নারায়ণ। আমি তোমায় খড়মপেটা করব!

নৃপেন। ছুঁড়ে মারুন—আমারও কাজে লেগে যাবে।

নারায়ণ। [রুদ্রকণ্ঠে] নৃপেন আচার্য!

নৃপেন। চোখ রাঙাবেন না সমাজপতি ঠাকুর! একটা কথা বলতে এলাম, মন দিয়ে শুনুন। এ ধ্বংসব্রত আপনি ত্যাগ করুন, হিন্দুধ্বংস যোগ্যের অবসান করুন। নির্বিঘ্নে বাঁচতে দিন এ জাতটাকে। অযথা মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দেবেন না।

নারায়ণ। তুমি কি আমায় উপদেশ দিতে এসেছ ?

নৃপেন। না, অনুরোধ করতে এসেছি।

নারায়ণ। তোমার এ অযাচিত অনুরোধ কে চেয়েছে ?

নৃপেন। চায়নি বলেই তো করলাম। একবার অভিমান ত্যাগ করে ভেবে দেখুন—যদি আপনার ছেলে থাকতো, আর প্রশান্ত না হয়ে সে-ই যদি শাহাজাদ কে বিবাহ করতো, কি করতেন আপনি ?

নারায়ণ। আমি তাকে গলা টিপে হত্যা করতাম।

নৃপেন। তাই সে মরেছে।

নারায়ণ। তার অর্থ ?

নৃপেন। আপনাদের অত্যাচারের চাবুক খেয়ে হিন্দুসমাজের ঘৃণার পশরা মাথায় নিয়ে প্রশান্ত ধর্মত্যাগ করেছে।

নারায়ণ। সেকি !

নৃপেন। হ্যাঁ, সে হয়েছে মুসলমান। আর আজই নবাবের ফারমান বলে সে এখানে আসছে উদয়নারায়ণপুরের জায়গীরদার হয়ে। নাম তার আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। প্রশান্ত তাহ'লে মুসলমান হয়ে গেল! যাক, ভালই হ'লো। আর সে কোনদিন মমতাকে বিবাহ করতে আসবে না। এইবার মমতা, তুমি হবে কার ? হে-হে-হে—আমার, হে-হে-হে—আমার।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

আলিবর্দীর মন্ত্রনাকক্ষ।

হাজি আহম্মদ, জাফর আলি খাঁ ও মুস্তাফা খাঁর প্রবেশ।
পরস্পর কুর্ণিশ করে। ফারমান হাতে আলিবর্দী
খাঁর প্রবেশ। সকলে তাঁহাকে কুর্ণিশ করিল।

আলিবর্দী। মনসবদার মুস্তাফা খাঁ—

মুস্তাফা। হুকুম করুন মেহেরবান!

আলিবর্দী। হাবিলদার জাফর আলি—

জাফর। ফরমাইয়ে হজরৎ!

আলিবর্দী। উজির হাজি আহম্মদ—

হাজি। আদেশ করুন জনাব!

আলিবর্দী। তোমরা সকলেই জানো, তহশীলদার থেকে জাফর আলিকে হাবিলদারীতে বহাল ক'রে উড়িষ্যার শাসনকর্তা কাফুর খাঁকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলাম।

সকলে। জী জনাব!

আলিবর্দী। কিন্তু জাফর আলি সেখানে এক চরম নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে ফিরে এসেছে।

জাফর। গোস্তাকি মাফ্ হয় জনাব! আমি বাধ্য হয়ে কাফুর খাঁকে গুপ্তহত্যা করেছি।

হাজি। }
মুস্তাফা। } কারণ?

জাফর। কারণ নিশ্চয়ই ছিল। যখন বুঝলাম, কাফুর খাঁ আমার সমস্ত বাহিনীকে করায়ত্ত করতে চায় তখন বাধ্য হয়েই আমি তাকে হত্যা করেছি।

আলিবর্দী। কাফুর খাঁর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?

জাফর। পাঁচ হাজার।

আলিবর্দী। তারা এখন কোথায়

জাফর। আমার এক্তিয়ারে।

আলিবর্দী। বহুৎ আচ্ছা! আচ্ছা, তারা কি আমার অধীনতা স্বীকার করেছে?

জাফর। জী জনাব!

মুস্তাফা। তাহ'লে এখন উড়িষ্যার শাসনকর্তার আসন—

জাফর। জালালউদ্দিনের অধিকারে।

হাজি। জালালউদ্দিন কে?

জাফর। কাফুর খাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা।

আলিবর্দী। আমি আশ্চর্য হচ্ছি, জাফর আলি খাঁ উপস্থিত থাকতেও জালালউদ্দিন উড়িষ্যার মসনদে বসল কি ক'রে?

জাফর। জালালউদ্দিন ছিল কাফুর খাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ, আর তারই ষড়যন্ত্রে কাফুর খাঁ এই অভিযান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জালাল-উদ্দিন খাঁ আগেই বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁকে সন্তুষ্টজনক কথায় বশীভূত ক'রে ও প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে তাঁর মনজয় ক'রে রেখেছিলেন।

তাই কাফুর খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে নবাবের ফারমান বলে জালালউদ্দিনই হ'লো উড়িষ্যার শাসনকর্তা।

মুস্তাফা। তাতে হাবিলদার জাফর আলি খাঁর কি মুনাফা হ'লো?

হাজি। কিসের স্বার্থে তুমি কাফুর খাঁকে গুপ্তহত্যা ক'রে শয়তানির কালি মুখে মাখলে বেয়াকুফ্?

আলিবর্দী। উজির হাজি আহম্মদ, মনসবদার মুস্তাফা খাঁর বোধহয় ভুল প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লো।

মুস্তাফা। জাঁহাপনা!

আলিবর্দী। যুদ্ধনীতির মধ্যে থাকে কূট-কৌশল। সেই কৌশল অবলম্বন করেই বোধহয় জাফর আলি ফিরে এসেছে। চিন্তার কারণ নেই—আমরা যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করব, জাফর আলি খাঁ তখন আমাদের বহুভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। উড়িষ্যা দখল হ'লে জাফর আলি খাঁ হবে আমার বিশ হাজারী মনসবদার। জালালউদ্দিনকে সাহায্য ক'রে তার কাছে হাবিলদার কি পেয়েছে জানি না, তবে কার্য-কলাপে সন্তুষ্ট হয়ে আমি দিলাম "মীর"-জাফর আলি খাঁ সহ দু'হাজারী মনসবদারী। [সকলে আলিবর্দীকে সেলাম জানায়] তবে হ্যাঁ, উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনী থাকবে শুধু আমাকে সাহায্য করতে। মনসবদার মুস্তাফা খাঁ, তোমাকেও দিলাম সাত হাজারী মনসবদারী। [সকলে আলিবর্দীকে সেলাম জানায়] হাজি আহম্মদ—

হাজি। জনাব!

আলিবর্দী। তুমি ছিলে বাংলার উজির। আমি তোমাকে দিলাম প্রধান সিপাহশালারের ভার। [সকলে আলিবর্দীকে সেলাম জানায়]

হাজি। এ দান আমি মাথায় তুলে নিলাম। জান দিয়ে আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব জনাব!

আলিবর্দী। সিপাহশালারকো সেলাম দো!

মুস্তাফা। } বন্দেগী সিপাহশালার! [হাজি আহম্মদকে সেলাম
জাফর। } জানায়]

হাজি। ভাই সাহেব, আমি চললাম বৌ-বেগমকে সেলাম জানিয়ে আমার পদোন্নতির কথাটা জানাতে। তারপর সৈন্য-শিবিরে যাব খোদার দোয়া মাথায় নিয়ে। তাদের একটা কথাই জানাব, প্রয়োজনে তোমরা জান দিও—তবু মান দিও না। [প্রস্থান।

মুস্তাফা। আফ্‌গান মনসবদার মুস্তাফা খাঁ! ছুটে চল নূতন কর্মে নূতন উদ্দীপনা নিয়ে। আসুক ইংরেজ সাত সমুদ্র পার হয়ে এদেশে ব্যবসা করতে, আমরা তা গায়ে মেখে নেব। কিন্তু রাজত্ব করার খোয়াব দেখলে চির-ঘুমে ঘুমিয়ে পড়তে হবে এই মুস্তাফা খাঁর মেহেরবানিতে। [প্রস্থান।

জাফর। জাঁহাপনা! সামান্য মুশাফির আমি, পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে আপনি ভগ্নী দিয়েছেন, সৈন্য বিভাগে নোকরি দিয়েছেন। আজও আমি সে কথা ভুলিনি, ভুলবও না কোনদিন।

আলিবর্দী। জাফর আলি খাঁ, তোমার পদোন্নতিতে আমারও আনন্দ হয়।

জাফর। আজ নিজের কর্মবলেই হোক আর খোদার দোয়াতেই হোক, আপনার বহুৎ মেহেরবানি আমি পেয়েছি। সৈনিক থেকে টহলদার, টহলদার থেকে তহশীলদার, তহশীলদার থেকে হাবিলদার।

আলিবর্দী। তা থেকে আজ দু'হাজারী মনসবদার। এতেও কিন্তু আমার দীল খুশী হয়নি জাফর আলি খাঁ। যেদিন তুমি হবে বাংলার প্রধান সিপাহশালার আর আমি হব সুলতান, সেইদিন—সেইদিন হবে আমার আশার অবসান।

জাফর। বেশ, তাই হবে জনাব, আমি জান দিয়েও আপনার আশা ফলবতী করব। খোদা হাফেজ্—খোদা হাফেজ্—খোদা হাফেজ্! [প্রস্থান।

আলিবর্দী। নবাব সরফরাজ খাঁ! কবর তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এবার তুমি প্রস্তুত হও! তোমার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ, তোমার চতুষ্পার্শ্বে অমানিশার কালো গাঢ় আঁধার, তোমার সম্মুখের পথ বড় পিছল্। হুঁশিয়ার হও সরফরাজ খাঁ, বহুৎ—বহুৎ হুঁশিয়ার! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদয়নারায়ণপুরের জায়গীরখানা।

চাবুক হাতে ইলিয়াসউদ্দিন সহ কালো কাশেমের প্রবেশ।

ইলিয়াস। কাশেম আলি!

কাশেম। হুজুর!

ইলিয়াস। আমি অভিযোগপত্র লিখে রেখেছি। এই মুহূর্তে তুমি মুর্শীদাবাদ রওনা হও। নবাব-দরবারে অভিযোগপত্র দাখিল ক'রে বলবে—উদয়নারায়ণপুর জায়গীরের কেউই আমার শাসন মানতে রাজী নয়।

কাশেম। তাহ'লে কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে বলব হুজুর?

ইলিয়াস। কাকে?

কাশেম। জাঁহাপনাকে।

ইলিয়াস। তুমি সেকথা বুঝবে না মূর্খ! যাও—অভিযোগপত্র পেলে যা করার তা জাঁহাপনাই করবেন।

কাশেম। একি একটা কথা হ'লো! বেয়াদব কাফেরের দল মুসলমানের রাজত্বে বাস করবে, অথচ জায়গীরদারের শাসন মানবে না! বুঝবে ঠ্যালা যখন মুর্শীদাবাদ থেকে অসংখ্য মেহমান এসে খাপ থেকে চক্‌চকে তলোয়ার বের ক'রে ঘ্যাচ্-ঘ্যাচ্ ক'রে মাথাগুলো ধড় থেকে নামিয়ে দিয়ে হিন্দুদের কেতাবগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবে! আর দেবতাগুলোর ঘাড় ধ'রে—

ইলিয়াস। আঃ—কাশেম! আমি পাপকে ঘৃণা করি, কিন্তু পাপীকে নয়।

কাশেম। তার অর্থ?

ইলিয়াস। এদের রাজদ্রোহিতা আমি বরদাস্ত করি না বটে, তবে এদের আমি বড় পেয়ার করি।

কাশেম। করারই কথা, হিন্দুরা না হয় আপনাকে তাদের ধর্ম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু রক্তের সম্বন্ধ যাবে কোথায়?

ইলিয়াস। [রুদ্রকণ্ঠে] কালো কাশেম!

কাশেম। গোস্তাকি মাফ্ হয় হুজুর!

ইলিয়াস। বাচালতা ক'রো না নফর।

কাশেম। হুজুর! আমি তো নফর—কিন্তু আপনি কি?

ইলিয়াস। আমি জায়গীরদার আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন।

কাশেম। খোদাতাল্লা আপনাকে তো জায়গীরদার বা আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন করে পাঠাননি জনাব! তিনি আপনাকে—

ইলিয়াস। মানুষ গড়েই পাঠিয়েছিলেন হিন্দু কাফেরদের ঘরে।

কাশেম। সত্য। কিন্তু সেই কাফেরদের ঘরেই প্রথমে আপনি চোখ মেলে চেয়ে দেখেছেন এই দুনিয়ার রূপ; 'মা' ব'লে ডেকেছেন কাফের হিন্দুর জেনানাকে; না চাইতে আপনার সমস্ত অভাব পূরণ করেছিল সেদিন এই হিন্দু কাফেররাই। আজ যদি তারা অভিমান ক'রে আপনাকে মানতে না-ই চায়—যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাই ভেবে কি তাদের ক্ষমা করা যায় না জনাব?

ইলিয়াস। তুমি জানো না কাশেম, আমার প্রতি এরা কি অন্যায় ব্যবহার করেছে। হিন্দু সমাজের দেওয়া দণ্ড মাথায় নিয়ে আজ আমি—

কাশেম। হিন্দুর বিসর্জন দিয়ে খোদার উপর খোদকারি দেখিয়ে সেজেছেন মুসলমান, হয়েছেন শাহ্‌জাদীর খসম, পেয়েছেন জায়গীর। তাই সমূলে উপড়ে ফেলতে চান হিন্দুধর্মকে, ধ্বংস করতে চান বিধর্মীকে দিয়ে পিতৃ-পিতামহের ইমানের ইজ্জৎ।

ইলিয়াস। কালো কাশেম! আমি তোমায় চাবুক মারব বেয়াদব!

কাশেম। যত খুশী মারুন জনাব, আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি। [পদতলে বসিল] তবু এ ধ্বংসযোগ্য আপনি বন্ধ করুন। নিশ্চিন্তে বাঁচতে দিন এ জায়গীরের হিন্দু ক'টাকে। আপনার উপর তাদের অনেক আশা—অনেক ভরসা। তারা জানে—এ রাজ্য মুসলমানের, কিন্তু জায়গীরদার মুসলমান হলেও দেহে তার হিন্দুর রক্ত—মনে তার হিন্দু-প্রীতি। তাই এ তাদের অন্যায় নয়—অনুরাগভরা অভিমান।

ইলিয়াস। হিন্দুদের উপর তোমার এত দরদ কেন?

কাশেম। ভালবেসে ফেলেছি জনাব, হিন্দু ফৌজদার প্রশান্তদেবকে ভালবাসতে গিয়ে তামাম হিন্দুস্থান আর হিন্দু জাতিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। দেখেছি তাদের চোখের জল, শুনেছি তাদের করুণ কান্না,

বুঝেছি তাদের অন্তরের মর্মবেদনা। তাই দীন বান্দার একান্ত অনুরোধ —এ সংকল্প আপনি ত্যাগ করুন।

ইলিয়াস। হুঁশিয়ার বান্দা! তোমার বহু কথাই শুনলাম, কিন্তু আর বাড়াবাড়ি করলে—

কাশেম। কোতল করবেন?

ইলিয়াস। না, তোমাকে জায়গীরদারী দিয়ে আমি করব তোমার তাঁবেদারী।

কাশেম। জনাব!

ইলিয়াস। উপায় নেই কালো কাশেম, বিষপাথর যখন হাতে তুলে নিয়েছি—চুম্বন তাকে করতেই হবে।

কাশেম। জনাব!

ইলিয়াস। তোমায় সবাই বান্দা ব'লে মোসায়েব ব'লে তাঁবেদার ব'লে ঘৃণা করলেও আমি জানি, কি খনি লুকিয়ে আছে তোমার অন্তরে।

কাশেম। জায়গীরদার সাহেব!

ইলিয়াস। যেদিন সামান্য দশ তঙ্কা বেতনের বান্দা হয়েও তুমি শাহাজাদীকে চোখ রাঙিয়ে সহবৎ শিখিয়েছিলে, যখন বাইরে আসার জন্য তাকে ধিক্কার দিয়েছিলে, মুসলমানের মেয়েকে পর্দানসীন হ'তে শিক্ষা দিয়েছিলে, সেদিন বুঝেছি বান্দা ব'লে নফর ব'লে গরীব ব'লে যে কেউ তোমাকে এন্‌কার করুক— তোমার স্থান সাধারণ মানুষের মাপকাঠির বাইরে।

কাশেম। দীন বান্দাকে অপরাধী করবেন না জনাব! হুকুম করুন—

ইলিয়াস। যাও—এখুনি তোমায় মুর্শীদাবাদ যেতে হবে।

কাশেম। বেশ, আমি তৈরী হয়ে আসছি জনাব। [প্রস্থান।

ইলিয়াস। অপদার্থ—অসংগত এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা। জায়গীরের এক্তিয়ারে বাস করবে, অথচ জায়গীরদারের শাসন গ্রাহ্য করবে না! বড়ে তাজ্জব কি বাৎ!

ফকিরবেশী সরফরাজ খাঁর প্রবেশ।

সরফরাজ। বিচার কর জায়গীরদার—বিচার কর!

ইলিয়াস। কি ব্যাপার হজরৎ! হঠাৎ এত উত্তেজিত দেখছি কেন?

সরফরাজ। বিচার কর—দণ্ড দাও!

ইলিয়াস। কার বিচার করব? কাকে দণ্ড দেবো?

সরফরাজ। কাফের হিন্দুদের।

ইলিয়াস। কেন, তারা আবার আপনার কাছে কি অপরাধ করল?

সরফরাজ। করেনি? আমি ইসলামের সেবক, দরবেশ ফকির, পীরপয়গম্বর। আমার নমাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, ইসলামধর্মকে এন্কার করেছে, আমার ঘাড় ধ'রে বেইজ্জৎ করেছে।

ইলিয়াস। কে সেই বেয়াদব কাফের হিন্দু?

সরফরাজ। তা জানি না। তবে সেও তোমার কাছে আর্জি জানাতে আসছে। তুমি তাকে বন্দী ক'রে গোমাংস খাইয়ে কলমা পড়িয়ে ইসলামধর্মে দীক্ষা দিয়ে এর চরম প্রতিশোধ নাও।

ইলিয়াস। ফকির সাহেব! সে আপনাকে অপমান করেছে কি-না তা জানি না, তবে আপনার নির্দেশে আমি তার ধর্ম কেড়ে নিতে পারব না।

সরফরাজ। তুমি তোমার ইসলামকে পেয়ার কর না?

ইলিয়াস। আলবৎ করি।

সরফরাজ। তাই যদি কর, এক বেয়াদব কাফের তোমার ইমানের মাথায় পয়জার ছুঁড়ে মারবে, তোমাদের ইমানের বেইজ্জত করবে, আর তুমি ইমানদার হয়ে—বিচারক হয়ে তাই বরদাস্ত করবে ?

ইলিয়াস। কিন্তু—

সরফরাজ। আবার কিন্তু ? তুমি ওদের উপর প্রতিশোধ নেবে না ?

ইলিয়াস। প্রতিশোধ ?

সরফরাজ। হ্যাঁ, প্রতিশোধ। তুমি যদি সেই বেয়াদবদের রেহাই দাও, তাহ'লে আল্লাহতালার বিচারে তোমার মাথায় গজব নেমে আসবে। তুমি গুনাহ্‌কার ব'লে পরিগণিত হবে।

ইলিয়াস। ফকির সাহেব !

সরফরাজ। মনে রেখো—এ আমার হুকুম।

ইলিয়াস। হুকুম ? গোস্তাকি মাফ করবেন হজরৎ ! আমি আমার বিবেকের হুকুম ছাড়া অন্য কারও হুকুম বরদাস্ত করি না।

সরফরাজ। ইলিয়াসউদ্দিন !

ইলিয়াস। গোঁসা করবেন না হজরৎ ! আগে আমি মানুষ, তারপর বিচারক। আপনি বিশ্রাম করুন। আগে তদন্ত ক'রে দেখি, তারপর করব বিচার।

সরফরাজ। বেশ, তোমার বিচার দেখেই আমি হজে যাব। এখন চললাম ঐ মুসফিখানায়। তবে একটা কথা মনে রেখো—হাদিস উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে, কোরান-শরিফও একথাই বলেছে : যে না মানে ইমান, নহে সে ইন্‌সান্। হে—হে—হে !

[প্রস্থান।

ইলিয়াস। যে না মানে ইমান, নহে সে ইন্‌সান্ ! তবে কি "সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই" কথাটা ভুল ?

ক্ষিপ্ত নারায়ণ শর্ম্মার প্রবেশ।

নারায়ণ। বিচার কর বাবাজী, বিচার কর!

ইলিয়াস। সম্মান দিয়ে কথা বল ঠাকুর।

নারায়ণ। বাবাজী!

ইলিয়াস। চুপ! কে বাবাজী? কোথায় বাবাজী?

নারায়ণ। তুমি—আপনি—মানে, প্রশান্ত—

ইলিয়াস। সংযত হয়ে কথা বল ঠাকুর! প্রশান্ত নেই—সে মরে গেছে। এখন তোমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গীরদার আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন। উপযুক্ত সম্মান দিয়ে কথা বলতে না জানলে চাবুক খেয়ে ফিরতে হবে।

নারায়ণ। অ্যাঁ—চাবুক?

ইলিয়াস। হ্যাঁ—চাবুক। সেলাম কর বেয়াদব!

নারায়ণ। সেলাম বাবা, সেলাম! [সেলাম করিল]

ইলিয়াস। বল—কি তোমার অভিযোগ?

নারায়ণ। প্রথম অভিযোগ, কেন ইসলাম মেহমানরা এসে এ জায়গীরের সব ঠাকুর-মন্দির ধ্বংস করছে? এ কার আদেশ?

ইলিয়াস। যদি বলি—আমার আদেশ?

নারায়ণ। না-না, এ আদেশ তুমি প্রত্যাহার কর জায়গীরদার, এ আদেশ তুমি প্রত্যাহার কর। যে দেবতার নামানুসারে এ জায়গীরের নাম উদয়নারায়ণপুর, সেই উদয়দেবের মন্দির ওরা খণ্ড-খণ্ড ক'রে ফেলেছে। এ জায়গীরের প্রতিটি দেব-মন্দির ওরা ভেঙে-গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। গাজিপুরের গোবিন্দ-মন্দিরেরও ঐ একই অবস্থা। মা মেলাইয়ের মন্দিরের দিকেও হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু তার এতটুকুও

অনিষ্ট করতে পারেনি। আজ আবার এক ফকির নারায়ণদেবের নাটমন্দিরে বসে নমাজ করছিল। তাকে নিষেধ করায় দু'জন সেবাইতকে লাঠির আঘাতে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

ইলিয়াস। একথা প্রমাণ করতে পারবে?

নারায়ণ। তোমার অসংখ্য হিন্দু প্রজা বিচারের আশায় বাইরে অপেক্ষা করছে। তাদের মধ্যে আহত দু'জনও আছে।

ইলিয়াস। তাই নাকি?

নারায়ণ। এ নিষ্ঠুরতা তুমি ত্যাগ কর জায়গীরদার। আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তোমার কাছে করজোড়ে মিনতি করছি—তুমি দয়া কর। উদয়দেবের মন্দির গেছে যাক, নারায়ণের মন্দির ধ্বংস করতে আর নির্দেশ দিও না। আমি উদয় আর নারায়ণকে একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব। অভিশাপ দেবো না—আশীর্বাদ করব। তুমি দীর্ঘজীবি হও, রাজ-রাজেশ্বর হও, আদর্শ শাসক হও!

ইলিয়াস। কিন্তু যে সব প্রজা আমার শাসন অগ্রাহ্য ক'রে আমার অপমান করেছে?

নারায়ণ। তাদের ধ'রে নিয়ে এসে বেত্রাঘাত কর, কারাগারে নিক্ষেপ কর। তাই ব'লে মানুষের অপরাধে দেবতার উপর—ধর্মের উপর আঘাত হানবে?

ইলিয়াস। বেশ, তুমি যাও। আমার কাছে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই—অপরাধীকে দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। যেখানে প্রকৃত অপরাধীর বিচার হয় না, নির্দোষের সাজা হয়—এটা সে বিচারশালা নয়। আমি জায়গীরদার আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন।

নারায়ণ। ভগবান তোমায় সুমতি দিন, তুমি সুখে থাক—শান্তিতে থাক!

ইলিয়াস। সুমতি দেবে? হা-হা-হা—

নারায়ণ। নিশ্চয়ই দেবে, বাবাজী।

[প্রস্থান।

ইলিয়াস। না-না, বিচার চাই—ফয়সালা চাই! এ জায়গীরের প্রজারা যেভাবে বেড়ে উঠেছে, আজ যদি অভিযোগপত্র লিখে নবাব দরবারে না পাঠাই—তাতে আরও ক্ষতি হবে। তাতে যদি উদয়নারায়ণ-পুরের ভাগ্যাকাশে ধ্বংসের ধূমকেতু নেমে আসে, আমি কি করব খোদা? একি, খোদাকে স্মরণ করতে—আমার মানসপটে কেন নারায়ণের মূর্তি দেখতে পাই? ওকি! কে? ও—পিতা সুকদেব চট্টরাজ? তুমি কাঁদছ? কাঁদ—কাঁদ। আমিও অনেক কেঁদেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। বল—বল ওগো শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত, পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেও কেন আজ আমার এ অবস্থা হ'লো? কেন আজ আমি ধর্মত্যাগী মুসলমান? [কাঁদিতে কাঁদিতে আসনে মস্তক লুটাইয়া দেয়] কে? ও—মেনকা? তুমি তোমার স্বামীর পরিণাম দেখতে এসেছ? বাঃ—চমৎকার! কিন্তু আর এগিও না। আজ আমি ধর্মত্যাগী মুসলমান। কিন্তু তাই ব'লে তোমার সন্তানকে আমি ধর্ম হারাতে দিইনি, কণক তোমার হিন্দুই আছে। আজ আমি চক্রীর চক্রে নবাবের ভগ্নীকে বিবাহ করেছি সত্য, কিন্তু বিশ্বাস কর মেনকা—তারও একটা পরিচয় আছে। সে মুসলমানী নয়—হিন্দুকন্যা। তবুও আমার কুশপুত্তলিকা দাহ হ'লো, মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ করল হিন্দু সমাজ। বলতে পার—বলতে পার মেনকা, কি আমার অপরাধ? এর জন্য দায়ী কে? হিন্দু সমাজ! হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা! হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার বেইমান বেয়াদব দেবতার দল! আমি তোমাদের চাবুক মারব—খুন করব! তারপর: টেনে টেনে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবো! হা-হা-হা—
[পুনঃ পুনঃ চাবুক আস্ফালন করিতে থাকে।]

সেই মুহূর্তে কালো কাশেমের প্রবেশ।

কাশেম। জনাব!

ইলিয়াস। হা-হা-হা! [কাশেমকে বেত্রাঘাত]

কাশেম। হুজুর!

ইলিয়াস। হা-হা-হা! [পুনরায় বেত্রাঘাত]

কাশেম। জায়গীরদার সাহেব!

ইলিয়াস। কে? ও—কালো কাশেম? তুমি হঠাৎ এখানে কেন?

কাশেম। মুর্শীদাবাদ যাব ব'লে আমি তৈরী হয়ে এসেছি হুজুর।

ইলিয়াস। কেন, হঠাৎ মুর্শীদাবাদে কেন?

কাশেম। আপনিই তো হুকুম করলেন মালিক! এ জায়গীরের প্রজারা নাকি আপনার শাসন মানতে চায় না—

ইলিয়াস। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এদের এ স্বেচ্ছাচার আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না কাশেম আলি! আমার শাসন অগ্রাহ্য ক'রে এরা শুধু আমাকেই অপমান করেনি, নবাবশক্তিকেও অসম্মান করেছে। তাই আমি এর প্রতিকার করতে চাই। [কাশেমকে ফারমান দান] এই নাও অভিযোগ-পত্র। মনে রেখো—তুমি না-ফেরা-পর্যন্ত জায়গীরখানায় বসে আমি খোয়াব দেখব। কাজ মিটিয়েই চলে আসবে। [প্রস্থান।

কাশেম। জায়গীরদার আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন! মুখে আপনি যতই ইসলামের সেবা করুন না কেন, মনেপ্রাণে আপনি হিন্দুই আছেন। খোদা! তোমার গুনাহ্‌কার বান্দাকে তুমি ক্ষমা ক'রো! অভিমানী জায়গীরদারের সব কসুর মার্জনা ক'রে তোমার চরণে ঠাঁই দাও খোদা, তোমার চরণে আশ্রয় দাও! [প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

মুর্শীদাবাদ দরবার।

সরফরাজ খাঁ ও সুলেমান খাঁর প্রবেশ।

সরফরাজ। দুঃখ ক'রো না সুলেমান খাঁ। মনসবদারী থেকে তোমাকে ফৌজদারী দিয়েছি সত্য, তবে তারও একটা কারণ আছে।

সুলেমান। কি কারণ জাঁহাপনা?

সরফরাজ। মৌলভীদের মুখে শুনে থাকবে বোধহয়—কোন গোঁড়া হিন্দুকে ইস্‌লামধর্মে দীক্ষা দিতে পারলে বহুৎ আনন্দ হয়। তাই সারা বাংলায় আমি ইস্‌লামের আবাদ করতে চাই। ঠিক সেই কারণেই নূতন ক'রে বীজ বপন করলাম ভগ্নী সাহেনার সঙ্গে প্রশান্তদেবের সাদী দিয়ে। সে ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করল, তাই তাকে কয়েকদিনের জন্য জায়গীরদার করে দিলাম। ভগ্নী সাহেনাবানু তোমার প্রতি রুষ্ট, তাই তাকে সন্তুষ্ট করতে তোমায় করলাম ফৌজদার। হয়তো তাতে তুমি সাময়িক দুঃখ পেয়েছ। কিন্তু আমি জানি তুমি আমার অনুগত, তাই তোমাকে আঘাত দিয়ে দেখলাম তুমি তা সহ্য করতে পার কি না।

সুলেমান। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। তোমার এতটুকু চাঞ্চল্য না দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি সুলেমান খাঁ। মৎ ঘাবড়াও! তুমিই হবে উদয়নারায়ণপুরের উপযুক্ত জায়গীরদার।

সুলেমান। সেকি খোদাবন্দ্! আমি তো তা চাইনি।

সরফরাজ। তুমি না চাইলেও তোমার মধ্যে আমি মহান প্রতিভা খুঁজে পেয়েছি। তাই এভাবে তা আমি মলিন হয়ে যেতে দেবো না।

সুলেমান। কিন্তু আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন—

সরফরাজ। ফৌজদারী করতে যার পয়দা হয়েছে তার দ্বারা জায়গীরদারী চলে না। উদয়নারায়ণপুর থেকে অভিযোগপত্র নিয়ে আমার বান্দা কালো কাশেম ফিরেছে। সেখানকার প্রজারা নাকি ইলিয়াসউদ্দিনকে জায়গীরদার ব'লে মানতে চায় না।

সুলেমান। কি চায় তারা?

কালো কাশেমের প্রবেশ।

কাশেম। বিদ্রোহিতা করতে চায়।

সুলেমান। এত্‌নি বড়ি হিম্মৎ কি জবান!

সরফরাজ। এ জবান তাদের একমাত্র তুমিই বন্ধ করতে পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। যাও—কালো কাশেমকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এখুনি উদয়নারায়ণপুর যাত্রা কর।

সুলেমান। বান্দা সদাই তৈয়ার জনাব!

সরফরাজ। শোন, এখন তুমি সেখানে যাবে কেবল ইলিয়াস-উদ্দিনকে সাহায্য করতে। তারপর আমিই ফারমান পাঠিয়ে তোমাকে জায়গীরদারী দিয়ে ইলিয়াসকে এখানে এনে আবার ফৌজদারীতে বহাল করব। যাও তোমরা।

সুলেমান। বান্দার প্রতি জাঁহাপনার বহুৎ মেহেরবানি। [প্রস্থান।

সরফরাজ। হা-হা-হা—মূর্খ! নবাব সরফরাজ খাঁর রাজনীতি তুমি কোনদিন বুঝতে পারবে না।

কাশেম। জাঁহাপনা!

সরফরাজ। কালো কাশেম, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে?

কাশেম। এ আপনি কি করলেন জনাব? এতো রাজকর্মচারী থাকতে সুলেমান খাঁকে পাঠালেন রাজদ্রোহিতা দমন করতে?

সরফরাজ। কেন, সুলেমান খাঁ কি অনুপযুক্ত?

কাশেম। সে-কথা নয় মেহেরবান! হয়তো সেখানে গিয়ে সুলেমান খাঁ অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেবে, জায়গীরদার ইলিয়াস সাহেবকে ঘোরতর বেইজ্জৎ করবে। তাতে যে আপনারই বেশি ক্ষতি হবে জনাব! এতখানি স্পর্ধা বোধহয় না দিলেই ভাল হ'তো।

সরফরাজ। মুখে দিয়েছি, কলমে তো দিইনি। যাও, চিন্তা ক'রো না, তোমাদের পিছনে বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাচ্ছি, বাড়াবাড়ি হ'লে সুলেমান খাঁও বাদ যাবে না—তাকেও এখানে আসতে হবে। আর বিজয়সিংহ কিংবা গওস খাঁ হবে উদয়নারায়ণপুরের জায়গীরদার। [প্রস্থান।

কাশেম। জাঁহাপনার জয় হোক!

সরফরাজ। সামান্য বান্দা, সেও আমার ভুল দেখিয়ে দিয়ে গেল।

নেপথ্যে গঙ্গাধর। হা-হা-হা—

সরফরাজ। কে?

নেপথ্যে গঙ্গাধর। হা-হা-হা—

সরফরাজ। কে? কে তুমি?

গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর। তোমারই স্তম্ভিত কালোছায়া।

সরফরাজ। কি চাও তুমি?

গঙ্গাধর। তোমার মৃত্যু।

সরফরাজ। হুঁসিয়ার বেয়াদব! আমি তোমাকে কোতল করব!

গঙ্গাধর। গীত।

হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!

পল্লীর বুকে জ্বালিয়ে আগুন করিয়াছ ছারখার॥

সরফরাজ। কি বলছ তুমি?

গঙ্গাধর। শুনবে সেকথা?

সরফরাজ। বল কি তুমি বলতে চাও।

গঙ্গাধর। পূর্ব-গীতাংশ।

শাসনের নামে করেছ শোষণ,

গঠনের নামে ধরায়ে ভাঙন;

অবাধে চলেছে ডঙ্কা বাজায়ে, একি তব অত্যাচার॥

সরফরাজ। বেরিয়ে যাও এখান থেকে!

গঙ্গাধর। যাচ্ছি, তবে তোমাকেও যেতে হবে। তোমার দিন ঘনিয়ে আসছে নবাব সরফরাজ খাঁ! তোমার নবাবী-নসীবে দেখা দিয়েছে মৃত্যুর করাল ছায়া। অন্তিম তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এইবার তোমার অত্যাচারের অবসান হবে। আমার গৌরীকে ধ'রে আনার শাস্তি এবার তুমি পাবেই পাবে।

সরফরাজ। কে? কে তুমি? তুমি কি তবে নন্দনপুরের গঙ্গাধর গোঁসাই?

গঙ্গাধর। চিনতে পেরেছ তাহ'লে?

সরফরাজ। ইস্—এ তোমার কী রূপ হয়েছে! কী বীভৎস তোমার আকৃতি!

গঙ্গাধর। এ তো তোমারই রচনা।

সরফরাজ। যাও—যাও—পালাও! আমি তোমায় সহ্য করতে পারছি না।

গঙ্গাধর। আরও সহ্য করতে হবে নবাব! কত নারীর সতীত্ব হরণ করেছ, কত বৃদ্ধ পিতা-মাতার বুকে কন্যাশোকের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, কত হিন্দুকে মুসলমান করেছ। তাদের সবার চোখের জলে তোমার জন্য মরণ-সাগর সৃষ্টি হয়েছে—তাদের মিলিত দীর্ঘশ্বাসে তোমার জন্য বজ্র নির্মিত হয়েছে। অসংখ্য মানুষকে দেওয়া আঘাত আজ তোমায় কড়ায়-গণ্ডায় বুক পেতে গ্রহণ করতে হবে। হা-হা-হা! হা-হা-হা! [প্রস্থান।

সরফরাজ। এই ঠাকুর, শোন—শোন, রাজ্য নেবে তুমি? মস্‌নদ নেবে? আমি তোমায়—একি! চলে গেল? এই, কে আছিস, মনসবদার সওগাত আলিকে সংবাদ দে।

সওগাত আলির প্রবেশ।

সওগাত। সংবাদ আর পাঠাতে হবে না ভাই সাহেব।

সরফরাজ। কোথা থেকে আসছ সওগাত?

সওগাত। মহল থেকে।

সরফরাজ। গৌরী বিবিকে চেনো?

সওগাত। সেই হিন্দু বৌটা—যাকে তুমি বেগম করবে ব'লে ধ'রে এনে—

সরফরাজ। বাচালতা ক'রো না নির্বোধ! সে কোথায় তাই বল।

সওগাত। সাহেনার সাদীর রাতেই সে মারা গেছে।

সরফরাজ। কি ক'রে?

সওগাত। বিষ পান ক'রে।

সরফরাজ। কেন?

সওগাত। সবার অজ্ঞাতে সুলেমান খাঁ তার ঘরে ঢুকে তার ওপর

অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাই সে লজ্জায়-ঘৃণায়-অপমানে মৃত্যুবরণ করেছে।

সরফরাজ। আমাকে একথা জানাওনি কেন?

সওগাত। জানানো ঠিকই হয়েছিল, কিন্তু তুমি তখন গ্রাহ্য করনি।

সরফরাজ। সুলেমান !—শয়তান সুলেমান খাঁ! আমি তাকে জীবন্ত কবর দেবো! না হয় জমিনে অর্ধপ্রোথিত ক'রে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব! আমি তাকে ইদলফেত্তরের দিনে বক্‌রীর মত জবাই করব!

সওগাত। ভাই সাহেব!

সরফরাজ। সওগাত! আজ যদি গৌরী জীবিত থাকতো—

সওগাত। তাহ'লে কি তাকে নিকাহ্ করতে ভাই সাহেব?

সরফরাজ। না। সেদিন নিকাহ্ করব ব'লে ধ'রে এনে যে ভুল করেছিলাম—আজ 'বহিন' বলে তার খসমের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে আমার সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতাম।

সওগাত। ভাই সাহেব!

সরফরাজ। সারা দুনিয়া জানে—আমি অত্যাচারী, আমি চরিত্রহীন লম্পট, কিন্তু কেউ আমার ফরিয়াদ কান পেতে শুনতে চাইল না। ইতিহাসের পাতায় উজ্জল অক্ষরে লেখা থাকবে আমার কুকীর্তির কাহিনী। ঐতিহাসিক দুনিয়াকে জানাবে আমার গুনাহের পরিচয়।

সওগাত। বড় দেরিতে ফিরে এলে ভাই সাহেব! যদি অন্ততঃ আর কিছুদিন আগে তোমার এ মনুষ্যত্বের বিকাশ হ'তো, তাহ'লে নবাব সুজাউদ্দিনের বংশ বাংলার মাটিতে যুগ-যুগ ধ'রে রাজত্ব করার সুযোগ পেতো। কিন্তু তা আর হ'লো না। চারিদিকে তোমার দুশমন কিলবিল করছে, সুযোগ পেলেই তারা তোমার বুকে ছোবল বসিয়ে দিয়ে মসনদ কেড়ে নেবে।

সরফরাজ। তাহ'লে তুমিই বস মসনদে।

সওগাত। আমি তো মসনদ চাইনি ভাই সাহেব!

সরফরাজ। আমি তো তোমায় স্বেচ্ছায় দান করছি সওগাত!

সওগাত। তাহলেও তারা রেহাই দেবে না। আমাকেও নয়, আর তোমাকেও নয়।

সরফরাজ। কাঁর এত সাহস যে নবাব সরফরাজ খাঁর মৃত্যু চায়? কারা সেই বেইমান—বেয়াদবের দল?

নৃপেন আচার্যর প্রবেশ।

নৃপেন। ভারতের আতংক নাদিরশাহ্ আর আহম্মদশা দুররানী।

উভয়ে। সেকি!

নৃপেন। এইমাত্র সংবাদ পেলাম—নাদিরশাহ্ আর আহম্মদশা দুররানী এদেশ লুণ্ঠন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পক্ষকালের মধ্যে তারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লুণ্ঠন ক'রে সগর্বে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করবে।

সরফরাজ। নাদিরশাহ্—আহম্মদশা দুররানী! লুণ্ঠনকারী দস্যুদ্বয়! সওগাত আলি—

সওগাত। কি ভাই সাহেব?

সরফরাজ। ঐ দুই শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার মত শক্তি কি আমাদের নেই?

সওগাত। কেন থাকবে না ভাই সাহেব? বাংলা-মুলুকে যেখানে যত রাজা-জমিদার আছে, সকলের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাও। এখানে তুমি আছ, আমি আছি, বিজয়সিংহ আছে, গওস খাঁ আছে, সুলেমান খাঁ আছে, আর আছে আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন। আমরা প্রত্যেকেই

নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে সজাগ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করব ঐ শয়তানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে।

নৃপেন। শুধু তাই নয় জনাব! বিহারে আলিবর্দী খাঁ আছেন, উড়িষ্যায় আছে জালালউদ্দিন, ঢাকায় আছে ফরাদ আহম্মদ।

সরফরাজ। আরও আছে রায়রায়ান আলমচাঁদ, ধনকুবের ফতেচাঁদ জগৎশেঠ, উজির হাজি আহম্মদ। আর আমি আক্রমণকারীদের ভয় পাই না সওগাত।

নৃপেন। জাঁহাপনা, প্রয়োজন হ'লে আমরা ইংরেজদের কাছেও সাহায্য পেতে পারি।

সরফরাজ। না, তা আমি নেবো না। কারণ, এ হ'লো আমাদের ভাই-ভাইয়ের লড়াই। এর মধ্যে সাগর-পারের বেনিয়াকে ডেকে এনে আমি বিড়ালের পিঠে ভাগ করতে চাই না। মরতে হয় নাদিরশাহ্ বা আহম্মদশার হাতেই মরব। তাতে দুঃখ নেই। কারণ; লুণ্ঠনকারী দস্যু হলেও তারা এশিয়া মায়েরই সন্তান। তহশীলদার সাহেব! চলুন—এই মুহূর্তে সকলকে ফারমান লিখে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা বাতাসে ভর ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুন।

নৃপেন। শীঘ্র আসুন জনাব—বিলম্বে মহা-সর্বনাশ হবে।

[প্রস্থান।

সরফরাজ। এসো সওগাত, চিন্তার অবসর নেই।

সওগাত। কিন্তু ভাই সাহেব, আলমচাঁদ, জগৎশেঠ আর হাজি আহম্মদকে বোধহয় সংবাদ না দিলেই ভাল হ'তো।

সরফরাজ। কেন?

সওগাত। তুমি না মসনদে বসেই তাদের অপমান করেছিলে?

সরফরাজ। আজ না হয় তাদের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব। বাংলার

অবোধ নবাবের অপরাধ তারা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে। কারণ, সে তো আমাদের ঘরোয়া বিবাদ। কিন্তু আজ যে দুয়ারে দুশমন এসে হুংকার ছাড়ছে দেশ-মাতৃকার অপমান করতে।

সওগাত। ভাই সাহেব!

সরফরাজ। দুশমন আগে হঠাতে হবে সওগাত, তারপর যার খুশী সে বসবে মসনদে। তবু যেন স্বাধীনতার মন্দাকিনী মুছে দিয়ে বঙ্গজননীর পায়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দিও না।

[প্রস্থান।

সওগাত। হে বাংলার স্বাধীন নবাব! তোমার দেশপ্রীতি কেউ আজ চেয়ে দেখবে না। কেউ বুঝবে না বাংলা আর বাঙালীর প্রতি কত দরদ তোমার। সারা দেশ আজ তোমার দুশমন হয়ে উঠেছে —তাদের রোষদৃষ্টি থেকে তোমায় বুঝি আর রক্ষা করা গেল না। [প্রস্থানোদ্যত] কে—কে? বাংলার সরস জমিনের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসছে কারা? ও—আহম্মদশা দুররানী? নাদিরশাহ্? তোমরা বাংলা জয় করবে? না-না, সওগাত আলি বেঁচে থাকতে তোমাদের সে আশা কিছুতেই মিটবে না। [মাটিতে বসিয়া] খোদা! জীন্দেগীভোর তোমার এবাদৎ করেছি মালিক! সাহস দাও—শক্তি দাও—হিম্মৎ দাও মেহেরবান, যেন জান দিয়েও রক্ষা করতে পারি বাংলামায়ের ইজ্জৎ।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

রাধাকান্তর বাড়ি।

কণকের হাত ধরিয়া মমতার প্রবেশ।

কণক। কেঁদো না পিসীমা, চুপ কর।

মমতা। কই, আমি তো কাঁদিনি বাবা।

কণক। তবে তোমার চোখে জল কেন?

মমতা। না, ও কিছু নয়।

কণক। পিসীমা!

মমতা। কণক, পিসীমা না ব'লে 'মা' বলে একবার ডাক তো দেখি, কেমন শোনায়।

কণক। তুমি আমার মা হবে পিসীমা? আমার মা ব'লে ডাকতে বড় সাধ হয়, কাউকে ডাকতে পাই না। সত্যি বলছ পিসীমা, বকবে না তো? আরও ভালবাসবে?

মমতা। হ্যাঁ বাবা, আমি তোমাকে আরও ভালবাসব। শুধু একটিবার আমায় 'মা' ব'লে ডাক।

কণক। মা! মাগো!

মমতা। [কণককে জড়াইয়া ধরে] আঃ! মা ডাকে এতো শান্তি—এতো তৃপ্তি—এমন মায়া!

কমলার প্রবেশ।

কমলা। বাঃ, সুন্দর! [মমতা কণককে ছাড়িয়া দেয়] ছেড়ে দিলি

কেন হতভাগী? দুটিকে কেমন মানিয়েছিল। জানিস—ঠিক যেন সত্যি-কারের "মা ও ছেলে"।

মমতা। চুপ করুন মাসীমা।

কমলা। না-না, চুপ করলে চলবে না মমতা। আমি বড় ভুল করেছিলাম। সেদিন তোমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম শুধু মাত্র নারায়ণ শর্মার কথার উপর নির্ভর ক'রে। কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভেঙে গেছে।

মমতা। মাসীমা!

কমলা। আরও ভুল করেছি সেদিন প্রশান্তকে ঘরে না নিয়ে। [মমতার দুটি হাত ধরিয়া] তুমি আমায় ক্ষমা কর মা। এজন্মে তোমাকে পুত্রবধূরূপে না পেলেও—ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, পরজন্মে তুমি যেন আমার কন্যা হয়ে জন্মাও। কণক—

কণক। আমায় ডাকতে এসেছ ঠাকুমা?

কমলা। বয়ে গেছে! বুড়ো বর আমার, এখনও ভাত খাবার জন্যে ডাকতে আসতে হবে? আমি খেয়ে নিইগে।

কণক। বেশ, আমিও রাগ ক'রে চললুম।

উভয়ে। কোথায়?

কণক। জোয়ানদের আড্ডায়।

কমলা। সেখানে কি হয় রে?

কণক। লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, তলোয়ার খেলা, বন্দুক ছোঁড়া, বল্লম ছোঁড়া, তীর চালানো—আরও কত কি!

মমতা। ওসব শিখে কি হবে শুনি?

কণক। বাঃ-রে! দেশের জন্য লড়তে হবে না?

কমলা। খবরদার ছোঁড়া, ওপথে যাবি না।

কণক। সেকি! তুমিই তো বলেছ নূতন সমাজ গড়তে। মহল্লার জোয়ানরা প্রতিদিন তোমার নামে জয়ধ্বনি দেয়। শুনে আমার বুকটা দশ হাত ফুলে ওঠে।

মমতা। গুরুজনের কথার অবাধ্য হতে নেই কণক, তুমি বাড়ি যাও—ওখানে তোমায় যেতে হবে না।

কণক। তা কি হয়? আমি যে বালক-সেনাদলের নেতা। আমি যদি না যাই তারা ভাববে—আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ। না-না, এ অপবাদ আমি সইতে পারবো না। আজ আমাকে মহল্লায় যেতেই হবে। [মার্চ করিতে করিতে প্রস্থান।

কমলা। মমতা, তুমি কণককে দেখো মা, আমার দিন ঘনিয়ে আসছে। ওকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলুম, তুমি ওকে দেখো—কখনও যেন ভুল করেও যুদ্ধ শিখতে দিও না। না জানি ওর কপালে আবার কি লেখা আছে। [প্রস্থানোদ্যতা]

মমতা। এখুনি চলে যাবেন মাসীমা?

কমলা। দাঁড়াবার অবসর নেই মা—দাঁড়াবার অবসর নেই।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

মমতা। মাসীমা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল! ভগবান, যদি রাগের বশে তোমার কাছে কিছু নালিশ জানিয়ে থাকি, তা তুমি শুনো না দয়াময়! পুত্রশোকাতুরা মাসীমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো—শান্তি দিও!
[কাঁদিতে থাকে]

নারায়ণ শর্মার প্রবেশ।

নারায়ণ। এই যে মমতা, আমি তোমায় একটা কথা বলতে এলাম।

মমতা। কি কথা?

নারায়ণ। বলছি—বলছি। আচ্ছা, রাধাকান্ত কোথায়?

মমতা। ভিন্ গাঁয়ে যজ্‌মানবাড়ি গেছে।

নারায়ণ। কবে আসবে?

মমতা। আজই আসবে। তবে কখন আসবে জানি না। কি প্রয়োজন—আমাকেই বলুন না।

নারায়ণ। তোমার দাদা কি তোমার আর বিবাহ দেবার চেষ্টা করছে না?

মমতা। আর আমি বিবাহ করব না খুড়োমশাই।

নারায়ণ। কতদিন আর এভাবে থাকবে?

মমতা। যতদিন না মৃত্যু হয়।

নারায়ণ। সেকি! সদ্য-ফোটা গোলাপ তুমি, এভাবে শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়বে কেন? পুরুষের সেবার জন্যই তো তোমার জন্ম। তুমি নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠবে, তোমার সৌরভে কত পুরুষ মাতাল হবে। তোমার শুভাগমনে তমসাচ্ছন্ন সংসার জ্যোৎস্নায় ভরে উঠবে।

মমতা। আমার কপালের লিখন আমায় সে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে খুড়োমশাই।

নারায়ণ। আমি যদি নূতন ক'রে তোমার ভাগ্য রচনা করি?

মমতা। তার অর্থ?

নারায়ণ। আমি নিজেই তোমায় বিবাহ করতে চাই।

মমতা। [চমকিত হইল] খুড়োমশাই!

নারায়ণ। ওকি! চমকে উঠলে কেন মমতা? আমি না তোমার—

মমতা। পিতৃতুল্য। আমি আপনাকে 'খুড়োমশাই' ব'লে ডাকি।

নারায়ণ। 'খুড়ো' আমার ডাকনাম। আমার গিন্নীও আমাকে খুড়ো ব'লে ডাকতো।

মমতা। বেরিয়ে যান ঘর থেকে! নইলে আমি চিৎকার করতে বাধ্য হব।

নারায়ণ। তাতে শুধু তোমার গলাই ফাটবে—কেউ রক্ষা করতে আসবে না।

মমতা। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, রেহাই দিন আমাকে। আমি আপনার মেয়ের মত।

নারায়ণ। থাম ছুঁড়ি—থাম! অ্যাঁ, পেটে ভাত নেই—আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! এখনও বলছি, স্বেচ্ছায় আমার কাছে নিজেকে উৎসর্গ কর, পরিত্রাণ পাবি। নইলে—

মমতা। সমাজপতি ঠাকুর! আপনি না সমাজের বিচারক? এই কি আপনার নীতি? গরীব ব্রাহ্মণের অনূঢ়া কন্যা আমি। একা বাড়িতে আছি জেনে আপনি আমার ধর্ম কেড়ে নিতে এসেছেন?

নারায়ণ। চিৎকার করছ কেন? ধীরে ধীরে কি কথা বলা যায় না? শোন, আমি এখুনি একশো টাকা দিচ্ছি।

মমতা। আপনার টাকা আপনার কাছেই থাক। আমার দরকার নেই।

নারায়ণ। [এক ছড়া হার বাহির করিয়া] এই দেখো, তোমার জন্যে কেমন এক ছড়া সোনার হার এনেছি দেখো মমতা!

মমতা। লাথি মারি আপনার হারের মুখে! বেরিয়ে যান আপনি!

নারায়ণ। বেশ, যাচ্ছি। তবে যাবার আগে মনের আশাটা মিটিয়ে তবে যাব। [সহসা মমতার হাত ধরিয়া জোরপূর্বক টানাটানি করিতে থাকে]

মমতা। ছাড়্—ছাড়্, ছেড়ে দে রে শয়তান! ওগো, কে আছো—

নারায়ণ। কেউ নেই—কেউ নেই সুন্দরী! আজ শুধু তোমার আর

আমিই আছি। [মমতার নারীহরণে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে নেপথ্যে পিস্তল গর্জন করিয়া উঠিল এবং পিস্তলের গুলী নারায়ণ শর্মার হাতে লাগিল, সে আর্তনাদ করিয়া ঢলিয়া পড়ে এবং মমতা উঠিয়া দাঁড়ায়।]

উভয়ে। কে ?

পিস্তল হস্তে ইলিয়াসউদ্দিনের প্রবেশ।

ইলিয়াস। অত্যাচারীর দুশমন—আর্তের রক্ষক।

নারায়ণ। বাবাজী! আঃ—আঃ!

ইলিয়াস। চুপ! একটি কথাও ব'লো না।

রাধাকান্তর প্রবেশ।

রাধাকান্ত। কে কথা বললে ? একি! রক্তাক্ত অবস্থায় খুড়োমশাই মাটিতে পড়ে আছেন কেন ?

ইলিয়াস। ঐ লম্পটকেই তা জিজ্ঞাসা কর।

নারায়ণ। আমি আর কি বলব বাবাজী ? আঃ—আঃ, তুমি তো সবই ওলট-পালট করে দিয়েছ। ওঃ—ওঃ—আঃ—মাঃ—আঃ!

রাধাকান্ত। [নারায়ণকে ধরিয়া তোলে] কি হয়েছে খুড়োমশাই ?

নারায়ণ। তোমার ভগ্নী—আঃ—এই মুসলমান জায়গীরদারের সঙ্গে—

উভয়ে। সমাজপতি ঠাকুর!

নারায় । আমি এসে পড়েছিলাম, এই আমার অপরাধ। আঃ—ওঃ—আঃ—আঃ—

ইলিয়াস। আমি তোমায় গোমাংস খাওয়াব—কলমা পড়াব। ত ।রপর জবাই ক'রে কবর দেবো শয়তান!

নারায়ণ ও বাবা রে! মুসলমানের রাজত্ব কিনা, যা করবে তাই সইতে হবে। আঃ—আঃ!

রাধাকান্ত। কি হয়েছে রে মমতা?

মমতা। তুমি বাড়িতে নেই জানতে পেরে ঐ সমাজপতি নারায়ণ শর্মা আমার ধর্মনাশে উদ্যত হয়েছিল।

ইলিয়াস। চিৎকার শুনে ছুটে এসে ঐ নরপশুর হাত থেকে আমিই তোমার বোনকে রক্ষা করেছি।

রাধাকান্ত। উঃ—ভগবান!

ইলিয়াস। ভগবানকে পরে ডাকলেও চলবে। এখন এই শয়তানকে নিয়ে এসো। সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো—হিন্দু-সমাজের সমাজপতিদের ব্যবহার কত জঘন্য! [প্রস্থানোদ্যত]

রাধাকান্ত। প্রশান্ত!

ইলিয়াস। প্রশান্ত মরে গেছে! এই শয়তানরা তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে!

নারায়ণ। আমি তোমাদের সকলকে অভিশাপ দিচ্ছি, তিন দিনের মধ্যে তোমরা মুখে রক্ত উঠে মরবে! এ যদি মিথ্যা হয়, আমার জন্ম মিথ্যা—ব্রাহ্মণত্ব মিথ্যা।

ইলিয়াস। তোমার সবই মিথ্যা। [নারায়ণের বক্ষে অস্ত্রাঘাত]

নারায়ণ। আঃ—আঃ! ঠিক করেছ জায়গীরদার, তুমি—আঃ, ঠিকই করেছ। মহাপাপের এই হ'লো প-রি-ণা-ম! আঃ—আঃ!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

রাধাকান্ত। জায়গীরদার!

ইলিয়াস। এখানটা ভাল করে গঙ্গাজলে ধুয়ে দাও রাধাকান্ত। আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

রাধাকান্ত। না-না, গঙ্গাজলে ধোব না, এখানকার মাটি নিয়ে মাদুলি করে গলায় পরব। তোমায় ধর্মত্যাগী বলে মুসলমান বলে যেই ঘৃণা করুক, আমি করি শ্রদ্ধা। আমার অভিবাদন গ্রহণ কর জায়গীরদার!
[নতজানু হইয়া অভিবাদন করে]

ইলিয়াস। ভুল ক'রো না রাধাকান্ত, মানবতা দেখাতে গিয়ে তোমার ধর্মের অকল্যাণ ক'রো না। ভুলে যেও না যে আমি এখন বিধর্মী মুসলমান।

[প্রস্থান।

মমতা। দাদা!

রাধাকান্ত। ওরে বোন, উদয়নারায়ণপুরের মাটিতে একটা ভালো মানুষই জন্মেছিল—হিন্দু-সমাজের কুশাসনে সে আত্মহত্যা করেছে।

মমতা। সে কে দাদা?

রাধাকান্ত। সে হ'লো এদেশের জায়গীরদার আহম্মদ ইলিয়াসউদ্দিন।

[প্রস্থান।

মমতা। জায়গীরদার ইলিয়াসউদ্দিন! তুমি মানুষ নও—দেবতা। হিন্দু-সমাজ তোমার টুঁটি টিপে হত্যা করেছে, তুমিও তাদের টুঁটি কামড়ে ধর। কিন্তু আর যে আমি পারছি না স্থির থাকতে। এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা যুগে পরিণত হয়ে আমার প্রাণে আঘাত হানছে। তবুও আমায় অপেক্ষা করতে হবে। এজন্মই শুধু নয়, পরজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করব শুধু তোমার চরণে স্থান পেতে।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

উদয়নারায়ণপুর জায়গীরের মীনামহল।

সাহেনাবানুর প্রবেশ।

সাহেনা। জায়গীরদারের শাসন মানতে কেউ রাজী নয়। কেন— কি তার অপরাধ? হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া যদি তার কসুর হয়ে থাকে, তাহলে সে কসুর কাদের? সে তো স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করেনি— তাকে ধর্ম হারাতে বাধ্য করেছে ঐ বিচার-বিবেকহীন হিন্দু-সমাজ। তাকে সর্বসুখ থেকে বঞ্চিত ক'রে ঘর থেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে- ঐ হিন্দু-সমাজপতির দল। [দুই চোখে জল]

গীত।

[সখি] কেমনে বোঝাব মনের যাতনা, কেমনে বলিব মুখে!
থাকিতে দিলি না আপনার ঘরে, রহিতে দিলি না সুখে॥
কৃষ্ণপ্রেমে মজে আমার কি হইল জ্বালা,
প্রতিবেশীর তাড়নাতে কাঁদে মোর কালা;
বাঁশী ছেড়ে অসি ধরে
দাঁড়ায়ে নয়ননীরে—
জীবন কাটিবে বুঝি মনোদুঃখে॥

গানের মধ্যে ইলিয়াসউদ্দিনের প্রবেশ।

ইলিয়াস। [গীতান্তে] সাহেনা! একি, তুমি আবার কাঁদছ?

সাহেনা। কই, কাঁদিনি তো জনাব!

ইলিয়াস। তবে তোমার চোখে পানি কেন?

সাহেনা। ও কিছু নয়।

ইলিয়াস। কীর্তন গাইছিলে কেন?

সাহেনা। শুনেছেন? কেমন লাগল—কখন এসেছেন আপনি?

ইলিয়াস। অনেকক্ষণ। আচ্ছা সাহেনা, তুমি না আমার বেগম?

সাহেনা। অস্বীকার করি না। তবে আগে আমি আপনার সহধর্মিনী, তারপর আমি বেগম। [পদতলে বসিয়া ইলিয়াসের জানুতে মাথা রাখিল]

ইলিয়াস। তুমি আমার রহস্য করছ?

সাহেনা। সে স্পর্ধা আমার নেই। স্বামীকে এন্‌কার করতে আমি শিখিনি—শিখেছি শ্রদ্ধা করতে, দীল দিয়ে পেয়ার করতে, জান দিয়ে সেবা করতে, আর স্বামী ভুল পথে অগ্রগামী হলে পায়ে ধরে সে-পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে।

ইলিয়াস। বুঝলাম তুমি বুদ্ধিমতী।

সাহেনা। জাঁহাপনার অনুমানে বাঁদী ধন্যা। কিন্তু একটা কথা—

ইলিয়াস। কি?

সাহেনা। কেন আপনি হিন্দু-সমাজপতি নারায়ণ শর্মাকে দিবালোকে গুলী করে মারলেন?

ইলিয়াস। সে নারীধর্মহরণের অপরাধে অপরাধী।

সাহেনা। তবুও সে হিন্দু।

ইলিয়াস। আমিও জায়গীরদার।

সাহেনা। হিন্দুদের বিচার হিন্দুদের হাতে তুলে দিলেই বোধহয় ভাল হ'তো।

ইলিয়াস। তাহলে কিসের আমি বিচারক? কিসের আমি জায়গীরদার? আমার জায়গীরের কোন প্রজা—সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, নারীর উপর অত্যাচার করে কেউ রেহাই পাবে না। হিন্দু হ'লে ঐভাবে প্রকাশ্য দিনের আলোয় গুলী করে মারব, আর মুসলমান হ'লে জীবন্ত কবর দেবো।

কালো কাশেমের প্রবেশ।

কাশেম। বান্দার সেলাম পৌঁছে জনাব! [অভিবাদন]

ইলিয়াস। এসো কাশেম আলি।

কাশেম। জাঁহাপনার হুকুমে ফৌজদার সুলেমান খাঁ আসছেন আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে।

ইলিয়াস। বহুৎ আচ্ছা!

সুলেমান খাঁর প্রবেশ।

সুলেমান। বন্দেগী জায়গীরদার সাহেব! বন্দেগী বেগম সাহেবা! [অভিবাদন]

সাহেনা। আদমাজা! (আদমসালাম?)

সুলেমান। কি সংবাদ জায়গীরদার সাহেব? হঠাৎ দরবারে সাহায্য চেয়েছেন কেন?

ইলিয়াস। এ জায়গীরের কেউই আমার শাসন মানতে রাজী নয়।

সুলেমান। কারণ ?

সাহেনা। কারণ অন্য কিছুই নয়, এখানে যিনি জায়গীরদার ছিলেন তাঁর শাসন-পদ্ধতি ছিল নাকি ভিন্নরূপ। স্বেচ্ছাচারকে তিনি উৎসাহ দিতেন, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন, অত্যাচারকে নাকি বরদাস্ত করতেন। ইনি তা পারেননি।

সুলেমান। এই জনাবের অপরাধ ?

কাশেম। শুধু তাই নয়, জনাব কাফেরদের হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন।

সুলেমান। তাতে হয়েছে কি ? হিন্দুদের আবার ধর্ম ? হা-হা-হা !

সাহেনা। সুলেমান খাঁ ! আমরা হিন্দু না হলেও তাদের ধর্মকে এন্‌কার করার অধিকার আমাদের নেই।

সুলেমান। ইনস্‌আল্লা ! তার অর্থ ?

সাহেনা। অর্থ—তারাও আমাদের প্রজা।

সুলেমান। জায়গীরদার সাহেব কি বলেন ?

সাহেনা। আমি এ স্বেচ্ছাচারিতা বরদাস্ত করব না সুলেমান খাঁ। যারা আমার অপমান করে নবাবশক্তির অসম্মান করেছে, তাদের আমি শাস্তি দিতে চাই। সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, কারোরই রেহাই নেই।

সুলেমান। আমার মনে হয় এর জন্য শুধু হিন্দু কাফেররাই দায়ী।

সাহেনা। ফৌজদার সুলেমান খাঁ কি হাত গুণতে শিখেছেন নাকি ?

ইলিয়াস। সাহেনা বেগম !

কাশেম। জনাব হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছেন, এই ক্ষোভে তারা জনাবের শাসন উপেক্ষা করছে। আর তাই দেখে বুদ্ধিহীন মুসলিম সমাজও তালে তাল দিচ্ছে।

ইলিয়াস। তাই যদি হয়, তা'হলে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দাও সুলেমান খাঁ। যে তার প্রতিবাদ করবে তাকে তুমি বেঁধে এনে চাবুক মার। হিন্দুদের পূজা-পার্বন বন্ধ করতে হুকুম জানাও। মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ গড়। পাথরের পুতুলগুলোকে টেনে ছুঁড়ে নর্দমায় নিক্ষেপ কর।

সকলে। জনাব !

ইলিয়াস। আমাদের আজই প্রথম অভিযান হবে দেবীপুরের দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির ধ্বংস করা; ভুরসুটের শিবমন্দির আর কানপুরের শীতলামন্দির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া।

নৃপেন আচার্যর প্রবেশ।

নৃপেন। তার আগে নবাবের ফারমান গ্রহণ কর জায়গীরদার।

ইলিয়াস। নবাবের ফারমান ?

নৃপেন। হ্যাঁ—নবাবের নূতন আদেশপত্র।

সাহেনা। হঠাৎ—

নৃপেন। নাদিরশাহ্‌ আর আহম্মদশা দুররানী এদেশ দখল করার জন্ম প্রস্তুতি নিচ্ছে। দিল্লীতে তাদের অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে, এইবার তারা বাংলা লুণ্ঠন করতে এগিয়ে আসবে। আর গিরিয়ার ময়দানে শিবির তৈরী হবে বলে জাঁহাপনাকে হুঁশিয়ারি করে পত্র লিখেছে ভারতের ধূমকেতু নাদিরশাহ্‌ আর আহম্মদশা দুররানী।

ইলিয়াস। শয়তান আহম্মদশা দুররানী ! বেইমান নাদিরশাহ্‌ ! এশিয়ার কলংক তোমরা ! লুণ্ঠনকারী দস্যু তস্করের দল ! দু'জনে এবার যুক্ত অভিযান করেছে। তহশীলদার সাহেব, নবাবের আদেশপত্রে কি লেখা আছে ?

নৃপেন। পড়ে দেখ—[সুলেমান খাঁ পত্র লইয়া ইলিয়াসকে দিল]

ইলিয়াস। [সাহেনাকে পত্র আগাইয়া দেয়] পড়ে দেখ তো সাহেনা, পত্রে কি লেখা আছে ?

সাহেনা। [পত্রপাঠ] নবাবের আদেশে, এই মুহূর্তে জায়গীরের সবকিছুই সুলেমান খাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে মুর্শীদাবাদ রওনা হতে হবে।

ইলিয়াস। বেগম! তুমি থাক এখানে, তহশীলদার সাহেবকে নিয়ে বিশবাহকী ছিপে করে এখুনি আমি হাওয়ার বেগে মুর্শীদাবাদ যাত্রা করছি। জায়গীরের সবকিছু তুমিই সুলেমান খাঁকে বুঝিয়ে দিও।

সুলেমান। [জনান্তিকে] ইনস্‌আল্লা!

সাহেনা। না জনাব, আমিও আপনার সঙ্গে মুর্শীদাবাদ যাব।

ইলিয়াস। বেশ, তবে এসো। সুলেমান খাঁ, আমিই তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে যাই। এসো বেগম—[প্রস্থানোদ্যত]

কাশেম। জনাব!

ইলিয়াস। তুমি এখানে থাক কাশেম আলি, আমি না-ফেরা-পর্যন্ত তুমি সুলেমান খাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

[সাহেনার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

সুলেমান। কাশেম আলি!

কাশেম। জনাব!

সুলেমান। সত্যই তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। এখানকার পথঘাট আমার সবই অপরিচিত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সন্ধান একমাত্র তুমিই দিতে পারবে। আমার কাছে থাকলে তোমার লোকসান হবে না, বরং লাভই হবে ষোল আনা। হা-হা-হা— [প্রস্থান।

নৃপেন। কি মিঞা, আছ কেমন ?

কাশেম। দেখেই বুঝতে পারছ।

নৃপেন। দেখে আর তোমায় কতটুকু বুঝবো খাসী মিঞা, তোমার সবকিছুই তো লোমে ভরা।

কাশেম। [চটিয়া যায়] তার মানে?

নৃপেন। আরে, ক্ষেপে যাচ্ছ কেন? বলি—'লোম' শব্দের অর্থ বুঝলে না? দাড়ি হে—দাড়ি। বিশুদ্ধ বাংলায়, চুলকে বলে লোমকূপ।

কাশেম। সত্যি বলছ? হে-হে-হে! আচ্ছা, দাড়িটা আমার খুব সুন্দর—তাই না?

নৃপেন। খুব সুন্দর।

কাশেম। আরে বলতেই—বলতেই হবে। আমার দাড়ির যত্ন কত জানো? খাস্ আফ্‌গানের পেয়ারী কদম তেল, কাশ্মীরের রাত্‌কা রানী আতর, খসবুবাহার সাবান, তারপর আবার পালে-পার্বনে দাড়িটাকে গোলাপ-পানিতে গোছল করিয়ে নিই কিনা। হে-হে-হে!

নৃপেন। তাই বল। আচ্ছা মিঞা, তোমার জরু খাসী খায়?

কাশেম। খায় মানে, হাড্ডি পর্যন্ত বাদ দেয় না।

নৃপেন। তাতে তোমার গোঁসা হয় না?

কাশেম। গোঁসা হবে কেন?

নৃপেন। হাজার হোক খসমের নাম তো।

কাশেম। এই ঠাকুর, কি যা তা বলছ?

নৃপেন। আরে, আমি বলেছি নাকি? শাহাজাদীই তো তোমার নাম দিয়েছে কালো খাসী।

কাশেম। নসীব, বুঝলে মিঞা, সবই আমার নসীবের দোষ। এসো—বিশ্রাম করবে এসো।

নৃপেন। চল খাসী মিঞা, এসেছি যখন—একটু বিশ্রাম করেই যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জায়গীরদারের খাসমহল।

দরবেশ ফকিরের ছদ্মবেশে সওগাত আলির প্রবেশ।

সওগাত। এখানে আর অপেক্ষা করা মোটেই উচিত নয়। নাদিরশাহের শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাংলা আর বাঙালীকে রক্ষা করতে এখুনি আমায় মুর্শীদাবাদ যেতে হবে।

আপন মনে চিৎকার করিতে করিতে সুলেমান খাঁর প্রবেশ।

সুলেমান। প্রজারা নাকি জায়গীরদারের শাসন মানে না! যত সব আজগুবি কথা! দরবেশ ফকিরকে সামনে রেখে আমি জায়গীর শাসন করে যাব। দেখি, কে আমায়—একি, হজরৎ! বিশ্রাম না ক'রে আপনি—

সওগাত। আর বিশ্রামের অবকাশ নেই জায়গীরদার। আজই আমায় মক্কায় যেতে হবে।

সুলেমান। কেন হজরৎ?

সওগাত। তোমার জন্য একটা দাওয়াই আনতে। বিশমিল্লাহ্!

সুলেমান। কিসের দাওয়াই মেহেরবান?

সওগাত। দুশমন বশ করার। আমি তোমায় একটা তাবিজ তৈরি করে দেবো। সে তাবিজ হাতে থাকলে কেউ তোমায় কাত করতে পারবে না। দুশমন চড়ওয়া হবে, কিন্তু তোমার সম্মুখে এসে কুত্তার মত পয়জারের তলায় লুটিয়ে পড়বে। বিশমিল্লাহ্! [প্রস্থানোদ্যত]

সুলেমান। এখুনি চলে যাবেন ?

সওগাত। হ্যাঁ সুলেমান খাঁ।

সুলেমান। আবার কবে আসবেন ?

সওগাত। যখন উপরওয়ালার মেহেরবানি হবে। হে-হে-হে ! বিশমিল্লাহ্ !

[প্রস্থান।

সুলেমান। ফকির সাহেব আমার কাছে খাতির পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। দু'দিনেই ফকির সাহেবকে আমি বশ ক'রে ফেলেছি। এবার দুশমন বশ করার দাওয়াইটা আগে হাতে নিই, তারপর সব বেয়াদবকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করব। নবাব সরফরাজ খাঁ, তোমাকে সরিয়ে দিয়ে এবার আমিই হব বাংলার স্বাধীন সুলতান। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

ছুটিতে ছুটিতে মমতার প্রবেশ।

মমতা। জায়গীরদার সাহেব ! জায়গীরদার সাহেব ! একি, উনি কোথায় গেলেন ?

সুলেমান। কে ?

মমতা। জায়গীরদার সাহেব।

সুলেমান। তার সঙ্গে কি প্রয়োজন ?

মমতা। বিশেষ প্রয়োজন।

সুলেমান। বুঝলাম। তা না হ'লে খাসমহলে এসে উপস্থিত হবে কেন ? মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া কর বোধ হয় ?

মমতা। হ্যাঁ।

সুলেমান। নিশ্চয় আসবে। কিন্তু প্রয়োজনটা জানতে পারি কি ?

মমতা। প্রয়োজন আমার জায়গীরদারের সঙ্গে।

সুলেমান। কি প্রয়োজন বল, আমিই এখন এখানকার জায়গীরদার সুলেমান খাঁ।

মমতা। [চমকিত হইয়া] আপনিই সু-লে-মা-ন খাঁ!

সুলেমান। হ্যাঁ। কিন্তু নাম শুনে চমকে উঠলে কেন? এর আগে কোথাও আমার নাম শুনেছ নাকি?

মমতা। শুনেছি। জায়গীরদার সাহেবের বেগমের মুখে বহুবার আমি আপনার নাম শুনেছি। শুনেছি আপনার বহু কীর্তিকলাপের কথা।

সুলেমান। শুনেছ তাহ'লে? যাক, শোন—

মমতা। কোন কথা শোনবার মত আমার অবসর নেই। এখুনি আমায় যেতে হবে।

সুলেমান। কোথায়?

মমতা। জায়গীরদার আর তার বেগমের সন্ধান করতে।

সুলেমান। তারা মুর্শীদাবাদ চলে গেছে।

মমতা। তাহ'লে আমাকেও মুর্শীদাবাদ যেতে হ'লো।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুলেমান। [পথরোধ করিয়া] দাঁড়াও। যাবে কোথায়?

মমতা। কৈফিয়ৎ যদি না দিই?

সুলেমান। মরতে হবে।

মমতা। সুলেমান খাঁ!

সুলেমান। হুঁশিয়ার হিন্দু গোস্তানি! জায়গীরদার সুলেমান খাঁর নাম ধরে ডাকবার অধিকার তোকে কে দিয়েছে?

মমতা। আমার কাছে কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?

সুলেমান। আমার খাসমহলে একমাত্র আমারই অধিকার। বিনা এত্তেলায় কেন তুই এখানে এসেছিস ?

মমতা। জায়গীরদার তুমি হলেও—আমাদেরই বুকের তিল-তিল রক্ত দিয়ে এ জায়গীরটা গড়ে উঠেছে। তাই তোমার থেকে আমাদের অধিকার এখানে কোন অংশে এতটুকু কম নয়।

সুলেমান। হুঁশিয়ার বেসরমী কস্‌বী !

মমতা। কসবী তোর মা।

সুলেমান। জবান বন্ধ কর শয়তানী ! নইলে চুলের মুঠি ধরে বেইজ্জৎ করব !

মমতা। সেটা তোর বোনকেই করিস।

সুলেমান। তবে রে শয়তানের বাচ্চা ! [জোরপূর্বক মমতার হস্ত ধারণ করে]

মমতা। ছাড়—হাত ছাড় জানোয়ার !

সুলেমান। জা-নো-য়া-র ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! চল শয়তানী, আজই তোর ইমানের ইজ্জৎ জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে তোকে আমার পয়জারের বাঁদী বানিয়ে রাখব।

মমতা। সুলেমান খাঁ !

[উভয়ে ধস্তাধস্তি করিতে থাকে।]

ছুটিয়া কালো কাশেমের প্রবেশ।

কাশেম। একি করছেন জনাব ! এ যে আপনার জায়গীরের প্রজা।

সুলেমান। বাহার যা উল্লুক ! [কাশেমকে লাথি মারিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ !

মমতা। রক্ষা কর—রক্ষা কর কাশেম ভাই !

কাশেম। বহিন্‌!

সুলেমান। চলে আয় কসবী আমার নিদানী পালংকে।

ফকিরবেশী সওগাত আলির পুনঃ প্রবেশ।

সওগাত। একি করছ সুলেমান খাঁ?

সুলেমান। এখন সরে যান ফকির সাহেব।

মমতা। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ফকির সাহেব! রক্ষা কর কাশেম ভাই!

সুলেমান। চুপ থাক বেয়াদপী!

সওগাত। [ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া] হুঁশিয়ার আদপওয়ালে!

সুলেমান। [মমতাকে ছাড়িয়া দিয়া] একি, মনসবদার সওগাত আলি খাঁ!

কাশেম। শাহাজাদা! [কুর্নিশ করে]

সুলেমান। ফকির সেজে আপনি আমায় ধোঁকা দিলেন শাহাজাদা?

সওগাত। চুপ কর বেয়াদব!

সুলেমান। শাহাজাদা!

সওগাত। সুলেমান খাঁ!

সুলেমান। মনে রাখবেন—আমি এখানকার জায়গীরদার।

সওগাত। আমিও শাহাজাদা।

সুলেমান। বঙ্গেশ্বরের মজ্লিতে আমার স্থান কোথায় তা জানেন?

সওগাত। আমার পয়জারের তলায়। আমি তোমাকে তর্জনী দেখিয়ে যা হুকুম করব—পেয়ারের পোষা কুত্তার মত পায়ে মাথা ঘষে ঘষে তুমি তা তামিল করবে বেয়াদব!

সুলেমান। বহুৎ আচ্ছা! এখুনি আমি জায়গীরদারীতে ইস্তফা দিচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

সওগাত। হুঁশিয়ার! এক পা অগ্রসর হলেই আমার গুলীভরা পিস্তল কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করবে না। [পিস্তল বাহির করিল] এই, কে আছিস? [একজন রক্ষীর প্রবেশ] এই শয়তানটাকে গ্রেপ্তার কর। [রক্ষী সুলেমান খাঁকে বন্দী করিল] হ্যাঁ—তুমি কে নারী?

মমতা। আমি আপনার বহিন শাহাজাদা!

সওগাত। বহিন্! বাঃ—চমৎকার! কিন্তু হঠাৎ এই জায়গীরদারের খাসমহলে কি ক'রে এলে বহিন?

মমতা। এক শয়তান নারীহরণকারী সমাজপতিকে জায়গীরদার ইলিয়াসউদ্দিন গুলী ক'রে হত্যা করেছিলেন। সেই অপরাধে বিচার-বিবেকহীন হিন্দু-সমাজ আমার দাদাকে অন্ধকার পথে গুপ্তহত্যা করেছে।

সওগাত। } সেকি!
কাশেম। }

মমতা। হ্যাঁ। আবার তারা জায়গীরদার ইলিয়াসউদ্দিনকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। গোপনে সে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে তাঁকে সজাগ ক'রে দিতে এসেছিলাম। কিন্তু—

সওগাত। বেশ, চল বহিন্, তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আমি তোমাদের সমাজের কাছে দাঁড়াব। ইলিয়াস যদি অন্যায় ক'রে থাকে, তার জন্য আমি হিন্দু-সমাজপতিদের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব। আর তোমার দাদার মৃত্যুর জন্য কে প্রকৃত অপরাধী, তাকেও খুঁজে বের করব। এসো বহিন আমার সঙ্গে—

মমতা। সেখানে গেলে যদি আমার কোন ক্ষতি হয়?

সওগাত। শাহাজাদা সওগাত আলির বহিনের জীবনে বিপদ আর কোনদিনই আসবে না। কাশেম কাশেম—

কাশেম। জনাব!

সওগাত। দস্যু আহম্মদশা দুররানী ও নাদিরশাহের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করতে এখুনি আমায় মুর্শীদাবাদ যেতে হবে। বহিনকে পৌঁছে দিয়েই আমি রওনা হব। তাই তোমাকেই দিয়ে গেলাম এই জায়গীরের ভার।

কাশেম। জনাব! আমি যে গরীব বান্দা!

সওগাত। তবু তুমি প্রকৃত মানুষ। তাই তোমাকেই দিয়ে গেলাম জায়গীর। এই নাও নবাবের পাঞ্জা—[কাশেম মাটিতে বসিয়া পাঞ্জা গ্রহণ করে] যুদ্ধের পর যদি বাঁচি, আবার দেখা হবে। আর তখন—

কাশেম। জায়গীর ফিরিয়ে নেবেন?

সওগাত। না। তোমার মানবতাকে সেলাম জানিয়ে দিয়ে যাব নবাবের স্বাধীন ফারমান।

কাশেম। জনাব!

সওগাত। আজ থেকে এ জায়গীর তোমার। মনে রেখো— এ জায়গীরের প্রতিটি প্রজাই তোমার সন্তান।

কাশেম। শাহাজাদা!

সওগাত। আমি দূর থেকে তোমার ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে সন্তুষ্ট হয়েছি কাশেম। এখন চললাম। আর তোমার উপর দিয়ে গেলাম এই লম্পটের বিচারের ভার। শৃঙ্খলিত অপরাধীর বিচার করে তুমিই তাকে উপযুক্ত দণ্ড দিও। এসো বহিন, তোমাকে পৌঁছে দিই।

মমতা। আমিও আপনার সঙ্গে মুর্শীদাবাদ যাব ভাইজান। তাঁর সঙ্গে আমায় দেখা করতেই হবে। এক ভাইকে হারিয়ে আমি যখন আর এক ভাই কুড়িয়ে পেয়েছি তখন ঐ বিবেক-বুদ্ধিহীন হিন্দু-সমাজের শিরোমণিদের কাছে তাকে আমি মাথা নোয়াতে দেবো না।

সওগাত। বেশ, তবে এসো বহিন—তুমি যাবে তাঞ্জামে, আমি যাব খোরাসানী ঘোড়ার পৃষ্ঠে—তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে দেহরক্ষী হয়ে। দুনিয়ার কোন শয়তানের হিম্মৎ হবে না এই মুসলমান ভাইজান বেঁচে থাকতে তার হিন্দু বহিনের গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দিতে পারে।

[মমতাকে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

কাশেম। রক্ষী, নিয়ে এসো এই নারীলোলুপ শয়তানটাকে। আজ কয়েদখানায় রেখে আগামী কালই একে আমি নিজের হাতে কোরবানি করব।

সুলেমান। জনাব!

কাশেম। জনাব? আঁা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিদ্রূপ করছেন নাকি মাননীয় মহাশয়?

সুলেমান। না জনাব! খোদাকি কসম, আপনাকে বিদ্রূপ করিনি। আপনার বহুৎ নিষেধ সত্ত্বেও আমি অনেক নীচে নেমে গিয়েছিলাম। তাই কবরের পথে পা বাড়িয়ে কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে। বেহেস্তে আমার ঠাঁই হবে না, দোজাক আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আপনি আমায় হত্যা করুন জনাব। আর আমার জানের উপর এতটুকু দরদ নেই—এখুনি আমি মৃত্যু চাই।

কাশেম। আমি যদি তোমায় মুক্তি দিই?

সুলেমান। আর আমি তা চাই না জনাব!

কাশেম। বহুৎ আচ্ছা, চিন্তা ক'রে দেখি কি করা যায়। রক্ষী, নিয়ে এসো— [প্রস্থান।

সুলেমান। বিশ্বাস কর রক্ষী, আর আমার বাঁচতে দীল চায় না। একটু অপেক্ষা কর, শেষ বারের মত একবার খোদাতালাকে ডেকে নিই। [খোদার উদ্দেশ্যে মাটিতে বসিয়া হাঁটু গাড়িয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া উপরদিকে তাকাইয়া] আল্লা—রসুল আল্লা—বকৃসতে বরকুদ্দিন রহমৎ! [সুরে চিৎকার করিতে থাকে দেখিয়া রক্ষী সদয় হইয়া সুলেমান খাঁকে মুক্তি দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়] আল্লা—রসুল আল্লা—[এদিক-ওদিক তাকাইয়া সুলেমান খাঁ ত্রস্তে উঠিয়া রক্ষীর তরবারি ছিনাইয়া লইয়া তাহারই বক্ষে আঘাত করিয়া উল্লাসে হাসিয়া ওঠে, এবং রক্ষী চিৎকার করিয়া 'আল্লা' বলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। সুলেমান তাহাকে লাথি মারিয়া সরাইয়া দেয়, গড়াইতে গড়াইতে রক্ষীর প্রস্থান।] হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাঁদীকা বাচ্চা কালো কাশেম! শয়তানের বাচ্চা সওগাত আলি! শংখচূড় সাপের মাথায় তোমরা পা তুলে দিয়েছ, এইবার সে তোমাদের বক্ষে ছোবল মেরে বিষে ভরিয়ে তুলবে সর্বাঙ্গ। তোমরা মরণ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করবে, আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে আনন্দে অট্টহাসি হাসব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থানোদ্যত]

নেপথ্যে কণক। [চিৎকার করে] মা—মাগো!

সুলেমান। আবার কোন শয়তানের বাচ্চা এদিকে আসছে?

কণকের প্রবেশ।

কণক। মা—মা!

সুলেমান। কে রে তুই ক্ষুদে শয়তান?

কণক। তোমার যম।

সুলেমান। চুপ উল্লুককা বাচ্চা!

কণক। তুমিও হুঁশিয়ার কুত্তার বাচ্চা। বল—আমার মা কোথায়?

সুলেমান। জানি না।

কণক। নিশ্চয় জানো। খানিক আগেই সে এদিকে এসেছে। বল—গেল কোথায়?

সুলেমান। বলব না।

কণক। তাহ'লে মরতে হবে। [অসি নিষ্কাশন]

সুলেমান। তবে রে বাঁদীকা বাচ্চা! [উভয়ের যুদ্ধ; কণকের অসি হস্তচ্যুত হইলে সুলেমান তাহার অসি কোষবদ্ধ করিল। দুই হাত বাড়াইয়া কণককে ধরিতে যায়, কণক পুনঃ পুনঃ সরিয়া যায়, শেষে কণকের চিবুক ধরিয়া চুম্বন করে ও তাহাকে কোলে তুলিয়া নেয়। পর-মুহূর্তে ছুরিকা বাহির করিয়া কণকের বক্ষে আঘাত করিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া লাথি মারিয়া অট্টহাসি হাসিতে থাকে] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

কণক। ওঃ—আঃ! মা—মাগো! [ছটফট করিতে থাকে] মা—পিসীমা! উঃ! মা—পিসীমা, তোমার ধর্মপুত্র তোমার জন্য যবনের হাতে—আঃ—প্রাণ দিয়েছে। ওঃ—আঃ—উঃ!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আলিবর্দীর প্রাসাদ।

কথা বলিতে বলিতে আলিবর্দী ও সরফুন্নেসা বেগমের প্রবেশ।

সরফু। না-না জনাব, এ সংকল্প আপনি ত্যাগ করুন।

আলিবর্দী। বেগম সরফুন্নেসা! তুমি জানো না এ আমার কি পরিকল্পনা। বুঝবে না আমার জীবনে এ কী সুবর্ণ সুযোগ। নবাব সরফরাজ খাঁ আমার পরমাত্মীয়—প্রভুপুত্র, তবুও সেদিনের সেই নিদারুণ অপমান আমার মনে প্রতিশোধের তীব্র অনুভূতি জাগিয়ে দেয়।

সরফু। কিন্তু ভারতবাসী হিসাবে নবাব সাহেব আপনার ভাই—এই ভারতমাতারই সন্তান।

আলিবর্দী। ভাই যদি বেয়াদব হয়?

সরফু। ভাই-ই তাকে শাসন করবে, তবে হিংসার হাতিয়ার দিয়ে নয়—স্নেহের চাবুক দিয়ে।

আলিবর্দী। বেগম সরফুন্নেসা!

সরফু। হিংসায় জয়ের আসন মেলে সত্য, কিন্তু যশ মেলে না। অগণিত প্রজামণ্ডলীর কাছে সাময়িক ধন্যবাদ মেলে সত্য, কিন্তু মেহেরবান খোদার কাছে দিতে হয় গুনাহের কৈফিয়ৎ।

আলিবর্দী। আমি আশ্চর্য হচ্ছি বেগম তোমার মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে।

সরফু। আর আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনার আদর্শ দেখে। ফিরে আসুন—ফিরে আসুন হে বিজয়ী বীর! আমি জানি, মনের দৃঢ়তা দিয়ে পূরণ করতে পারবেন প্রাণের চাওয়াকে। তবুও এ বাঁদীর আরজ—অযথা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শান্তিপূর্ণ দেশটাতে আর অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দেবেন না। ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি করে বঙ্গজননীর বীর সন্তানদের আর সংখ্যালঘু করবেন না। ভুলে যান অপমান, মন থেকে মুছে ফেলুন সাম্প্রদায়িকতার বিষ, অঙ্গে-অঙ্গে কোলাকুলি করে বাংলার শ্যামল মাটিতে আর নরমুণ্ডের মিনার রচনা করবেন না। শবদেহের পাহাড় নির্মাণ করে দুর্গন্ধে ভরিয়ে দেবেন না শত কুসুমের সৌরভে ভরা বাংলার মিষ্টি-মধুর হাওয়াকে।

আলিবর্দী। বেগম, তুমি বয়েৎ রচনা কর—মহলে গিয়ে মাঝে-মাঝে আমি শুনে আসব।

সরফু। হজরৎ!

আলিবর্দী। আমি স্তম্ভিত হচ্ছি তোমার বয়েতের খোয়াব দেখে। হিন্দুনারী কবি চন্দ্রাবতী ছিল শুনেছি রামায়ণ রচয়িতা, তুমিও বয়েৎ রচনা করে লেখো ইসলামের কাব্যকথা—ফতেমার কান্না—কারবালার হোসেন-হাসান।

সরফু। ব্যঙ্গ করছেন জনাব?

আলিবর্দী। তোমায় কখনও ব্যঙ্গ করতে পারি? তুমি একে নারী, তার উপর আবার প্রধানা বেগম। এতগুলো উপাধি যার, সে কি ব্যঙ্গের পাত্রী হতে পারে? শুনলে জাত যাবে—মনে হলে গুনাহ্ হবে। আর সত্যিই ব্যঙ্গ করলে দোজাকে না গিয়ে কোন উপায় নেই। জমিন ছেড়ে আশমানে উঠে গেলেও শয়তানের ফেরেস্তারা হাত-পা বেঁধে চ্যাংদোলায় তুলে নিয়ে গিয়ে দোজাকে ছেড়ে দেবে।

সরফু। জনাব!

আলিবর্দী। যাও বেগম, মহলে যাও—চিন্তা ক'রে দেখি কি আমার কর্তব্য।

সরফু। বাঁদীর গোস্তাকি মাফ্ হয় জনাব! বিদেশী দুশমন এসে যখন বাংলার দুয়ারে হুংকার দিচ্ছে তখন মনে হয় আগে জান দিয়ে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করাই কর্তব্য। তারপর জীবন পতন—না হয় প্রতিজ্ঞা পালন।

[প্রস্থান।

আলিবর্দী। প্রতিজ্ঞা পালনই আমায় করতে হবে। নবাব সরফরাজ খাঁ! মৃত্যু তোমার অনিবার্য।

দূতের ছদ্মবেশে সরফরাজ খাঁ সহ মুস্তাফা খাঁর প্রবেশ।

মুস্তাফা। নবাব সরফরাজ খাঁ সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন জনাব। এই দেখুন তাঁর প্রেরিত ফারমান নিয়ে বাংলার দূত এসেছে আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে।

আলিবর্দী। বল দূত—কি তোমার বক্তব্য? [আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।]

সরফরাজ। সহসা নাদিরশাহ আর আহম্মদশাহ দুররানী বাংলা আক্রমণ করার জন্ম প্রস্তুতি নিচ্ছে। খুব শীঘ্রই গিরিয়ার ময়দানে নাকি তাদের দুর্গ নির্মিত হবে। তাই তাদের সে অভিযান ব্যর্থ করতে নবাব সাহেব আপনাকে সসৈন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আলিবর্দী। গিরিয়ার ময়দানে নাদিরশাহের দুর্গ নির্মিত হবে?

সরফরাজ। তাই বোধহয় পত্রে লেখা আছে জনাব। এই নিন পত্র—[পত্র আলিবর্দীকে দিল]

আলিবর্দী। [পত্র পাঠ করিয়া] হুঁ! গিরিয়ার ময়দান—গিরিয়ার ময়দান! না-না, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না মুস্তাফা খাঁ!

মুস্তাফা। কিন্তু জনাব, নবাব সরফরাজ খাঁ যে আমাদের চরম দুশমন।

আলিবর্দী। হলেও আমার প্রভুপুত্র—প্রতিবেশী সুলতান। তাই তাঁর এ সংকট-মুহূর্তে আমি তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করব। মুস্তাফা খাঁ!

মুস্তাফা। জনাব!

আলিবর্দী। নাদিরশাহের দুর্গ নির্মিত হবার পূর্বেই গিরিয়ার ময়দানে আমাদের দুর্গ নির্মাণ করার আয়োজন কর। যান নবাব সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত মনে মুর্শীদাবাদ রওনা হন।

মুস্তাফা। কাকে কি বলছেন জনাব! এ যে সামান্য দূত!

আলিবর্দী। যাকে যা বলা উচিত, ঠিকই বলছি। কারণ, আলিবর্দী খাঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজসাধ্য নয়। ঐ দূতের অন্তরালেই লুকিয়ে রয়েছেন সুবে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক—নবাব সরফরাজ খাঁ।

সরফরাজ। খাঁ সাহেব! আপনার দূরদৃষ্টিকে আমি বহুৎ মোবারক জানাই। সুদূর মুর্শীদাবাদ থেকে আমি বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ সম্পর্কে বহু কথাই শুনেছি। আজ সরেজমিনে এসে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হ'লো। আজ আমি বুঝলাম, আলিবর্দী খাঁ সত্যই মহান আর ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। [ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন]

[মুস্তাফা খাঁ ও আলিবর্দী সরফরাজকে সেলাম করিলেন।]

আলিবর্দী। আসন গ্রহণ করুন নবাব সাহেব!

সরফরাজ। মাফ করবেন—অবসর নেই।

আলিবর্দী। সে কি হয়? মেহেরবানি ক'রে যখন গরীব ভাইয়ের গরীবখানায় এসেছেন তখন আপনাকে আজ এখানে আতিথ্য গ্রহণ করতেই হবে জাঁহাপনা!

সরফরাজ। মেহেরবান খোদার মর্জি হলে নিশ্চয়ই আসব। আজ আর অপেক্ষা করতে পারলাম না খাঁ সাহেব। সম্মুখে আমার বহু কর্তব্য। চলি—[প্রস্থানোদ্যত]

আলিবর্দী। মুস্তাফা খাঁ, জাঁহাপনার সঙ্গে পঞ্চাশজন দেহরক্ষী নিয়ে তুমি যাও। জনাব বিহার পরগনার সীমান্ত পার হ'লে তবে তুমি আসবে।

সরফরাজ। আসি খাঁ সাহেব। আবার দেখা হবে গিরিয়ার ময়দানে। [উভয়ে কুর্নিশ বিনিময় হইল, কুর্নিশ করিতে করিতে সসম্মানে সরফরাজ খাঁকে লইয়া মুস্তাফা খাঁর প্রস্থান।

আলিবর্দী। গিরিয়ার ময়দান—গিরিয়ার ময়দান! নবাব সরফরাজ খাঁ! সসৈন্যে আমি গিরিয়ার ময়দানে যাব সত্য, তবে তোমায় সাহায্য করতে নয়—প্রতিশোধ নিতে।

হাজি আহম্মদের প্রবেশ।

হাজি। প্রতিশোধ নেবার মত সুযোগ তো এবার এসেছে ভাই সাহেব।

আলিবর্দী। কি রকম?

হাজি। দিল্লী থেকে নাদিরশাহ আর আহম্মদশা হুররানী আমাদের কাছে দোস্তির জন্য সন্ধিপত্র পাঠিয়েছেন।

আলিবর্দী। উদ্দেশ্য?

হাজি। পক্ষকালের মধ্যে তাঁরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লুণ্ঠন করতে আসছেন। সেই সময় যেন আমরা নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে দূরে বসে মজা দেখি। তাহ'লে দেশলুণ্ঠন ক'রে ফেরার পথে দোস্তির মর্যাদা বজায় রাখতে আমাদের প্রতিবেশী রাজাকে স্বাধীন শাসনকর্তার মোচলেকা লিখে দিয়ে যাবেন।

আলিবর্দী। তুমি কি বল হাজি আহম্মদ ?

হাজি। এ প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ অসম্মত ভাই সাহেব।

আলিবর্দী। কেন ?

হাজি। দুশমন হলেও সরফরাজ খাঁ আমাদের প্রভুপুত্র। অপরাধী হলেও সে দেশবাসী। তাছাড়া এদেশ আমাদের জন্মভূমি। লুণ্ঠনকারী দস্যুদের দিয়ে দেশজননীর অপমান করতে মন আমার চায় না ভাই সাহেব।

আলিবর্দী। নাদিরশাহের সৈন্যসংখ্যা কত জানো ?

হাজি। অসংখ্য।

আলিবর্দী। আর আমাদের ?

হাজি। মুষ্টিমেয়। তবুও এটা আমাদের দেশ। এদেশের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের মহব্বতের নিশান, খুনের ঋণ। তাই অত্যাচারীর চাবুক থেকে বাংলা-মাকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে বিন্দু বিন্দু ক'রে কলিজার তাজা খুন নিংড়ে দেবো, তবু জীবিত থাকতে দেশের এক কণা মাটিও আমরা নাদিরশাহকে লুণ্ঠন করতে দেবো না।

আলিবর্দী। সাবাস—সাবাস হাজি আহম্মদ! তুমি আমার ভাই, তার উপর বিহার পরগনার সিপাহশালার। তাই তোমার কাছে আমি ঠিক এটাই আশা করেছিলাম। অপরাধ যদি কেউ করেই থাকে,

তার বিচার আমরাই করব। অনর্থক ঘরের দুশমনকে দমন করতে বাইরের দুশমনের সঙ্গে আমরা হাত মেলাব না।

হাজি। কিন্তু তাই ব'লে সরফরাজ খাঁর উপর কিন্তু আমাদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে ভুললে চলবে না।

জাফর আলি খাঁর প্রবেশ।

জাফর। ইচ্ছা করলে এইবার আমরা গিরিয়ার ময়দানেই নবাব সরফরাজ খাঁর জীবনের যবনিকা টেনে দিতে পারি।

আলিবর্দী। জাফর আলি খাঁ!

জাফর। জনাব! নাদিরশাহ আর আহম্মদশাহের সংবাদ আমি অবগত। তাই বলছি, যদি নবাবকে সাহায্য করার ভান করে নাদিরশাহের আগে আমরাই আক্রমণ করি, তাতে আমরা সহজেই জয়যুক্ত হব।

হাজি। তারপর যদি ঐ লুণ্ঠনকারী দস্যুদ্বয় আমাদের আক্রমণ করে?

জাফর। অর্থের প্রাচুর্য দিয়ে বন্ধ করতে হবে আক্রমণকারীর মুখ, বজায় রাখতে হবে পৌরুষত্বের মর্যাদা—আভিজাত্যের ইজ্জৎ।

আলিবর্দী। তুমি ঠিকই বলেছ মীরজাফর আলি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তাই করব। কিন্তু এ যুদ্ধে আর কে আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে?

ছদ্মবেশে সুলেমান খাঁর প্রবেশ।

সুলেমান। আমি জান দিয়ে আপনাদের সাহায্য করব জনাব।

সকলে। কে তুমি?

সুলেমান। আগে ছিলাম নবাবের মনসবদার, পরে হয়েছিলাম উদয়নারায়ণপুরের জায়গীরদার।

আলিবর্দী। সুলেমান খাঁ?

সুলেমান। জী জনাব!

আলিবর্দী। বল সুলেমান খাঁ—কি তোমার উদ্দেশ্য?

সুলেমান। নবাব সরফরাজ খাঁর ধ্বংস চাই।

হাজি। তাতে তোমার লাভ?

সুলেমান। জনাবের অনুগ্রহে আবার আমি উদয়নারায়ণপুরের জায়গীরদার হতে চাই।

আলিবর্দী। বহুৎ আচ্ছা। যদি এ-যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তোমাকে আমি দেবো এই বিহারের স্বাধীন শাসনকর্তার ফারমান।

সুলেমান। দীন বান্দার প্রতি জনাবের হাজারো মেহেরবানি।

আলিবর্দী। মীরজাফর আলি খাঁর মুখে আমি বহু পূর্বেই তোমার নাম শুনেছিলাম। যাও মীরজাফর আলি খাঁ—সুলেমান খাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। হ্যাঁ—আমরা জয়যুক্ত হলে আমার প্রধান সিপাহসালার হবে এই মীরজাফর আলি খান।

জাফর। জনাবের দোয়া পেতে এ বান্দা জান লড়িয়ে দেবে। এসো সুলেমান খাঁ, তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করি।।

[সুলেমান খাঁ সহ প্রস্থান।

আলিবর্দী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হাজি। কি হ'লো ভাইসাহেব?

আলিবর্দী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রাণখোলা হাসি হেসে নাও হাজি আহম্মদ, এ সুযোগ হয়তো আর নসীবে আসবে না। নবাব সরফরাজ খাঁর নসীব ভেঙেছে, তাই আজ তার হাজারো দুশমন মাথা তুলে

দাঁড়িয়েছে। আলমচাঁদ—জগৎশেঠ—তুমি—আমি, আর সুদূরে দাঁড়িয়ে নাদিরশাহ্, এবং আহম্মদশা তুররানী। তার উপর আবার ঘরের দুশমন সুলেমান খাঁ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হাজি। ঠিক আছে ভাই সাহেব! এই সুবর্ণ সুযোগ। আগামী কালই আমরা রওনা হব। সকলে একযোগে আক্রমণ করে সরফরাজ খাঁর সাধের নবাবীর অবসান করব।

[প্রস্থান।

আলিবর্দী। খোদা! দীন বান্দার কসুর নিও না। প্রতিশোধ নেওয়ার পথ পেয়েছি, বেইজ্জতির বদলা এবার কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে চাই। একদিন ঠিক এমনি করেই তোমার দরবারে আরজ জানিয়েছিলাম অপমানের চরম বেদনা মাথায় নিয়ে। আজ সে তার নামানোর সুযোগ এসেছে। দোয়া কর মালিক—যেন সার্থক হয় আমাদের এই অভিযান।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

গিরিয়ার ময়দান।

সরফরাজ খাঁর প্রবেশ।

সরফরাজ। যাক, এবার নিশ্চিন্ত। নাদিরশাহ্! আহম্মদ দুররানী! এবার এগিয়ে এসো। পঙ্গপালের মত চারিদিক থেকে আমরা তোমাদের পিষে মারব। ওকি! সহসা রণভেরী বেজে উঠল কেন? যেন চারিদিকে সাজ-সাজ রব! ওকি! শত্রুসৈন্য আসার আগেই ওরা আমার শিবির আক্রমণ করছে! ইস্—আগুন! কী বীভৎস আগুনের লেলিহান শিখা! [নেপথ্যে কামান গর্জন ও অগ্নিশিখা—রণভেরী শোনা যায়] মুহুর্মুহু কামান গর্জন হচ্ছে! হাতি ঘোড়া আর আহতদের চিৎকারে আকাশ-বাতাস কম্পমান। কেন? কে—কে সহসা আক্রমণ করলে? তবে কি—তবে কি আলিবর্দীর সৈন্যদল? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো। [উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিয়া] গওস খাঁ—বিজয়সিংহ—সওগাত—ইলিয়াস— সদানন্দ— কৃত্তিবাস— কৈছুদ্দিন— কোরবান আলি—তোমরা জাগো, রণভেরী বাজাও। তোপ দাগ—সাজাও সৈন্য—উড়াও ধ্বংস-নিশান। আমি জয় চাই না—পরাজয় চাই। মাথা নেবো না—মাথা দেবো।

[দ্রুত প্রস্থান।

যুদ্ধরত মুস্তাফা খাঁ ও ইলিয়াসউদ্দিনের প্রবেশ।

মুস্তাফা। এখনও বলছি—অস্ত্র রেখে রণস্থল ত্যাগ কর।

ইলিয়াস। অসম্ভব।

মুস্তাফা। অপরাধী সরফরাজ খাঁর জন্ম কেন জান দেবে নির্বোধ?

ইলিয়াস। নিমকের মর্যাদা আমরা এই ভাবেই দিই। কিন্তু তুমিই বা কেন নিজের জান তুচ্ছ ক'রে হাতিয়ার নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ছুটে এসেছ মুস্তাফা খাঁ?

মুস্তাফা। আমার প্রভুর জয় অনিবার্য।

ইলিয়াস। বেশ, তবে তারই পরিচয় দাও।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

যুদ্ধরত সওগাত আলি ও জাফর আলি খাঁর প্রবেশ।

জাফর। আমাদের লাভ-লোকসানের হিসাব দেবার ইচ্ছা নেই।

সওগাত। তাহ'লে এখুনি যুদ্ধ বন্ধ কর। আলিবর্দী খাঁকে শিবিরে সাক্ষাৎ করতে বল।

জাফর। প্রয়োজনটা আমাদের নয়। আমরা আক্রমণকারী।

সওগাত। তবে তোমার জানের আজই পূর্ণচ্ছেদ টানা হোক।

জাফর। তোমারও জীবনে ইতির যবনিকা টেনে দিই।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

অসিহস্তে সাহেনার প্রবেশ।

সাহেনা। জনাব—জায়গীরদার সাহেব! পালিয়ে আসুন—

সহসা সুলেমান খাঁর প্রবেশ।

সুলেমান। একি, শাহাজাদী সাহেনাবানু! হাতিয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে কেন?

সাহেনা। আমার দেহে রাজপুত খুন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে উঠেছে। দুশমনের মাথা চাই—শয়তানের খুনে আমি গোছল করতে চাই।

সুলেমান। আহা, অযথা মেজাজ খারাপ করবেন না। পালিয়ে আসুন আমার সঙ্গে—আপনাকে নির্ভরযোগ্য স্থানে রেখে আসি।

সাহেনা। আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও সুলেমান খাঁ।

সুলেমান। [ধমক দিয়া] শাহাজাদী!

সাহেনা। চোখ রাঙিয়ে আমাকে শাসন করতে চেয়ো না সুলেমান খাঁ। ফল ভাল হবে না। রানী দুর্গাবতী—রানী বীরাবাঈ—কমলাবাঈ—রোশেনারার দেশের নারী আমি। আমার মগজে আগুন লেগেছে—শিরায় শিরায় তাথৈ-তাথৈ নৃত্য করছে খুনের নেশা।

সুলেমান। ইলিয়াসউদ্দিন দুশমনদের হাতে জান দিয়েছে। যদি জানের মায়া থাকে তো চলে এসো আমার সঙ্গে।

সাহেনা। হুঁশিয়ার সুলেমান খাঁ! পয়জারের নফর তুমি। শাহাজাদীকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখো।

সুলেমান। তাই নাকি? তবে দুনিয়া ছাড়ার আগে তোমাকে নিয়েই ছাড়ব। এসো আমার সঙ্গে—[ধরিতে উদ্যত]

সাহেনা। তবে রে নফর—[অসি নিষ্কাশন]

সুলেমান। চুপ থাক বেসরমী! [উভয়ের যুদ্ধ, সাহেনার অসি হস্তচ্যুত হইল] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার এসো সাহেনা, তোমার রূপের দেমাক টুটিয়ে দিই—[ধরিতে যায়] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সাহেনা। হুঁশিয়ার সুলেমান খাঁ! হুঁশিয়ার বেয়াদব!

সহসা ইলিয়াসউদ্দিনের প্রবেশ।

সাহেনা। [ছুটিয়া ইলিয়াসকে জড়াইয়া ধরে] জায়গীরদার সাহেব!

স্থলেমান। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

ইলিয়াস। স্থলেমান খাঁ !

স্থলেমান। খামোশ কাফের কুত্তা ! [উভয়ের যুদ্ধ, তাহার মধ্যে স্থলেমান মাঝে মাঝে সাহেনাকে ধরিবার চেষ্টা করে, ইলিয়াস সাহেনাকে এক হাতে রক্ষা করিয়া স্থলেমানের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া গেল এবং তাহার অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল] হাঃ-হাঃ-হাঃ ! এইবার জাহান্নামে যা রে শয়তান ! [ইলিয়াসকে অস্ত্রাঘাত করিতে যায় ; বায়ুবেগে মমতা প্রবেশ করিয়া সেই আঘাত বক্ষে ধারণ করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠে।]

ইলিয়াস। একি—মমতা !

মমতা। স্বামী !

সাহেনা। দিদি !

মমতা। জীবনে তোমার স্থখের সঙ্গিনী হতে পারিনি বোন। তাই যাবার সময় তোমার কাছ থেকে তোমার স্বামীর এতটুকু অংশ জোর করেই কেড়ে নিয়ে গেলাম। আঃ !

সাহেনা। তবে কেন সেদিন আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে সারাজীবন অন্তর্দাহে জলে তিল তিল ক'রে নিজেকে ধ্বংস করলে দিদি ?

মমতা। আমার স্নেহের ভগ্নীর স্থখের জোয়ারে ভাঁটা পড়বে বলে। আঃ—[পতন]

সাহেনা। দিদি !

ইলিয়াস। মমতা ! তুমি ছুনিয়ার মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছ ?

স্থলেমান। এবার তোমাকে কবরে পাঠিয়ে দিয়ে সাহেনা বিবিকে নিয়ে আমিও জাহান্নামের পথে পাড়ি দেবো।

সাহেনা। }
ইলিয়াস। } হুঁশিয়ার নফর !

সুলেমান। তবে এই নফরের হাতেই তোর জান খতম হয়ে যাক!
[ইলিয়াসকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত]

নেপথ্যে সওগাত। হুঁশিয়ার বেত‌মিজ!

সওগাত আলির দ্রুত প্রবেশ।

সওগাত। একি! সুলেমান খাঁ! তুমি এখনো জী-বি-ত!

সুলেমান। জী হাঁ, শাহাজাদা।

সওগাত। আমাদেরই নিমকের হালাল হয়ে তুমি আমারই পরমাত্মীয়ের হত্যায় হাতিয়ার তুলেছ?

সুলেমান। হ্যাঁ—তুলেছি। হয় পালাও—না হয় জান দিতে তৈরী হও।

সওগাত। তার আগে তুই জাহান্নামের পথ দেখ রে শয়তান!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

ইলিয়াস। মমতা!

মমতা। যাও স্বামী, এ যুদ্ধে জয় আমাদের অনিশ্চিত। যাও—আমার ভগ্নীকে নিয়ে তুমি পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা কর।

ইলিয়াস। মমতা! যদি যেতেই হয় তাহ'লে তোমাকে নিয়েই যাব। আর তা যদি না হয়, এই গিরিয়ার ময়দানেই রক্ত দিয়ে লিখে রেখে যাব তোমার ভালোবাসার অমর কাহিনী।

[দুই দিক হইতে মমতাকে ধরিয়া লইয়া সাহেনা ও ইলিয়াসের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

———

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

যুদ্ধরত সওগাত আলি ও স্থলেমান খাঁর প্রবেশ।

সওগাত। যুদ্ধ বন্ধ কর স্থলেমান খাঁ! তোমার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত।

স্থলেমান। না, যুদ্ধই আমি চাই।

পশ্চাৎ হইতে জাফর আলি খাঁ ছদ্মবেশে আসিয়া স্থলেমান খাঁকে গুপ্তহত্যা করে।

স্থলেমান। আঃ—খোদা! [টলিতে থাকে]

সওগাত। কে? কে রে শয়তান?

জাফর। শয়তান নয়—শয়তান খতম করনেওয়ালা। বাংলার ভাবী সিপাহসালার মীরজাফর আলি খাঁ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

স্থলেমান। আঃ—উঃ—খোদা! আঃ—সেলাম শাহাজাদা—আঃ—সে-লা-ম! জীন্দেগীতে বহুৎ গুনাহ্ করেছি, এ তারই পরিণাম—আঃ—আঃ—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

সওগাত। স্থলেমান খাঁ!

সহসা মুস্তাফা খাঁ ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ হইতে সওগাত আলিকে অস্ত্রাঘাত করে।

সওগাত। আঃ—কে?

মুস্তাফা। বাংলার বিভীষিকা আফ্‌গান মনসবদার মুস্তাফা খাঁ।

[প্রস্থান।

সওগাত। ওঃ—খোদা! গিরিয়ার ময়দানেই যদি জীবন-খাতার শেষ অঙ্ক কষে রেখেছ, তবে কেন অকারণে নিরীহ মানুষদের রক্তে ভিজিয়ে দিলে বাংলার মাটি? আঃ—সর্বনাশী রাক্ষসী বাংলা-মা, আমার রক্তেই শেষ কর তোর অতৃপ্ত পিপাসা! তোর গুনাহ্‌কার সন্তান সরফরাজ খাঁকে ক্ষমা কর মা—তাকে তুই ক্ষমা কর!

নেপথ্যে সরফরাজ। সওগাত!

সওগাত। পালিয়ে যাও ভা-ই সা-হে-ব, তুমি জান নিয়ে পা-লা-ও!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

সরফরাজ খাঁর প্রবেশ।

সরফরাজ। একি! একি! সব শেষ হয়ে গেল? সাহায্য করতে এসে সবাই দুশমনি করল! উঃ—খোদা!

জাফর আলি খাঁর প্রবেশ।

জাফর। কবরের তলায় গিয়ে খোদাকে ডাকবেন নবাব বাহাদুর!

সরফরাজ। কে? জাফর আলি খাঁ?

জাফর। হ্যাঁ নবাব বাহাদুর। ধরুন অস্ত্র।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বন্দুক হাতে ছুটিয়া আলিবর্দী খাঁর প্রবেশ।

আলিবর্দী। কোথায় পালাবে নবাব সরফরাজ খাঁ? কবর আজ তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওকি! রণস্থল ত্যাগ করে হস্তিপৃষ্ঠে চেপে পালাচ্ছে কে? সরফরাজ খাঁ—না? হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে-ই তো। তবে হাতির পিঠেই তোমার মৃত্যু হোক!

[ছুটিয়া প্রস্থান করিলে নেপথ্যে গুলীর শব্দ।

আর্তনাদ সহকারে রক্তাক্ত আহত অবস্থায় মাথায় হাত দিয়া সরফরাজ খাঁ পুনঃ প্রবেশ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আলিবর্দী, হাজি আহম্মদ, জাফর আলি খাঁ ও মুস্তাফা খাঁর প্রবেশ।

সরফরাজ। আঃ—আঃ! খোদা!

হাজি। চুপ! চিৎকার ক'রো না। এখুনি বাংলা-মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে। অনেক কষ্টে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি। তুমি আর তাকে বিরক্ত ক'রো না।

সরফরাজ। আলিবর্দী খাঁ! একি, তোমার চোখেও পানি! তুমি কাঁদছো খাঁ সাহেব?

আলিবর্দী। নবাব বাহাদুর!

সরফরাজ। কাছে এসো—কাছে এসো আলিবর্দী খাঁ! [আলিবর্দী সরফরাজের কাছে বসিল] এই নাও, ধর নবাবী উষ্ণীষ—গ্রহণ কর বাংলা-মাকে রক্ষার দায়িত্ব। [মাথা হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া আলিবর্দীর মাথায় পরাইয়া দেয়]

আলিবর্দী। নবাব বাহাদুর!

সরফরাজ। আলিবর্দী খাঁ! নবাব বাহাদুর না বলে একবার 'ভাইজান' বলে ডাকো। তোমার কণ্ঠের ঐ ডাক শুনতে শুনতে আমি ওপারে চলে যাই।

আলিবর্দী। ভাইজান!

সরফরাজ। আঃ! ভাই সাহেব, আমি তোমার হাতেই আজ তুলে দিয়ে গেলাম সাত কোটি বাঙালীর শুভাশুভের দায়িত্ব। আর যৌতুক দিয়ে গেলাম অসংখ্য জোয়ানের রক্তে ভেজা এই আবীর ছড়ানো মুর্শীদাবাদ।

—যবনিকা—